মৃত্যু-মিলন

মৃত্যু-মিলন।

উপন্যাস

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রণীত।

লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্—কলিকাতা

১৩১৮।

উপক্রমণিকা।

বীজ।

উপক্রমণিকা।

মন্দিরে।

দোল পূর্ণিমার আর একদিনমাত্র বিলম্ব আছে। নগরে উৎসবের সূচনা সূচিত হইতেছে, আসন্ন উল্লাসের সাড়া পড়িয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইলেই উৎসবের আরম্ভ,—নাগরিকগণ তাহার আয়োজনে ব্যস্ত। গৃহদ্বার ফুলসজ্জিত; রাজপথে মধ্যে মধ্যে পত্রপুষ্পশোভিত চারু তোরণ; গৃহচূড়ায় বসন্তপবনান্দোলিত কেতন। সান্ধ্য গগন নক্ষত্র-খচিত;—চতুর্দ্দশীর চন্দ্র আপনার অতি সামান্য অসম্পূর্ণ দেহ লইয়া চক্রবাল হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছে; চারু চন্দ্রালোকে উৎসবসজ্জাসজ্জিত রাজধানীর প্রখর সৌন্দর্য্য কোমল দেখাইতেছে—যেন বিবাহসভায় ঘৃতশমীপল্লবলাজগন্ধী পূত হোমাগ্নি হইতে সমুত্থিত স্বচ্ছ ধূমের অন্তরালে বধূর উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য স্নিগ্ধ শোভায় পরিণত হইয়াছে।

দেবমন্দিরে আরতির ঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিত হইল। বৃহৎ ঘণ্টার বিপুল ধ্বনি শব্দতরঙ্গের মত নগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। মন্দিরতোরণে বাদকদল বাদন আরম্ভ করিল। নবোদিত চন্দ্রের কিরণ যেমন স্ফুটফেনশোভিত সমুদ্রকে বেলা-সকাশে আনয়ন করে, সেই ঘণ্টাধ্বনি তেমনই সুবেশসজ্জিত পুরনরনারীকে মন্দিরদ্বারে উপনীত করিল।

মন্দির সুসজ্জিত। আজ মন্দিরে সান্ধ্য আরতির বিপুল আয়োজন। তাই কথায় ও কলহাস্যে রাজপথ মুখরিত করিয়া নরনারী মন্দিরাভিমুখগামী হইল; স্রোতস্বতী যেমন সমুদ্রবক্ষে জলরাশি সমর্পিত করে, রাজপথ তেমনই মন্দিরদ্বারে জনস্রোতঃ সমর্পণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বৃহৎ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। মন্দিরমধ্য হইতে ধূপগন্ধামোদিত ধূম পবন-ধূনিত চীনাংশুকের মত প্রাঙ্গণে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

আবার ঘণ্টা বাজিল। আরতি আরব্ধ হইল। বৃদ্ধ পুরোহিত আজ স্বয়ং আরতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল বপু গৌরবর্ণ, নয়ন জ্যোতির্ম্ময়, কেশজাল ও শ্মশ্রুরাজি কুন্দধবল, পরিধানে শ্বেত বস্ত্র, অঙ্গে বিশদ উত্তরীয়, উন্নত কপাল চন্দন-চর্চ্চিত। সমবেত পুরোহিতগণমধ্যে তাঁহাকে বহুশৃঙ্গ গিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। জরাস্পর্শে তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু সেই সুগঠিত, বিশাল দেহে বিকৃতির চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না; বরং মুখশ্রী গাম্ভীর্য্যে সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে। বয়সের আধিক্যে কেবল চঞ্চল সৌন্দর্য্যের লোপ হয়। কয় বৎসর হইতে তিনি আর স্বয়ং আরতি করিতেন না; স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শিষ্যদিগকে আরতির প্রণালী শিখাইতেন,—এখন তাহারাও সুশিক্ষিত। আজও তাহারা তাঁহার আদেশপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল—তিনি যাহাকে আদেশ করিবেন, সে-ই আরতি করিবে। এমন সময়

অজিনাসন হইতে উত্থিত হইয়া তিনি স্বয়ং মার্জ্জন-চিক্কণ দীপাধার তুলিয়া লইলেন। শিষ্যবর্গ বিস্মিত হইল। সেই বৃহৎ দীপাধারের ভারে সে হস্ত কম্পিত হইল না। তিনি আরতি করিতে লাগিলেন। কয় বৎসর পরে আবার তাঁহাকে আরতি করিতে দেখিয়া জনতা হইতে আনন্দধ্বনি উঠিল।

সে ধ্বনি পুরোহিতের কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না; তিনি তন্ময় হইয়া আরতি করিতেছিলেন। আজ কয় দিন হইতে তিনি কেমন অন্যমনস্ক। কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, তাঁহার নয়নদ্বয় আর্দ্র। অতি দীর্ঘ আরতি শেষ করিয়া তিনি যখন দীপাধার নামাইয়া রাখিলেন তখন একটি দীর্ঘশ্বাসে তাঁহার হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনারাশি যেন বাহির হইবার চেষ্টা করিল; অর্দ্ধশতাব্দীর অভ্যাস—বংশপরম্পরাগত বন্ধন ত্যাগ করা সহজসাধ্য নহে।

আরতি শেষ হইয়া গেল।—বিশাল প্রাঙ্গণ পূর্ণ; বিপুল জনতার হ্রাস নাই; নরনারী বৃদ্ধ পুরোহিতের চরণধূলি লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি দেউল হইতে আসিয়া মোহন অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণে নামিবার সোপানে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চন্দ্রকরধৌত দেহ মর্ম্মরগঠিত দেবমূর্ত্তিরই মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সমাগত নরনারীগণ সাগ্রহে—ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে জনস্রোতঃ আবার রাজপথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রাঙ্গণ শূন্য হইতে আরম্ভ হইল। যখন প্রাঙ্গণ হইতে জনস্রোতঃ অপসৃত হইয়া গেল, তখন কেবল এক পার্শ্বে তিনজন পুরুষ ও একজন রমণী অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রজনীর প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গেল। প্রহরীরা দেউল-দ্বার রুদ্ধ করিয়া সিংহদ্বারে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। একজন বলিল, "আমরা গ্রাম হইতে ঠাকুরের নিকট আসিয়াছি।" পুরোহিত তখন মোহনে গগনবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কি ভাবিতেছিলেন। তিনি তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, কি চাহ?"

তাহারা কথা কহিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া পুরোহিত প্রহরিগণকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহারা চলিয়া গেল। তখন আগন্তুকদিগের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ, সে বলিল, "আমরা রাজ্যের সীমান্তগ্রামবাসী; আপনার নিকট আসিয়াছি।"

পুরোহিত সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের কি আবশ্যক?"

"মোগল সেনার অত্যাচারে আমরা বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছি।"

"কেন?"

"তাহারা প্রায়ই আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে; বলপূর্ব্বক

দ্রব্যাদি গ্রহণ করে। প্রভু, বলিতে কি, আমাদের মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্মও নিরাপদ নহে।"

"তাহারা কি ধর্ম্মহানিকর কোন কার্য্য করে? শুনিয়াছি, কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা আকবরের আদেশ-বিরুদ্ধ।"

"সত্য; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারীরা সে আদেশ পালন করে না। বিশেষ, কেহ কেহ আমাদের দেবতাকে বিদ্রূপ করিয়া আমাদিগকে বাদসাহের প্রবর্ত্তিত নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলে।"

শুনিয়া পুরোহিতের নয়নদ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "নূতন ধর্ম্ম! আকবরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইয়াও তাহার তৃপ্তি হয় নাই; পরন্তু ঘৃতাহুতিপাতে পাবকের মত উপভোগে কামনার বৃদ্ধিই হইয়াছে। তাই বিষয়বাসনাবদ্ধ, ভগবচ্চিন্তাহীন মানব আপনার লোকবলে বলীয়ান্ হইয়া আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনক্ষম বিবেচনা করিয়াছে,—আপনাকে দেবতার আসনে উন্নীত মনে করিয়াছে। ধর্ম্ম স্বার্থ-গন্ধহীন। আকবরের উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি—রাজশক্তি ও ধর্ম্মশক্তি করতলগত করিয়া ভারতবর্ষে আপনার বংশের প্রভুত্ব স্থায়ী করা। ভ্রান্ত মানব! তুমি অজস্র যত্নে যাহা গঠিত কর, বিধাতা সামান্য ঘটনার ফুৎকারে তাহার ধ্বংস করিতে পারেন।"

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার পর আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন বলিল, "ঠাকুর, আমাদের উপায় কি?"

পুরোহিত বলিলেন, "এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া, যে রাজা রাজ্যরক্ষায় সমর্থ, তাঁহার অধিকারে চলিয়া যাও।"

একজন বলিল, "সে কি, ঠাকুর ! পিতৃপুরুষের ভিটা, জমী, জমা—সব ফেলিয়া যাইব ?"

রমণী বলিল, "বিগ্রহের কি হইবে ?"

পুরোহিত বলিলেন, "এ কার্য্য সহজ নহে সত্য, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। আমার কথা ভাবিয়া দেখ। এই রাজবংশ যত দিনের, এ মন্দিরের পৌরোহিত্যে ততদিন বংশপরম্পরাক্রমে আমাদের অধিকার। আমি এই মন্দিরের পৌরোহিত্য ব্যতীত আর কোন কার্য্য শিখি নাই। শৈশব হইতে আমি এই শিক্ষায় শিক্ষিত ; পঞ্চাশ বৎসর আমি স্বয়ং এই কার্য্য করিতেছি। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আমি যে এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, সে কি বড় সুখে ?"

রমণী সবিস্ময়ে বলিল, "দেবতাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন ?"

পুরোহিত মৃদুহাস্য করিলেন, বলিলেন, "বৎসে, যে জীবন দেবসেবায় উৎসৃষ্ট, সে জীবন থাকিতে দেবতাকে কেমন করিয়া ত্যাগ করিব ? দেবতা তাঁহার সেবককে ত্যাগ করিতে পারেন ; সেবকের সাধ্য কি, তাঁহাকে ত্যাগ করে ?"

বৃদ্ধ উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিয়া আবার বলিলেন, "আমি দেবতার দাস, রাজার দাস নহি। দেবতা সর্ব্বত্র

বিদ্যমান। কেবল যে রাজ্যে রাজা অধর্ম্মরত, সে রাজ্যে তিনি প্রসন্ন নহেন,—বুর্ণপত।"

"আপনি কবে যাইবেন?"

"আগামী ""—প্রতিপদে—প্রত্যূষে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইব।"

"এ মন্দিরে দেবসেবার কি হইবে?"

"দেবতার সেবকের অভাব কি? আমার বিংশাধিক শিষ্য; সকলেই দেবসেবায় সমর্থ। তাহারা সে কার্য্য করিবে। আমি যদি আজ মরিয়া যাই, তাহা হইলে কি দেবসেবার ত্রুটি হইবে?"

"রাজা এ কথা জানেন?"

"আমি আজ মন্ত্রীকে বলিয়া পাঠাইয়াছি।"

একজন বলিল, "কিন্তু রাজা কি করিবেন?"

পুরোহিত বলিলেন, "তিনি রাজ্যরক্ষা করিবেন।" প্রাঙ্গণ-প্রান্তে একটি সারমেয় শয়ান ছিল; তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ উচ্ছিষ্টমুষ্টিপুষ্ট সারমেয়কে স্বাধিকারচ্যুত করিবার চেষ্টা কর, ও তোমাকে দংশন করিবে।"

"রাজা বাদসাহের সঙ্গে বলে পারিবেন কি?"

"তিনি কি চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন? প্রকৃত রাজশক্তি প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তোমরাই রাজার বল। রাজা সে শক্তি প্রবুদ্ধ করিতে কি চেষ্টা করিয়াছেন? করগ্রহণ ব্যতীত

প্রজার সহিত যে রাজার সম্বন্ধ নাই —রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসন যিনি কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না—তিনি 'অত্যাচারীমাত্র। তোমরা প্রজা; তোমরা রাজার জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে পার, রাজার সহিত তোমাদের এমন কি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে? রাজা সে ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপনের কি চেষ্টা করিয়াছেন?"

"রাজার কর্ম্মচারীরা প্রতীকারে অক্ষম। রাজাকে একবার অবস্থা জানাইব কি?"

"চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি স্তাবকদলের স্তুতিগুঞ্জনের মধ্যে প্রজার আর্ত্তনাদ রাজকর্ণে প্রবেশ করে।"

পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া আগন্তুকগণ চলিয়া গেল। পুরোহিত বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণ জনশূন্য,—চন্দ্রকিরণপ্লাবিত।- প্রাঙ্গণে কয়টি পুষ্ট বৃষ ও একটি সারমেয় শয়ান। প্রস্তরগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও দুই একটি তৃণ আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে। সবই যেন তাঁহার পরিচিত। তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে চন্দ্র গগনপ্রান্তগামী হইল। প্রাঙ্গণে দেউলের দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হইতে লাগিল। তিনি তখনও চিন্তামগ্ন।

পূর্ব্বগগন যখন উদয়োন্মুখ রবির কিরণপাতে রক্তাভ হইয়া উঠিল— তখন বিহগ-বিরাবে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল।

প্রথম খণ্ড

অঙ্কুর।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উৎসব।

আজ দোলোৎসব। রাজপুতানার একটি খণ্ডরাজ্যের রাজধানীতে আজ মহোৎসব। এই উৎসব সে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। উৎসবে বিপুল আয়োজন—অবারিত আনন্দ—অসীম আমোদোচ্ছ্বাস। পৌরজন এই উৎসবের আশায় সমস্ত বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। উৎসবে যোগ দিবার জন্য নানা স্থান হইতে আগন্তুকগণ সমাগত হয়। উৎসবে রাজধানীতে আনন্দস্রোতঃ প্রবাহিত হয়।

আজ আনন্দের দিন—মিলনের দিন—উৎসবের দিন। আজ পুরবাসীরা দৈনিক জীবনের বৈষয়িক কার্য্য—জীবনসংগ্রাম ভুলিয়াছে। চকে দোকান বন্ধ; পথে ভারবাহী যানের চক্রঘর্ঘর নাই। যেন নিত্যকার্য্যের রথ সহসা পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সারথীর ভ্রুকুটিকুটিল মুখে স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবিরাম প্রবহমাণ কর্ম্মস্রোতঃ যেন সহসা নিশ্চল—নিষ্কম্প হইয়াছে।

রাজপথ পরিষ্কৃত—সুগন্ধসলিলসেচনস্নিগ্ধ। দুই পার্শ্বে হর্ম্ম্যমালা পত্রপুষ্পপতাকায় শোভিত। গৃহদ্বারে মঙ্গলঘট—গৃহচূড়ায় পতাকা। কোন কোন গৃহের সজ্জিত আলিসায়

উজ্জ্বলবর্ণ বৈচিত্র্যমনোরম ময়ূরগুলি গৃহসজ্জারই অঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে। রাজপথে জনস্রোতঃ—সকলেরই পরিধানে নূতন বস্ত্র, বর্ণের বৈচিত্র্যে মনে হয়, বুঝি নানা প্রস্ফুটিত পুষ্প-শোভিত উদ্যানে বিচরণ করিতেছি। পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রে ও উত্তরীয়ে একই প্রকার বর্ণ, রমণীর বসনে বিচিত্রবর্ণের সমাবেশ।

উপরে নীল আকাশ মেঘলেশহীন—সূর্য্যকরোজ্জ্বল। মধ্যে মধ্যে এক এক দল পারাবত বা টিয়া উড়িয়া যাইতেছে। রাজ-পথে স্থানে স্থানে জলাধারে আবীররঞ্জিত বারি। সেগুলিকে ঘিরিয়া পিচকারীধারী বালকগণ ও যুবকদল দাঁড়াইয়া আছে—এ উহার মুখে, চক্ষুতে, বসনে জল দিতেছে। পথে এ উহার দিকে আবীর প্রক্ষিপ্ত করিতেছে। রাজপথ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। জনতাও বাড়িতে লাগিল। সকলেরই মুখে প্রতীক্ষার ভাব সকলে এক এক বার উত্তর দিকে চাহিতেছিল। রাজপথ সরল—যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল নরমুণ্ড। গত সন্ধ্যায় রাজা প্রাসাদ হইতে নগরোপকণ্ঠে কুঞ্জগৃহে গমন করিয়াছেন। আজ তিনি সদলে সেই কুঞ্জগৃহ হইতে নগরমধ্য দিয়া মন্দিরে যাইবেন। সেই সময় উৎসবের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।

সহসা দূরে বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল। ধ্বনি অস্পষ্ট—মধুর,

পবনে হিল্লোলিত হইয়া আসিতে লাগিল ; যেন দূরে উচ্চবৃক্ষ-শাখায় বিহগশাবক প্রভাতপবনে অস্ফুট কাকলী ঢালিতেছে। জনতা হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল।

বাদ্যধ্বনি ক্রমে স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল। পথিপার্শ্বে গৃহের ছাদ বর্ণবহুলবেশসজ্জিতা রমণীমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া উঠিল ;—কাহারও হস্তে কুঙ্কুম,—কাহারও বাম করে আবীরের পাত্র,—কেহ পিচকারী পূর্ণ করিয়া দণ্ডায়মানা। কেহ কেহ নিম্নে রাজপথে জনতার উপর এক এক মুষ্টি আবীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; পথিকদিগের মধ্যে কেহ ঊর্দ্ধে চাহিলে তাহার চক্ষু আবীরে পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কোন রমণী বা রাজপথে কোন পরিচিত বা পরিচিতাকে দেখিয়া আবীর নিক্ষেপ করিতেছে বা পিচকারীমুখে রঞ্জিত বারি দিতেছে ; বলা বাহুল্য, চূর্ণ বা বারি উদ্দিষ্ট বা উদ্দিষ্টা ব্যতীত আরও অনেকের উপর পড়িয়া জনতামধ্য হইতে উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত করাইতেছে।

ক্রমে বাদ্যধ্বনি নিকটে শ্রুত হইতে লাগিল। তাহার পর উদ্‌গ্রীব-জনতা দূরে ক্রমশঃ অগ্রসর জনারণ্য দেখিতে পাইল। সে জনারণ্য ক্রমে নিকটে আসিল। প্রথমে অশ্বারোহী সেনাদল,—বাম করে বল্গা, দক্ষিণ করে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মুক্ত কৃপাণ—তাহাতে রবিকর প্রতিফলিত। অশ্বারোহীদিগের শুভ্র উষ্ণীষ ও বেশ আবীরে রঞ্জিত। দ্রুতগতি অশ্বগণ বল্গাকর্ষণে সংযত হইয়া গ্রীবা বক্র করিয়া যেন নাচিতে নাচিতে অগ্র-

সর হইতেছে। তাহার পর পদাতিদল। সর্ব্বাগ্রে বর্শাধারীরা সমপদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে—দীর্ঘ বর্শার পরিষ্কৃত ফলক রবিকরে জ্বলিতেছে। তাহার পর বন্দুকধারীরা গুরুভার, দীর্ঘনল বন্দুক বহন করিয়া যাইতেছে। তাহার পর ধানুক-গণ—পৃষ্ঠে তূণ নিঃশব্দে শত্রুপ্রাণঘাতী শরে পূর্ণ—করে ধনুক। তাহার পর নানারূপ সৈন্য। তাহাদের পশ্চাতে ভারবাহী উষ্ট্রের শ্রেণী। উষ্ট্রের পর শিকারসঙ্গী চিতা—শৃঙ্খলিত—নয়নে ভীষণ তৃষ্ণা—চারিদিকে চাহিতেছে। তাহার পর দণ্ডধারিদল রৌপ্য-দণ্ড বহন করিতেছে।

তাহার পর সমান উচ্চ দুইটি করী; তাহাদের পৃষ্ঠে বাদ্য-করদল নানাযন্ত্রবাদনরত। তাহাদের পশ্চাতে বিশালকায় দন্তী,—দন্তদ্বয়ে স্বর্ণালঙ্কার; মুক্তাখচিত আস্তরণ দুই পার্শ্বে প্রায় ভূমি স্পর্শ করিতেছে; পৃষ্ঠোপরি আসন; চারি কোণে চারিটি স্বর্ণ-দণ্ডে বহুমূল্য বস্ত্রের আবরণ বদ্ধ। আসনে রাজা উপবিষ্ট। রাজার বয়স চল্লিশের নিয়ে; মুখে যৌবনের লাবণ্য বা পরিণত বয়সের গাম্ভীর্য্য কিছুই নাই; নয়নে আলস্য ও বিরক্তিভাব। আজ তাঁহার ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্য দেখা যাইতে-ছিল সত্য, কিন্তু সে হাসি নির্ঝরমুক্ত বারির মত স্বতঃ উচ্ছ্বসিত নহে—তাহা কৃত্রিম, ভাবগোপনচেষ্টার ফল—অস্বাভাবিক রাজার আসনের পশ্চাতে একজনমাত্র প্রহরী দণ্ডায়মান।

দুই পার্শ্বে গৃহ হইতে শত পিচকারী রাজাকে লক্ষ্য করিয়া

আবীররঞ্জিত বারি বর্ষণ করিল; সহস্র অলঙ্কারশিঞ্জিত হস্ত কুঙ্কুম নিক্ষেপ করিল। চারিদিকে আনন্দকোলাহল। রাজার ওষ্ঠাধরে তেমনই মৃদু হাস্য। হস্তী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিম্নে বিপুল জনতা পরস্পরকে রঞ্জিত করিতে লাগিল। রাজহস্তীর পশ্চাতে আর একটি বৃহৎ হস্তী—তাহার পৃষ্ঠে একটি অনিতিবৃহৎ রৌপ্য নির্ম্মিত কামান; সেই কামান ঘন ঘন আবীররঞ্জিত সুগন্ধ জলধারা উদ্গীর্ণ করিয়া জন-সঙ্ঘকে স্নাত করাইতে লাগিল।

আজ উচ্চ নীচ ভেদ নাই। আজ একই আনন্দস্রোতে সকলে ভাসিয়া চলিয়াছে; ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আজ সকলেই এক উৎসবে মত্ত। যেমন সহসা বান আসিলে নদী কূল প্লাবিত করিয়া সমগ্র গ্রাম ভাসা-ইয়া লইয়া যায়, তেমনই আজ একই উল্লাস-প্রবাহ রাজধানীতে সকল নাগরিককে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বহুদিন বন্ধনে অভ্যস্ত অশ্ব সহসা বন্ধনমুক্ত অবস্থায় শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে আসিলে যেমন উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, দীর্ঘ এক বৎসর কার্য্যরত জনগণ তেমনই আজ কার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া উৎসবে যেন উন্মত্ত হইয়াছে। সে আনন্দস্রোতঃ প্রাসাদ হইতে প্রবাহিত হইয়া নগরী প্লাবিত করিয়াছে।

রাজার গমনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণও মন্দিরাভিমুখগামী হইল। মন্দিরের সিংহদ্বারে রাজা করিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ

করিলেন। মন্দির তাহার পূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রক্ষি-দল বহু কষ্টে রাজার জন্য একটি সঙ্কীর্ণ পথ জনশূন্য রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল; মন্দির-প্রাঙ্গণে আবীর কয় অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজা মোহনে উঠিলেন। পুরোহিতগণ মাল্য, চন্দন ও আবীর লইয়া রাজার অভ্যর্থনা করিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তিনি আসিলেন না দেখিয়া একজন পুরোহিত যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রাজা আসিয়াছেন।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

পুরোহিত দেখাইয়া দিলেন

বৃদ্ধ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমি ত দেখিতেছি, বাচাল বালক। যে রাজা রাজ্যরক্ষায় অক্ষম, তাহার হস্তে রাজদণ্ড শোভা পায় না।

পুরোহিত বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

রাজা বৃদ্ধের কথা শুনিতে পাইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে ক্রোধের চিহ্নমাত্র প্রকাশ পাইল না; কেবল ওষ্ঠাধরলিপ্ত মৃদু-হাসির রেখা লুপ্ত হইয়া গেল। যেন শরতের রবিকরে সরসী সলিল জ্বলিতেছিল, সহসা বর্ষণলঘু মেঘখণ্ড রবিকর নিবারিত করিল—জল স্বচ্ছান্ধকারময় দেখাইতে লাগিল।

রাজা দেউলে প্রবেশ করিয়া দেবপ্রণাম করিলেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে দেবপ্রসাদ আবীরে রঞ্জিত করিয়া

দিলেন। তিনি প্রণামী দিয়া দেউল হইতে বাহির হইলেন। মোহন অতিক্রম করিবার সময় রাজা দেখিলেন, বৃদ্ধ পুরোহিত তেমনই ভাবে বসিয়া আছেন।

রাজা প্রাঙ্গণে আসলেন। জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজহস্তী তাঁহার আরোহণজন্য উপবিষ্ট ছিল। রাজা করিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন না; পদব্রজে অদূরবর্ত্তী উদ্যান-গৃহে চলিলেন। তাঁহার মুখে সেই স্বচ্ছান্ধকার লাগিয়াই রহিল।

রাজা গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেনাদল অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। ক্রমে জনতাও মিলাইয়া গেল। দিবসের উৎসবের অবসান হইল।

সেই দিন সন্ধ্যায় যখন নগরী আলোকমালায় সজ্জিতা হইয়া উঠিল, মন্দিরে সমারোহে সান্ধ্য আরতি আরব্ধ হইল, তখন মন্ত্রীর সহকারী আসিয়া বৃদ্ধ পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া জানাইলেন, মন্ত্রী তাঁহার দর্শন-লাভ-প্রয়াসী।

বৃদ্ধ বলিলেন, "মন্ত্রী বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন, আমি মন্দিরের পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়াছি।"

সহকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রী মহাশয়কে কি নিবেদন করিব?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বলিবেন, আমি আজ আর রাজার মন্দিরের

পুরোহিত নহি। আমার সহিত রাজমন্ত্রীর কি কার্য্য থাকিতে পারে ?”

সহকারী প্রত্যাবৃত্ত হইলে মন্ত্রী রাজাকে বৃদ্ধের কথা জানাইলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর মন্দিরে জনতার হ্রাস হইলে রাজমন্ত্রী স্বয়ং সাধারণ বেশে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

মন্ত্রী বিনীতভাবে বৃদ্ধকে কি নিবেদন করিলেন। বৃদ্ধ প্রথমে অসম্মতি জানাইলেন, পরে মন্ত্রীর প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। উভয়ে মন্দির হইতে বাহির হইয়া অদূরবর্ত্তী সেই উদ্যান-গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় নিভৃত কক্ষে রাজার সহিত বহুক্ষণ বৃদ্ধের কি কথা হইল। আর কেহ তাহা জানিতে পারিল না।

বৃদ্ধ পুরোহিত পরদিন তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা।

চৈত্রের মধ্যাহ্ন। বাতাস উষ্ণ। গগন নীল। বৃক্ষলতায় নবীন পল্লব—প্রস্ফুটিত পুষ্প। মধ্যে মধ্যে বিহগ-কূজন শ্রুত হইতেছে। প্রাসাদে বিশ্রামগৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে একটি ক্ষুদ্র কুঞ্জমধ্যে মর্ম্মররচিত আসনে বসিয়া রাজা ভাবিতেছেন। কুঞ্জ ছায়াসুশীতল— সলিলসেচনস্নিগ্ধ। কুঞ্জে লবঙ্গলতিকা কুসুমের ভারে অবনতবল্লরী—দুই একটি বৃন্তচ্যুত কুসুম রাজার মস্তকে, অঙ্কে, বেশে পতিত হইতেছে। রাজার সেদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি ভাবিতেছেন। উপবনে নানাজাতীয় বিহগ—কেহ মুক্ত, কেহ বদ্ধ, কেহ দণ্ডে, কেহ পিঞ্জরে; তাহারা কূজন করিতেছে। আজ রাজার সে দিকে মন নাই। তিনি চিন্তামগ্ন। দূরে একটি মাত্র দ্বার মুক্ত—আর সব দ্বার রুদ্ধ; মুক্ত দ্বারে একজনমাত্র প্রহরী,—উদ্যানে আর কেহ নাই।

আজ দশ দিন হইল, বৃদ্ধ পুরোহিত চলিয়া গিয়াছেন। এ দশ দিন রাজা তাঁহার কথা ভাবিতেছেন। বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, যে জীবনে আপনার বা অপরের কোন উপকার করে নাই—যে জীবনে আপনি প্রকৃত সুখ পায় নাই, আর কাহাকেও সুখী করিতে পারে নাই— তাহার জীবন ব্যর্থ। রাজা ভাবিতেছিলেন,

তাঁহার জীবন সত্য সত্যই ব্যর্থ। তিনি জীবনে আপনার বা অপরের কোন উপকার করিতে পারেন নাই, স্বয়ং সুখ পায়েন নাই, আর কাহাকেও সুখী করিতে পারেন নাই।

আজ কয় দিন রাজা কেবল আপনার অতীত জীবনের আলোচনা করিয়াছেন। আজও তিনি তাহাই করিতেছিলেন। বাল্য হইতে আজ পর্য্যন্ত কত দিনের কত কথা আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। শৈশব হইতে তাঁহার শিক্ষা বিলাসে বেষ্টিত। সে শিক্ষা তাঁহাকে রাজার প্রকৃত কর্ত্তব্য শিখায় নাই, —তাঁহার মনুষ্যত্ব-বিকাশে সাহায্য করে নাই। আবার সংসর্গ-দোষে—শিক্ষকের দোষে তিনি সে শিক্ষারও সার অংশ—গ্রহণীয় অংশ—গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তাহার পর কৈশোর যৌবনে বিকশিত হইতে না হইতে তাঁহার পরিণয় নিষ্পন্ন হইয়া গেল। তখন তরুণ হৃদয়ে নবীন আশা—জগৎ সুখময়—স্বপ্নময়। কি আনন্দে, কি আশায়, কি উৎসাহে যুবকের হৃদয় নূতন জীবনে সুখের কল্পনা করিয়াছিল! পত্নীর সহিত দ্বিতীয় সাক্ষাতে সে কল্পনা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন যৌবন-পুলকে তাঁহার তরুণ হৃদয়-নন্দন হিল্লোলিত। পত্নীসমাগম-পুলকে তাহার কুসুম-শোভা বিকশিত হইয়া উঠিল—দিকে দিকে বিহগ-কূজন শ্রুত হইল। জীবনে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনায়—আশায় অধিক সুখ।

প্রথমে তাঁহার প্রেমাবেগ যেন তাঁহার পত্নীর হৃদয়ে সংক্রান্ত

হইয়া সে হৃদয়েও প্রেম-পুলক সঞ্চারিত করিয়াছিল। তাঁহার ব্যবহারেও প্রেম সর্ব্বদা সপ্রকাশ বোধ হইত। পত্নীর অসামান্য রূপে যুবকের হৃদয় তখন মুগ্ধ; পত্নীর প্রেমে তিনি তখন ধন্য হইবার আশায় আশান্বিত। তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল, সে আশা ফলবতী হইবে—সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী।

এই ভাবে কয় মাস গেল। সে সময় অনর্গল সুখের।

তখন তিনি প্রেমেই সুখের ও শান্তির সন্ধানে ব্যস্ত। অবকাশ যাপনের প্রধান উপায় মৃগয়ায় তাঁহার আর অনুরাগ নাই; তেজস্বী অশ্বে মন্দুরা পূর্ণ—তিনি তাহাদিগকে আর দেখেন না; সমবয়স্ক সঙ্গীরা আর সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎ পায় না—তাহারা গোপনে বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, সম্মুখে কিছু বলিতে সাহস পাইত না।

তাহার পর তাঁহার পত্নী তাঁহাকে রাজ্যসম্বন্ধীয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি একে কখনই রাজকার্য্যের বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না, তাহাতে আবার কিছু দিন স্বরচিত স্বপ্ন-লোকের বাহিরের সংবাদ লয়েন নাই। তিনি সকল কথার উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জিত হইতেন; সময় সময় স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন, পতি অপেক্ষা পত্নী রাজকার্য্যের অধিক সংবাদ রাখেন।

ইহার পর হইতে কোন অজ্ঞাত কারণে উভয়ে মধ্যে ব্যবধান অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি ব... চেষ্টায় আপনার অপরাধ বা

ত্রুটি বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রেমের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ পত্নীর উদাস অবহেলায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—কিছুতেই তাহা দূর করিতে পারে নাই। ক্রমে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বর্দ্ধিত হইয়াছে ; তাঁহার জীবনের সুখস্বপ্ন অসার প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতৃপ্ত নয়নে পত্নীর অসামান্যসুন্দর মুখে চাহিয়া বহু বার তাঁহার মনে প্রাচীন কবির সেই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে—

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা
কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥

ইন্দীবরে নিরমিলা যুগল নয়ন ;
অম্বুজে গঠিলা ওই আনন সুন্দর ;
শুভ্র কুন্দে নিরমিলা দশন মোহন ;
নবীন পল্লবে বিধি রচিলা অধর ;
চম্পকের দলে অঙ্গ করিলা নির্ম্মাণ।
কেবল হৃদয় কেন কঠিন পাষাণ ?

সে কথা মনে হইলে—সে স্মৃতিসিন্ধু মথিত হইলে আজও তাঁহার হৃদয়ে বিষম বেদনার সঞ্চার হইল ; তাঁহার নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া আসিল।

তাহার পর পিতার মৃত্যুতে রাজ্যভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। কিন্তু তিনি কি রাজার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন ?

প্রজার হিতসাধনে তিনি কি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন? আজ রাজ্য বিপন্ন, প্রজা দুর্দ্দশাগ্রস্ত, মোগলের সর্ব্বগ্রাসী বিজয়লালসা তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত। তিনি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্যই বলিয়াছেন, যে রাজা রাজ্য-রক্ষায় অক্ষম, তাহার হস্তে রাজদণ্ড শোভা পায় না।

এইরূপ নানাচিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে রাজা যখন দুশ্চিন্তাপ্রবাহে কূল পাইতেছিলেন না, তখন দূরাগত বহুনরকণ্ঠোদ্ভূত কলকল ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি প্রহরীকে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রহরী চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—অগ্নিযোগে চক ভস্মীভূত হইতেছে।

রাজা যে বেশে ছিলেন, সেই বেশেই উদ্যান ত্যাগ করিয়া বিশ্রামগৃহ ও তাহার পর কয়টি প্রাঙ্গণ ও কক্ষ অতিক্রম করিয়া সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন। সিংহদ্বারে দুই পার্শ্বে দুইজন অশ্বারোহী প্রহরী ছিল। রাজা ইঙ্গিত করিতে তাহারা ভূমিতে অবতরণ করিল। চকে তাঁহার অশ্ব পাঠাইতে আদেশ প্রদান করিয়া রাজা একজনের হস্ত হইতে কশা লইয়া এক লম্ফে তাহার অশ্বে আরোহণ করিলেন। তিনি বহুদিন অশ্বারোহণে অনভ্যস্ত; কিন্তু অশ্ব বুঝিল, আরোহীর অশ্বারোহণ-নিপুণতা অনন্যসাধারণ। কশাঘাতে অশ্বকে বেগে চালাইয়া রাজা চকের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিস্ময়ে প্রহরিদ্বয় কিছুক্ষণ মূকবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

চকে উপস্থিত হইয়া রাজা দেখিলেন, ধূ ধূ করিয়া অগ্নি

জ্বলিতেছে, পবনবিকম্পিত শত শিখা গগনে উঠিতেছে—গৃহ হইতে গৃহান্তরে ধ্বংসবীজ লইয়া যাইতেছে। চকের সম্মুখে বিশাল জনতা; তত লোক সত্য সত্য চেষ্টা করিলে অগ্নিনির্ব্বাপণ অসম্ভব হয় না, কিন্তু অনেকেই সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট—দর্শক, সমালোচক বা উপদেষ্টা মাত্র। একজন এক কার্য্য করিতে বলিলে দশ জন তাহার সমালোচনা করিতেছে। কেবল গৃহের অধিকারীরা অগ্নি নির্ব্বাপণের ব্যর্থ চেষ্টায় চেষ্টিত। জনতার নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজা বলিলেন, "পথ ছাড়।"

সকলে ফিরিয়া সবিস্ময়ে দেখিল,—রাজা! কোনরূপে পথ পাইয়া রাজা সাবধানে অশ্বকে পরিচালিত করিলেন। চকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাজা আদেশ-প্রদানে অভ্যস্ত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, "কেহ আমার অশ্ব ধর।"

অশ্বের বল্গা ধরিবার জন্য শত হস্ত প্রসারিত হইল। রাজা অবতরণ করিয়া বলিলেন, "আইস, অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হইবে।" তিনি স্বহস্তে একটি পতিত কুম্ভ তুলিয়া লইলেন। তখন চারি দিকে সকলেই অগ্নিনির্ব্বাপণ কার্য্যে ব্যস্ত হইল। রাজার আদেশে হস্তিশালা হইতে শিক্ষিত হস্তী আনীত হইল। করিপৃষ্ঠে জল আসিতে লাগিল; গজশুণ্ডে আকৃষ্ট হইয়া প্রজ্জ্বলিত গৃহ ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। রাজার বিশ্রাম নাই; যে স্থানে কেহ যাইতে ইতস্ততঃ করে, তিনি সে স্থানে গমন করেন—অপরে তাঁহার অনুসরণ করে।

অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। রাজা উত্তরীয়ে ভস্মমলিন ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া দাঁড়াইলেন। সেই ম্লানতেজ দিবালোকে প্রজাবর্গ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া জয়ধ্বনি করিল। তখন কর্ম্মচারীরা সকলেই আসিয়াছেন। রাজা বলিলেন, "অগ্নিযোগে যাহাদের গৃহ ধ্বংস হইয়াছে, তাহারা সকলে প্রাসাদে চল, আহার ও আশ্রয় পাইবে।" তাঁহার অশ্ব উপস্থিত ছিল; অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিবার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশ্রয়হীনগণ প্রাসাদে যাইতেছে ত?

একজন নিবেদন করিল, "একজন বৃদ্ধ দোকানদার কিছুতে উঠিতেছে না।"

রাজা তাহার নিকট গমন করিলেন। সে তখন ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছিল। রাজা তাহাকে বলিলেন, "প্রাসাদে চল।"

সে বলিল, "প্রভু আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। আমার আর বাঁচিয়া ফল কি? আমি আর আহার করিব না।"

রাজা স্বহস্তে তাহার ধূলিমলিন হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে তুলিলেন, বলিলেন, "বৎস, তুমি অভুক্ত থাকিলে আজ আমি আহার করিব না। আজ তুমি অনাহারে থাকিলে তোমার রাজার অকল্যাণ হইবে।"

রাজার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতায় কাঁদিয়া ফেলিল। সে জনতার অনেকেরই নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল।

রাজা আসিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্ব প্রাসাদাভিমুখগামী হইল। সেদিন রাজা হৃদয়ে যে আনন্দ অনুভব করিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে একান্তই অননুভূতপূর্ব্ব।

বিপুল জনতা তাঁহার সহগামী হইল। সেদিন সহস্র প্রজা তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত; তিনি ইঙ্গিত করিলে সহস্র প্রজা তাঁহার অশ্বের পদতলে বক্ষ পাতিয়া দিত। জনতা মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

অন্তঃপুরে রাণী অদূরবর্ত্তী সাগরের গর্জ্জনের মত সে ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি তখন পরিচারিকার নিকট বর্ণিত ঘটনার বিবরণ শুনিতেছিলেন। পরিচারিকা ভৃত্যবর্গের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ধ্বনি কিসের?" পরিচারিকা বলিল, "বোধ হয় রাজা ফিরিতেছেন।"

রাণী অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য পরিহার করিয়া ব্যস্তভাবে প্রাসাদচূড়ায় আরোহণ করিলেন,—যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা দেবতার উপভোগযোগ্য। তাঁহার মনে হইল, প্রজার ভক্তির প্রভায় রাজার মুখশ্রী স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুন্দর হইয়াছে। তিনি হৃদয়ে কি নূতন ভাব—কি ব্যথা—কি আনন্দ অনুভব করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিচারক।

শঙ্কর সিংহ রাজার বয়স্য—সুহৃদ—সখা। রাজবংশের এক শাখার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁহার পিতা রাজার পিতার সখা ছিলেন। শঙ্কর সিংহ শৈশবে রাজার খেলার সাথী ছিলেন;—বাল্যে উভয়ে একত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন;—যৌবনে তিনি মৃগয়ায় ও ভ্রমণে সর্ব্বদা রাজার সঙ্গে থাকিতেন;—এখনও উভয়ের মধ্যে সেই অনাবিল বন্ধুত্ব অনাহত। শঙ্কর সিংহের নিকট রাজা কোন কথা গোপন রাখিতেন না। শৈশব হইতে অন্তঃপুরেও শঙ্কর সিংহের অবারিত গতি—আজও অন্তঃপুরদ্বার তাঁহার পক্ষে মুক্ত; বর্ত্তমান রাণীও শঙ্কর সিংহের সহিত কথা কহিয়া থাকেন। আবার শঙ্কর সিংহের ভগিনী বিবাহের অল্প দিন পরে বিধবা হইলে রাণী তাহাকে সখী করিয়া অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন; তিনি উমাকে ভগিনীর মত দেখেন। রাজার বিশ্বাস, শঙ্কর সিংহের মত হিতৈষী তাঁহার আর নাই।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যে দিনের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহার পর দিবস প্রভাতে প্রাসাদে রাজার বিশ্রামগৃহে যাইয়া শঙ্কর সিংহ দেখিলেন, রাজা সভায় গমনোদ্যোগী। শঙ্করসিংহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "বিচারালয়ে যাইব।"

রাজা রাজপদপ্রাপ্তির পর কয়মাসমাত্র স্বয়ং বিচারালয়ে বসিয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে বিচারালয়ে রাজার আসন শূন্য থাকে—মন্ত্রীই বিচার করেন। তথাপি আজ রাজার এই কথা শুনিয়া শঙ্কর সিংহ বিস্মিত হইলেন না। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে রাজার যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন তাহাতে রাজার এ কার্য্য বিস্ময়কর বোধ হইল না। রাজার এই পরিবর্ত্তনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছিলেন।

রাজা শঙ্কর সিংহের সহিত বাহির হইয়া বিশ্রামগৃহ ও বিচারালয়ের মধ্যবর্ত্তী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিচারালয়ের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণে গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি বিচারপ্রার্থী-দিগকে জানাইয়া দিল, অবিলম্বে বিচার কার্য্য আরব্ধ হইবে। রাজা বিচারালয়ের পশ্চাদ্বর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তাহার পর যে দ্বারপথে তিনি সেই কক্ষ হইতে বিচারালয়ে প্রবেশ করিতেন, সেই দ্বার মুক্ত করিলেন। দ্বার বহুদিন বদ্ধ ছিল; মুক্ত করিতে শব্দ হইল। সেই শব্দে সকলে চাহিয়া দেখিলেন—রাজা!

সকলে বিস্ময়াবেগপ্রহত হইয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন রাজা আপনার আসনে উপবেশন করিয়া অভিযোগ তালিকা চাহিয়া লইলেন।

এদিকে অন্তঃপুরে রাণী সংবাদ পাইলেন, রাজা স্বয়ং বিচার

গৃহে বিচারকার্য্য করিতেছেন। বিচারগৃহে যে স্থানে রাজার আসন তাহার পশ্চাতে প্রাচীরের শিরোভাগে প্রস্তরে লতাপত্র পুষ্পের মধ্যে মধ্যে ছিদ্র বর্ত্তমান। পশ্চাতের কক্ষ হইতে সেই সকল ছিদ্রপথে শুদ্ধান্তশোভিনীরা বিচালয়ের ঘটনা লক্ষ্য করিতে পারেন। অন্তঃপুর হইতে সেই কক্ষে আসিবার স্বতন্ত্র আবৃত পথ আছে। রাজা বিচারগৃহে আগমন বন্ধ করার পর রাণী আর সে কক্ষে আইসেন নাই। আজ এই সংবাদ শুনিয়া তিনি উমাকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়জন পরিচারিকাও চলিল।

রাণী যে পথে চলিলেন, সে পথ বহুদিন ব্যবহৃত হয় নাই; পরিচারিকারা পথ পরিষ্কৃত রাখিত সত্য, কিন্তু সযত্নে নহে। গবাক্ষমুখে ঊর্ণনাভ জাল পাতিয়াছে, হর্ম্ম্যতল মলিন—স্থানে স্থানে ধূলি। রাণী পরিচারিকাদিগকে তিরস্কার করিলেন।

নিম্নে বিচারালয়ে রাজার একবার মনে হইল যে, ঊর্দ্ধে—প্রাচীরের পশ্চাতে অলঙ্কারশিঞ্জিত শুনিতে পাইলেন। রাণী আসিয়াছেন! রাজা মনে মনে হাসিলেন—সে কল্পনাও যে অসম্ভব! তাঁহার কাযে রাণীর আর কোন আকর্ষণ নাই।

বিচারকার্য্য আরব্ধ হইল। সে দিন কয়টিমাত্র অভিযোগ ছিল। সেগুলির নিষ্পত্তি হইলে রাজা বলিলেন, "আর একটি অভিযোগের বিচার আবশ্যক। নগরপালের বিরুদ্ধে বিষম অভিযোগ আছে। নগরে থাকিয়া নগরের ও নগরবাসীর

বিপদ নিবারণ ও সম্পদ সংরক্ষণ তাঁহার কর্ত্তব্য। অনুমতি ব্যতীত তাঁহার পক্ষে নগরত্যাগ নিষিদ্ধ। গত কল্য চকে অগ্নি-যোগে সহর বিপন্ন হইয়াছিল। নগরপাল তখন কোথায় ছিলেন?"

মন্ত্রীর ইঙ্গিতে নগরপাল ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অভিযুক্তের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলেন। তাঁহার উদ্ধত শির আজ নত—নগরবাসীর ভীতির কারণ দৃষ্টি আজ ধরাতলবদ্ধ—কঠোর কণ্ঠস্বর আজ নীরব। তাঁহার মুখে কথা সরিতেছে না।

রাজা বলিলেন, "আমি অবগত হইয়াছি, আমি চকে যাইবার পর তাঁহার সহকারীরা নগরোপকণ্ঠস্থ বিলাসগৃহ হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনাইয়াছিল। কর্ত্তব্যের এরূপ অবহেলা কঠোর শাস্তির উপযুক্ত। নগরপালের স্বপক্ষে কিছু বলিবার আছে?"

নগরপাল কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

এই সময় দূরে রাজপথে—বিচারালয়প্রাঙ্গণপ্রবেশদ্বারের নিকটে বালককণ্ঠে রোদনধ্বনি শ্রুত হইল। রাজা উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন; বোধ হইল, কেহ বিচারালয়প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে, পারিতেছে না। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রোদন করে?"

মন্ত্রী বলিলেন, "বোধ হয় ভিখারী হইবে।"

"যে-ই হউক; বিচারালয়ের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত।"

রাজার আদেশে প্রহরী বাহিরে গেল এবং অনতিবিলম্বে একটি বালককে লইয়া আসিল। সে রোদন করিতেছিল,—বিচারগৃহমধ্যে নীত হইয়া যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। রাজা তাহার অবস্থা দেখিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদিতেছিলে ?"

বালক বলিল, "হাঁ।"

"কেন ?"

"আমার বাড়ী প্রায় দুই ক্রোশ দূরে—"

মন্ত্রীর সহকারী বালককে রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিলেন। রাজা তাঁহাকে নিবারিত করিলেন।

বালককে বহু প্রশ্ন করিয়া রাজা বুঝিলেন, বালকের গৃহ দুই ক্রোশ দূরে। গৃহে তাহার রুগ্না জননী ব্যতীত আর কেহ নাই। আজ সে গৃহপ্রাঙ্গণস্থ তরুর দুইটি ফল লইয়া রাজধানীতে আসিয়াছে; মূল্য যাহা পাইবে, তাহাই দিয়া জননীর জন্য পথ্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে। সে বাজারে যাইতেছিল। পথে প্রাসাদের প্রধান প্রহরী তাহার একটি ফল লইয়াছে। প্রহরী প্রথমে মূল্য দিতে চাহে নাই, শেষে যে মূল্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছে তাহাও ন্যায্য মূল্য নহে। তাহার গ্রামবাসীরা তাহাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিল—এ পথে যাওয়া নিরাপদ নহে। সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল।

শুনিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "তবে প্রাসাদের পথে দস্যু-

তস্করের ভয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে ! বিচারালয়ের দ্বারে প্রজার দ্রব্য অপহৃত হয় !"

রাজা বলিলেন, "সে প্রহরী কোথায় ?"

একজন কর্ম্মচারী যাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল ;

রাজা ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই বালকের দ্রব্য লইয়া মূল্য দাও নাই ?"

প্রহরী প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনার ভৃত্য এমন কায করিতে পারে না। বালক অত্যধিক মূল্য চাহিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিয়াছি, অবশিষ্ট ফলটি সে যে মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে, আমি সেই মূল্য দিব।"

রাজা বুঝিলেন, চতুর বটে। তিনি মনে মনে হাসিলেন ; বলিলেন, "সে ভাল কথা।"

তখন মূল্যনিরূপণের জন্য ভাণ্ডারীর ডাক পড়িল।

ভাণ্ডারী আসিলে রাজা তাহাকে ফলটি দেখাইয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। যে কর্ম্মচারী ভাণ্ডারীকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে তাহাকে সব কথা বলিয়াছিল। প্রহরীর সুবিধার জন্য ভাণ্ডারী ফলের মূল্য কম করিয়া বলিল। সে মূল্যের কথা শুনিয়া বালক কাঁদিয়া উঠিল। রাজা তাহাকে শান্ত হইতে বলিয়া ভাণ্ডারীকে বলিলেন, "রাজসংসারের জন্যও অবশ্য এ ফল ক্রয় করা হয় ?"

ভাণ্ডারী স্বীকার করিল।

রাজা ভাণ্ডারীকে হিসাব আনিয়া সে কত মূল্যে ঐ ফল ক্রয় করিয়াছে, তাহা দেখাইতে বলিলেন। ভাণ্ডারীর মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! কিন্তু আর উপায় নাই। ভাণ্ডারী হিসাব আনিয়া দেখাইল।

হিসাব দেখিয়া রাজা বলিলেন, "ভাণ্ডারী ফলটির যে মূল্য নির্দ্দেশ করিয়াছে, হিসাবে লিখিত মূল্য তাহার চতুর্গুণ। রাজ-সরকারের জন্য ভাণ্ডারী ক্রয় করিলে যদি দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ হয়, তবে রাজা আপনার জন্য স্বয়ং ক্রয় করিলে দ্রব্যের মূল্য ভাণ্ডারীদত্ত মূল্যের চতুর্গুণ হওয়া অসম্ভব নহে। ফলটি আমি ক্রয় করিলাম। এই হিসাবে বালককে মূল্য দেওয়া হউক।"

তাহার পর রাজা প্রহরীকে বলিলেন, "তুমি বলিয়াছ, বালক অবশিষ্ট ফলটির জন্য যে মূল্য পাইবে, তুমি তাহাকে তাহাই দিবে। আমি ভাণ্ডারীকে যে মূল্য দিতে বলিলাম—তুমি তাহাই দাও।"

সমস্ত গৃহে যেন আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। সকলে বুঝিল, রাজার বুদ্ধির নিকট আর সকলের বুদ্ধি পরাজিত হইল; ভাণ্ডারীর অসাধুতা প্রতিপন্ন হইল; প্রহরীর শিক্ষা হইল; বালক উপকৃত হইল। দুই একজন কাণাকাণি করিল,—এই ত রাজা।

ইহার পর রাজা আবার নগরপালের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি নগরপালকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বপক্ষে কিছু বলিবার আছে?"

নগরপাল কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

রাজা বলিলেন, "এ বিচারে তিনটি বিষয় বিবেচ্য—প্রথম, আমার কর্ত্তব্য; দ্বিতীয়, নগরপালের কর্ত্তব্য; তৃতীয়, শাস্তি। যে কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন করে না, পরন্তু স্বাধিকার-প্রমত্ত হইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করে, তাহাকে সে কার্য্যের অনুপযুক্ত জানিয়া আর কার্য্যে না রাখাই আমার কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যপালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমি নগরপালকে কর্ম্মচ্যুত করিলাম। নগরপালের অনবধানতায় যথাকালে অগ্নিনির্ব্বাপণের কোন ব্যবস্থা হয় নাই—তাহাতে নগরবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যথাকালে অগ্নিনির্ব্বাপণের চেষ্টা হইলে এত ক্ষতি হইত না। সেই ক্ষতিপূরণ নগরপালের কর্ত্তব্য। সুতরাং আমি আদেশ করিতেছি, রাজকোষ হইতে ক্ষতিগ্রস্ত-গণের অর্দ্ধেক ক্ষতি পূরণ হইবে, অপরার্দ্ধ নগরপালকে দিতে হইবে।"

শুনিয়া নগরপাল বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না। কিন্তু এই কথা শুনিয়া আনন্দে বহু কণ্ঠ হইতে জয়-ধ্বনি উত্থিত হইল।

সে কোলাহল নিবৃত্ত হইলে রাজা বলিলেন, "আমি নগর-পালের শাস্তির কোন ব্যবস্থা করিব না; কারণ, এ বিষয়ে আমিও

দোষী। এত দিন নগরপালের কার্য্যের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা না করায় আমার পক্ষে কর্ত্তব্যের অবহেলা হইয়াছে। সুতরাং আমি তাহাকে শাস্তি দিবার উপযুক্ত নহি।"

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে বিচারকার্য্য শেষ হইল।

রাজা উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

ঊর্দ্ধে প্রস্তরপ্রাচীরের পশ্চাতে পুনরায় অলঙ্কারশিঞ্জন শ্রুত হইল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাণী উঠিলেন। তাঁহার মুখে বিষাদ ও আনন্দ ছায়ালোকের মত শোভা পাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মোহিনী।

নিদাঘের মধ্যাহ্ন। পবনে অনলের আভাস। আকাশ তপ্ততাম্রবর্ণাভ। একজন অশ্বারোহী একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে একটি সরোবর। সেই সরোবরকূলে জলাসন্নতরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য অশ্বারোহী অবতরণ করিলেন। অশ্ব ও আরোহী উভয়েই শ্রান্ত। আরোহী সৈনিকবেশধারী।

আরোহী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সজ্জা নামাইয়া লইলেন, বল্গামাত্র রহিল। অশ্ব সুশিক্ষিত। তাহাকে মুক্ত রাখিয়া আরোহী অশ্বপৃষ্ঠসজ্জা ভূমিতে সংস্থাপিত করিলেন; তাহার পর সেই সজ্জা উপাধান করিয়া শ্যামশষ্পাস্তৃত ভূমিতে শয়নের উদ্যোগ করিলেন।

অশ্ব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল,—সরোবরে জলপানার্থ নিম্নগ ভূমি অতিক্রম করিয়া জলাভিমুখগামী হইল। তাহা দেখিয়া অশ্বারোহী উঠিলেন; অশ্বের বল্গা ধরিয়া তাহাকে কিছুক্ষণ ছায়ায় রাখিয়া পরে জলপান করাইয়া আনিলেন; তাহার পর কোষবদ্ধ তরবারি বাহির করিয়া অদূরে একটি বৃক্ষের গাত্রাবলম্বী লতিকা ছেদন-প্রয়াসে অগ্রসর হইলেন। দীপ্ত রবিকরে অঞ্জনপুঞ্জাভ

তরবারী ঝলকিতে লাগিল। লতিকা আনিয়া সৈনিক তাহা বল্গার সহিত বদ্ধ করিয়া অশ্বকে বৃক্ষশাখায় বদ্ধ করিয়া স্বয়ং শয়ন করিলেন, এবং অল্পকালমধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রায় এক প্রহর পরে সৈনিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সূর্য্যের কর আর প্রখর নহে, বৃক্ষের ছায়া ক্রমে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া উঠিতেছে, দূরে—মেঘের কোলে গিরিশৃঙ্গে বর্ণ-বিকাশ সূচিত হইতেছে।

সৈনিক উঠিয়া বসিতেই সম্মুখে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। তিনি যে স্থানে শয়ন করিয়া ছিলেন, তথা হইতে অনুমান দুই হস্ত ব্যবধানে উদ্যানসীমাবৃতি। উদ্যান সযত্নে রচিত ও সুরক্ষিত। উদ্যানের মধ্যভাগে গৃহ—ক্ষুদ্রায়তন, কিন্তু সুন্দর—সুসংস্কৃত—সুসজ্জিত। গৃহের সোপান হইতে কঙ্করাস্তৃত পথ সরল ভাবে উদ্যানের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে ছায়াবহুল—সুখাদ্যফল তরুরাজি। সৈনিক যে স্থানে বসিয়া-ছিলেন, সে স্থান হইতে উদ্যানমধ্যে একটি কূপ দেখা যাইতে-ছিল। কূপের নিকটে পুষ্পোদ্যান; তাহাতে নানাজাতীয় বৃক্ষ, কোন কোন বৃক্ষে ফুল ফুটিয়া আছে।

সৈনিক দেখিলেন, দুইজন যুবতী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া কূপের নিকটে আসিলেন। উদ্যান পরিদর্শন করিয়া উভয়ে সৈনিক যে দিকে ছিলেন সেই দিকে আসিতে লাগিলেন।

উভয়ের প্রায় একই বয়স; তবে বেশে বুঝিতে পারা যায়, একজন পরিচারিকা বা সখী। সে উদ্যানপরিদর্শনকালে কয়টি ফুল তুলিয়াছিল. সেগুলি অপরার চুলে পরাইয়া দিল। সেই কুসুম-ভূষণে তাঁহাকে পার্ব্বতীর মত দেখাইতে লাগিল। উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুইজনে সমবয়সী—যৌবনসুলভ চাপল্যে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধানের লেশমাত্র অনুভূত হইতেছিল না; হাসিতে হাসিতে—কথা কহিতে কহিতে উভয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন।

সৈনিকের তৃষিত নয়ন যেন সৌন্দর্য্যসুধাপানে পরিতৃপ্ত হইতেছিল। সখীসহগামিনীর সৌন্দর্য্য সত্যই অসাধারণ। বর্ণ গৌর—মুক্ত বায়ুর স্পর্শ ও অটুট স্বাস্থ্যসম্পদ তাহাতে রক্তাভার সঞ্চার করিয়াছে; নগরের বদ্ধ বায়ুতে বর্ণের যে পাণ্ডুতা, অনিবার্য্য. যুবতীর বর্ণে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। কেশরাশি মুক্ত,—সেই দীর্ঘ, চিক্কণ, কৃষ্ণ কেশরাশির সান্নিধ্যে যুবতীর সৌন্দর্য্য যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুবতীর সুগঠিত নাসিকায় ও নয়নের দৃষ্টিতে দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে। পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্যের উপর স্বাস্থ্যের কমনীয় লাবণ্য শোভা পাইতেছে—যেন ভাদ্রের ভরা নদীতে ঢল নামিয়াছে। মুখে লজ্জার বা সঙ্কোচের ভাব নাই।

সৈনিক মুগ্ধ নয়নে সেই মোহিনীর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ভাবিলেন. উদার অম্বরতলে, মুক্ত পবনে, অনাহত

রবিকরে যে কুসুম বিকশিত হয়, প্রাসাদের বিলাসবহুল শুদ্ধান্তে তাহার তুলনা কোথায় ?

যুবতী উদ্যানবৃতির সন্নিকটে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চিমগগনগামী রবির করজাল সেই সৌন্দর্য্যের উপর পড়িল, সে সৌন্দর্য্য যেন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল।

যুবতী ফিরিয়া সখীকে বলিলেন, "ভদ্রা, আজ বেলা ঠিক করিতে ভুল হইয়াছে। দেখ, এখনও শিলাখণ্ডের উপর রৌদ্র রহিয়াছে।"

বৃতির পরই একটি প্রাচীন বৃক্ষ। তাহারই মূলে একখণ্ড শিলা পতিত ছিল। যুবতী অপরাহ্ণে আসিয়া সেই শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিতেন। আজ সময়নির্দ্ধারণে ভ্রমহেতু তিনি যখন আসিয়াছেন, তখনও শিলাখণ্ডের উপর হইতে তপনকিরণ অপসৃত হয় নাই। যুবতী হতাশভাবে সখীকে বলিলেন, "চল, ফিরিয়া যাই।"

ভদ্রা বলিল, "অল্পক্ষণের মধ্যেই ছায়া পড়িবে। আর ফিরিয়া যাইয়া কাষ নাই। বরং চল, ততক্ষণ ছায়ায় ছায়ায় একটু বেড়াইয়া আসি।"

"না। আমি ছায়ায় দাঁড়াই। সেদিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, ঝুলনায় উঠিতে পার নাই বলিয়া তুমি বড় দুঃখ করিয়াছিলে। আজ ততক্ষণ তুমি ঝুলনায় দুল। আমি দোল দিব।"

ভদ্রা প্রস্তাবে সম্মতি দিল। যৌবন চঞ্চল ক্রীড়া যেমন ভালবাসে, আর কিছুই তেমন ভালবাসে না।

ভদ্রা বৃক্ষশাখায় বদ্ধ ঝুলনা ঝুলাইতে ঝুলাইতে বলিল, "পাতরখানা গড়াইয়া আনা যায় না?"

যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "চেষ্টা কর,—তুমি নিশ্চয়ই পারিবে। সে দিন দাদা চেষ্টা করিয়া পারেন নাই।"

ভাবে বোধ হইল, যুবতীর নিকট "দাদা"ই বলবানের আদর্শ।

ভদ্রা বলিল, "তোমার কি মনে হয়, কেহ এই পাতরখানা গড়াইয়া এই ছায়ায় আনিতে পারে না?"

যুবতী বলিলেন, "না।"

ভদ্রা হাসিয়া বলিল, "যদি কেহ পারে, তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মতা আছ?"

যেমন প্রশ্ন—তেমনই উত্তর;—যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়।"

তখন ভদ্রা বলিল, "দেখ, কোন্ রাজপুত্র সহসা আসিয়া এই কার্য্য করিয়া তোমাকে লইয়া অশ্বচালনা করিয়া চলিয়া যায়েন। তখন আমি গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরাণীকে কি বলিব?"

"তাই ত। যদি বলিবার কথা খুঁজিয়া না পাও, তবে না হয় তুমিই রাজপুত্রের সঙ্গে যাইও; আমি গৃহে ফিরিয়া যাহা বলিবার—বলিব।"

"তখন কি আর রেবার সে কথা মনে হইবে? তখন ভদ্রার কাছে একবার বিদায় লইতেও বিলম্ব সহিবে না।"

এইরূপ রহস্যালাপ করিতে করিতে ভদ্রা ঝুলনাখানি খুলিল।

যুবতী ঝুলনায় দোল দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। সে ভঙ্গীটিতে তাঁহাকে যেন আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সৈনিক যুবক মুগ্ধ নয়নে সে সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন।

ভদ্রা অভ্যস্ত ভাবে দুই দিকের রজ্জু ধরিয়া ঝুলনায় উঠিয়া বসিল। যুবতী দোল দিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন।

সহসা বৃতির পরপারে সৈনিককে দেখিয়া ভদ্রা ত্রস্তে নামিয়া পড়িল; অনুচ্চ স্বরে যুবতীকে বলিল, "বৃতির পারে কে বসিয়া আছে।"

যুবতী চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন।

সৈনিক তাহা দেখিয়া মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি সৈনিক। এই পথে ফিরিবার সময় দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলাম; ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। নিদ্রাভঙ্গে আমি উঠিলে আপনাদের খেলার ব্যাঘাত ঘটিবে বুঝিয়া কি করিব, ভাবিতেছিলাম। অপরাধ লইবেন না। আমি চলিয়া যাইতেছি।"

যুবতী গমনোদ্যোগ স্থগিত করিলেন।

সৈনিক ভদ্রাকে বলিলেন, "আপনারা বসিবার স্থান পাইতেছিলেন না। যদি অনুমতি করেন, প্রস্তরখানি ছায়ায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করি।"

ভদ্রা ভাবিল, সৈনিক সে কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইবে। রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে সে বলিল, "ভাল"।

যুবতী ভদ্রার প্রতি ভ্রূকুটি করিলেন।

সৈনিক এক লম্ফে বৃতি অতিক্রম করিয়া উদ্যানে আসিলেন; প্রস্তরখণ্ড গড়াইবার চেষ্টা করিলেন। প্রথমবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ভদ্রা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সৈনিকের দ্বিতীয়বার চেষ্টায় প্রস্তর উল্টাইয়া গেল। সৈনিক আর একবার গড়াইয়া সেখানি ছায়ায় আনিয়া দিলেন।

যুবতী বিস্মিত হইয়া যুবকের দিকে চাহিলেন। চারি চক্ষু মিলিল। মুহূর্ত্তমধ্যে যুবতীর দৃষ্টি চরণ-সংলগ্ন হইল। সৈনিকের মনে হইল, সে দৃষ্টির উজ্জ্বল মাধুরীতে যেন হৃদয়ের কি চাঞ্চল্য ফুটিয়া বাহির হইতেছিল!

সৈনিক পুনরায় বৃতি অতিক্রম করিয়া আসিয়া অশ্বকে সজ্জিত করিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইবার সময় সৈনিক ভদ্রাকে বলিলেন, "আপনার সখী আপনার প্রস্তর গড়াইবার কথায় যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া তাঁহার লজ্জিতা হইবার কোন কারণ নাই। তিনি

যেন রহস্যচ্ছলে উচ্চারিত সে প্রতিশ্রুতিতে আপনাকে বদ্ধ মনে না করেন।"

যুবক অশ্বচালনা করিলেন। পশ্চাতে কি যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি চিত্তসংযমে অভ্যস্ত—চিত্ত সংযত করিলেন।

যুবতী শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া ভাবিলেন, যে আপনার প্রতিশ্রুতিতে আপনি বদ্ধ, কে তাহাকে মুক্ত করিতে পারে?

অশ্বারোহী ক্রমে রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

তিনি প্রাসাদদ্বারে উপনীত হইলে প্রহরীরা ব্যস্তভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

দ্বারের পর প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া তিনি যে কক্ষে উপনীত হইলেন, সে কক্ষে কয়জন লোক বসিয়াছিলেন; তাঁহার আগমনে তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একজন বলিলেন, "আমরা আপনার আগমন-বিলম্বে চিন্তিত হইতেছিলাম।"

সৈনিক বলিলেন, "আমি অন্য পথে আসিতে পথে বৃক্ষ-ছায়ায় নিদ্রাগত হইয়াছিলাম। তাই আসিতে বিলম্ব ঘটিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাণী।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্ম। মধ্যে মধ্যে যে দুই এক পশলা বৃষ্টি হয়, তাহাতে ধরণী শীতল হয় না। অন্তঃপুরসংলগ্ন উদ্যানে রাণী ও উমা একখানি আসনে উপবিষ্টা। সন্মুখে সরসীর সচ্ছ সলিলে শশধরের প্রতিবিম্ব শোভা পাইতেছে। বাতাসের অভাবে সরসী-সলিল অকম্পিত—স্থির, যেন মসৃণ কাচখণ্ডমাত্র। সরোবরের চারিদিকে সোপান-শ্রেণী তীর হইতে জলে নামিয়াছে। তীরে কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর স্তম্ভের উপর ছাত—চাঁদিনী। উত্তরদিকে চাঁদিনীতে রাণী ও উমা উপবিষ্টা। রাণীর মুখ গম্ভীর—যেন তিনি চিন্তাবিষ্টা। তাঁহার সৌন্দর্য্যে কোমলতার কমনীয় ভাবের কিছু অভাব। নয়নে তীক্ষ্ম দৃষ্টি—প্রখর বুদ্ধির পরিচায়ক; অধরে দৃঢ়তা আত্মপ্রকাশ করিতেছে; মুখভাবে ঔদাস্য ও বিরক্তি সপ্রকাশ; যেন তাঁহার ভালবাসিবার, আশা করিবার, আকাঙ্ক্ষার কোন বস্তুই নাই; যেন সুখ বা দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তাঁহার সৌন্দর্য্যও সেইরূপ। তিনি অনিন্দ্যসুন্দরী; কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে ভাবের লেশমাত্র নাই। সে সৌন্দর্য্য স্থির—স্থায়ী। যেমন কোন ভাবের আতিশয্যে তাঁহার স্থির হৃদয় চঞ্চল হয় না,

তেমনই কোন কারণে তাহার সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ বা ক্ষীণ হয় না। মাতৃত্বের বিকাশে সে হৃদয় সরসতায় বা সে সৌন্দর্য্য কোমলতায় শোভিত হইবার অবকাশ পায় নাই। তিনি যেন নিপুণ ভাস্করের সার্থক স্বপ্ন—সৌন্দর্য্যের আদর্শ—রূপের প্রতিমা; কেবল তাহাতে প্রাণ নাই।

আজ এই উদ্যানমধ্যে বসিয়া রাণী কি ভাবিতেছিলেন। উদ্যান চন্দ্রালোকবিধৌত। চন্দ্রালোকে সৌন্দর্য্যহীনকেও সুন্দর দেখায়—সুন্দরকে আরও সুন্দর দেখায়। আজ চন্দ্রালোকে উপবনখানি চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। উদ্যানে বড় গাছ নাই। পাতায় পাতায়—ফুলে ফুলে স্নিগ্ধ আলো; গাছের তলে তরল অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে কুঞ্জ—কুঞ্জমধ্যে আলোকসূচিবিদ্ধ অন্ধকার, গাঢ় নহে, কিন্তু স্নিগ্ধ। নানা জাতীয় কুসুম বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু পবনে রজনীগন্ধার প্রখর সৌরভ ও যূথিকার স্নিগ্ধ গন্ধই ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাম হস্তের বদ্ধ মুষ্টির উপর মস্তকের ভার সংস্থাপিত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রাণী ভাবিতেছেন। আকাশে উজ্জ্বল তারকার মত তাঁহার কৃষ্ণ কেশে কয়খানি হীরক চন্দ্রকরে জ্বলিতেছে।

উমা রাণীর পার্শ্বে বসিয়া আছে। তাহার নয়ন ক্রমে নিদ্রাবিজড়িত হইয়া আসিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে রাণী উমাকে বলিলেন, "উমা, তুমি গৃহে যাও।"

উমা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যাইবেন না?"

"আমার যাইবার বিলম্ব আছে।"

"আমার থাকিতে কোন বাধা আছে কি?"

"কিছু মাত্র না। রাত্রি অনেক হইয়াছে। তোমার নিদ্রার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তাই তোমাকে যাইতে বলিতেছি।"

"আপনি কি আরও জাগিয়া থাকিবেন?"

"আমার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে না। ঘরে বড় গরম। এ স্থানে বায়ু একটু শীতল বোধ হইতেছে; তাই যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

উমা যাইবে কি থাকিবে স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, এমন সময় একজন পরিচারিকা রাণীর নিকটে আসিল।

পরিচারিকা রাণীকে জানাইল,—"শঙ্কর সিংহ বিশেষ আবশ্যক কার্য্যে এখনই এই উপবনে আসিতে চাহেন।"

রাণী বিস্মিতা হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নিশীথে এ উদ্যানে শঙ্কর সিংহের কি প্রয়োজন?"

"আমি তাহা জানি না।"

"যাও; জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।"

পরিচারিকা জানিয়া আসিয়া বলিল, "তিনি বলিলেন, তিনি রাজকার্য্যে এ উদ্যানে আসিতে চাহেন।"

রাণী বলিলেন, "নিশীথে—অন্তঃপুরের উদ্যানে রাজকার্য্য!" তাহার পর তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন, "তাঁহাকে লইয়া আইস।"

পরিচারিকা শঙ্কর সিংহের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল।

শঙ্কর সিংহ রাণীকে বলিলেন, "আমি রাজকার্য্যে বাধ্য হইয়া আপনাকে বিরক্ত করিলাম। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

রাণী বলিলেন, "এখন এ উদ্যানে কি প্রয়োজন?"

"আমি রাজার কার্য্যে আসিয়াছি। আপনি যে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এ উদ্যানে থাকিবেন—ইহা আমরা জানিতাম না। জানিলে—"

"জানিলে কি হইত?"

"জানিলে অন্য ব্যবস্থা করিতাম।"

"কিসের জন্য ব্যবস্থা?"

শঙ্কর সিংহ নীরব রহিলেন।

রাণী বলিলেন, "শঙ্কর সিংহ, নিশীথে অন্তঃপুরে রাজার সুহৃদের কি প্রয়োজন, আমার কি তাহা জানিবার অধিকারও নাই?"

রাণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। শঙ্কর সিংহ ভাবিলেন, রাণী বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, "আপনি আদেশ করিলে আমি সে কথা অবশ্যই বলিব। কিন্তু পরিচারিকার সমক্ষে সে কথা বলা বোধ হয় রাজার অভিপ্রেত নহে।

নারীজনসুলভ কৌতুহল তখন রাণীর ব্যাকুলতা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি কর-সঞ্চালনে পরিচারিকাকে

অপসৃত হইতে আদেশ করিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "রাজা আমাকে মধ্য রাত্রিতে এই উদ্যানে থাকিতে বলিয়াছেন।"

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

"রাজা এই উদ্যানের দ্বারপথে প্রাসাদে প্রবেশ করিবেন।"

রাণীর বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের দৃষ্টি শঙ্কর সিংহের মুখে স্থাপিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা প্রাসাদে নাই?"

শঙ্কর সিংহ ধীর ভাবে বলিলেন, "না।"

"তিনি কোথায়?"

"বাহিরে গিয়াছেন।"

"কেন?"

শঙ্কর সিংহ মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "প্রজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের ও তাহাদের মনোভাব জানিবার উদ্দেশ্যে।"

রাণীর নয়নে উজ্জ্বল দীপ্তি দেখা দিল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার এ পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিবার কারণ কি?"

"পরিচয় না পাইলে প্রহরীরা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। পরিচয় দিলে, এ কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে—ভবিষ্যতে তাঁহার পক্ষে আর আত্মগোপন সম্ভব হইবে না।"

"আর কেহ এ কথা জানে না?"

"না।"

"কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে না?"

"তিনি ছদ্মবেশে গমন করেন।"

"ছদ্মবেশে! কেহ সঙ্গে থাকে না?"

"প্রথম কয় দিন আমি সঙ্গে ছিলাম; এখন আর আমাকে সঙ্গে লইয়া যায়েন না।"

রাণী কি ভাবিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন রাজার ফিরিবার সম্ভাবনা?"

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "বোধ হয় শীঘ্রই ফিরিবেন।"

রাণী উঠিয়া পশ্চাতে দ্বারের দিকে চলিলেন। শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "দ্বারে পাঁচ বার মৃদু করাঘাতশব্দ শুনিলে বুঝিবেন, রাজা আসিয়াছেন। তখন আমাকে ডাকিবেন।"

রাণী যাইয়া দ্বারের নিকটে একখান আসনে বসিলেন, উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

মাথার উপর হইতে চন্দ্র ক্রমে পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িল, রজনীর স্তব্ধতা যেন ঘনীভূত বোধ হইতে লাগিল। রাণী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সেই জ্যোৎস্নালোক—সেই কুসুম-সৌরভ কিছুতেই তাঁহার কোন আকর্ষণ নাই।

উমা রাণীর নিকটে অন্য আসনে বসিয়া রহিল, শঙ্কর সিংহ কিছু দূরে রহিলেন।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। চন্দ্র পশ্চিম দিকচক্রবালের দিকে

আরও অগ্রসর হইল। রাণী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আজ এই নিশীথে চারি দিকে যে স্নিগ্ধ শান্তি তাহার সহিত তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতার কি প্রভেদ! আজ বসিয়া বসিয়া তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন!

সহসা রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বারে মৃদু করাঘাত শব্দ শ্রুত, হইল। রাণী শঙ্কর সিংহকে ডাকিলেন না; স্থির হইয়া শুনিলেন। শব্দ মিলাইয়া গেল।

তাহার পর আবার পাঁচ বার শব্দ শ্রুত হইল।

রাণী স্বয়ং যাইয়া দ্বারের অর্গল মোচন করিলেন।

ছদ্মবেশে রাজাকে চিনিতে পারা দুঃসাধ্য। দ্বার মুক্ত করিয়া—তাঁহাকে দেখিয়া রাণী সহজাতসংস্কারহেতু দুই পদ পিছাইয়া আসিলেন।

রাণীকে সম্মুখে দেখিয়া রাজার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। তিনি ভাবিলেন, এ আবার কি দুর্ভেদ্য রহস্য!

রাজা বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—"রাণী!"

রাজা দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া ফিরিতে না ফিরিতে রাণী বলিলেন, "এই নিশীথে একাকী বাহিরে যাওয়া কি একান্ত আবশ্যক?"

রাজা ভাবিলেন, বুঝি রাণীর প্রেমহীন, কঠিন হৃদয়ও সন্দেহ-দংশন হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তিনি বলিলেন,—"একান্ত আবশ্যক কার্য্যে আমাকে যাইতে হয়।"

রাণী বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে কি বিপদ ঘটিতে পারে না?" —দৃঢ় বিশ্বাস ক্রমে সংস্কারে পরিণত হইলে মানুষের হৃদয়ের সকল বৃত্তিকে আপনার বর্ণে রঞ্জিত করে। রাজা রাণীর কণ্ঠস্বরে আকুলতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে। কিন্তু আশঙ্কাকে ঘনীভূত করিয়া আমাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারে আমার এমন কোন আকর্ষণ নাই। আমার বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে কাহারও ত কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।"

রাজার কথার তীব্র তিরস্কার রাণীর হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল।

শঙ্কর সিংহকে রাণীর উদ্যানে অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রাজা উদ্যান ত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্যথিতা।

রাজা উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যত দূর দেখা গেল, রাণী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই আসনে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল।

রাণী কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন; তাহার পর —যেন অসহনীয় বেদনায়—ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আগ্নেয় গিরি যত দিন পারে কঠোর শিলার বন্ধনে তাহার হৃদয়স্থিত দুঃসহ তাপ রুদ্ধ করিয়া গোপনে রাখে; কিন্তু শেষে এক দিন তাহার শিলাবন্ধ কমলপত্রের মত অসার প্রতিপন্ন করিয়া সে তাপ জ্বালাময়ী গৈরিক-নিস্রাবে—লেলিহান অনল-শিখায়—দ্রবীভূত সংহারাস্ত্রে আত্মপ্রকাশ করে। রাণী এত দিন অন্তরে যে ভাব গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে ভাব আজ তাঁহার অভ্যস্ত অবিচলিততা অনায়াসে অবহেলা করিয়া সদর্পে বাহিরে আসিল।

উমা রাণীকে কখনও এমন বিচলিত দেখে নাই। সে বিস্ময়ে মূক হইয়া রহিল। আর সেই বিদর্শিত উপবনে অটুট-গাম্ভীর্য্যগর্ব্বচ্যুতা রাণী বেদনা-ব্যথিতা বালিকার মত আকুল

ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। রোদনোচ্ছ্বাসে তাঁহার দেহ পবনবিচলিত কুসুমভারনম্র লতিকার মত কম্পিত হইতে লাগিল। উর্ম্মী ভাবিল—এ কি? সে কয় দিন হইতে রাণীর অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে বিলয়ভূয়িষ্ঠ বিদ্যুতের মত যে চঞ্চলতা লক্ষ্য করিতেছিল, তাহা বুঝি এই প্রলয়-ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ! কয় দিন হইতে রাণী কেমন অন্যমনস্কা—তিনি যেন চেষ্টা করিয়া তাঁহার অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য নিবিড়তর করিয়া তুলিতেছিলেন—সে বুঝি ঝটিকার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী নিষ্কম্প স্থির ভাব? কিন্তু এ ঝটিকার কারণ কি? সরলা—সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞা যুবতী, কোথায়—কত দিনে—কি কারণে ঝটিকা উৎপন্ন হয়, তাহা কে বলিতে পারে? সে যখন সাজান বাগান শ্মশান করিয়া চলিয়া যায়, তখন আমরা ভাবিয়া মরি—আর আমাদের অক্ষমতা উপলব্ধি করি।

আজ বিবাহিত জীবনের সকল কথা একে একে রাণীর মনে পড়িতে লাগিল। রুদ্রমূর্ত্তি নিদাঘের তীব্র তপনতাপে যখন ধরাপৃষ্ঠ রসলেশশূন্য, শুষ্ক, কঠিন হইয়া পড়ে তখন শষ্পাস্তরণ শুকাইয়া যায; তখন ধূলি-ধূসর, দীর্ণ ধরাপৃষ্ঠে চাহিয়া কেহ বুঝিতে পারে না যে, ধরণী সযত্নে সেই সৌন্দর্য্যের বীজ সংরক্ষণ করিয়াছে—তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া নূতন জীবনের আনন্দে ও আগ্রহে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নিদাঘের পর যখন স্নিগ্ধ গম্ভীর,

ভেরীনাদে বনভূমি বিকম্পিত করিয়া,—উজ্জ্বলতাপতাম্র গগন মেঘজালে স্নিগ্ধ—সরস করিয়া পয়োদজালবাহীপবনসঙ্গে বর্ষা দেখা দেয়, তখন—যখন গিরি-কন্দর শিখিনৃত্যে, মনোরম ও পল্বল ভেককলরবে মুখরিত হইয়া উঠে—বর্ষার প্রথম বারিধারা ধরাবক্ষ সরস করিতে না করিতে ধরণী সেই সযত্নসংরক্ষিত বীজ হইতে নূতন শষ্পাস্তরণ বিস্তৃত করিয়া দেয়। তেমনই আমরা জীবনের যে সকল ঘটনা বিস্মৃত হইয়াছি মনে করি, যে সকল ঘটনার কথা দৈনন্দিন জীবনের অজস্র ঘটনার মধ্যে সংসারের নিত্য প্রবহমান ঘটনার স্রোতে—দেখা দেয় না, স্মৃতি সে সকলকে, সযত্নে রক্ষা করে; সে তাহাদের ভুলে না—ফেলে না। কিন্তু যে দিন—যখন যে মুহূর্ত্তে, সে সুযোগ পায় সেই মুহূর্ত্তেই সে অতীতের আবরণে সুরক্ষিত সেই ঘটনা, নূতনের উৎসাহে ও আগ্রহে, আনন্দে ও আকুলতায়, আনিয়া উপস্থিত করে। আজ স্মৃতি রাণীর বিবাহিত জীবনের সকল ঘটনা তেমনই ভাবে আনিয়া উপস্থিত করিতেছিল।

রাণীর মনে পড়িতে লাগিল, বিবাহের সময় সখীদল বিবাহিত জীবনের কত আশার কথা তাঁহার কর্ণমূলে গুঞ্জন করিয়াছিল। সেই সকল আশা লইয়া তিনি প্রথম স্বামিগৃহে আসিয়াছিলেন। পিত্রালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার মুগ্ধ হৃদয় সেই আশার আলোকে রঞ্জিত কল্পনার সুখস্বপ্নলোকে বাস করিতে লাগিল। সেই স্বপ্নলোকে জীবনে দুঃখ নাই, কুসুমে কণ্টক নাই, হৃদয়ে

বেদনা নাই, জগতে অন্ধকার নাই। সে স্বপ্নলোকে সর্বত্র সুখের উৎস উৎসারিত। তাহার সহিত দুঃখশোকতাপপূর্ণ নরলোকের কোন সাদৃশ্য নাই। প্রেম প্রেমিকপ্রেমিকাকে সেই স্বপ্নলোকে লইয়া যায়—তথায় অবারিত সুখ ভোগ করিতে দেয়। প্রেম হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে—জীবনের সৌন্দর্য্য বিকশিত করে। তাই প্রথম-প্রণয়-স্পর্শে হৃদয় প্রজাপতির পক্ষে আরোহণ করিয়া কল্পনাকুসুমসৌরভসুরভিত সুখলোকে বিচরণ করে।

রাণীর হৃদয় তখন সেই সুখলোকে বিচরণ করিতেছিল। আর তাঁহার কল্পনা তখন স্বামীকে বেষ্টন করিয়া ফিরিতেছিল।

এই ভাবে কয় বৎসর গেল। তখন রাজপুতানায় দুর্দ্দশার ছায়াপাত হইতেছে, কূটবুদ্ধি আকবর দিল্লীর সিংহাসনারোহণ-কালেই স্থির করিয়াছিলেন, ভারতে মোগল-প্রভুত্ব যাহাতে বদ্ধমূল হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। পিতার লাঞ্ছনার কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি ছলে, বলে, কৌশলে ভারতে মোগল-প্রভুত্ব স্থায়ী করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবন সেই চেষ্টাতেই ব্যয়িত হইয়াছিল। হিন্দুকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া তাহার সহায়তা লাভ করা, হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্যসংরক্ষণসঙ্কল্প নষ্ট করা, হিন্দুকে মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট রাখিয়া তাহাকে তাহার প্রকৃত অবস্থা-বিচারে অক্ষম করা,—এই সকলই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আর এই উদ্দেশ্যই তাঁহার

রাজনীতি গঠিত করিয়াছিল। বীরভূমি রাজপুতানা তাঁহার শ্যেন-দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি রাজপুতদিগকে মোগল-সিংহাসনে বদ্ধ করিবার চেষ্টায় চেষ্টিত ছিলেন; সংগ্রামে, সমাজবন্ধনে, সখ্যতায়—কেহ কেহ মোগলের সহায় হইতেছিলেন। রাণীর পিতা প্রবীণ রাজপুত। তিনি রাজপুতদিগের এইরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছিলেন। তিনি তাঁহাদের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া যে সকল রচনা রচিত করেন—চারণগণ তাহা গান করিয়া ফিরিত। রাজপুতানার ইতিহাসে সেই সকল বীরত্ব-উদ্দীপক রচনার বিশেষ উল্লেখ আছে। রাণী বালিকা-বয়সে সেই সকল রচনা শুনিতেন; পিতার নিকট রাজপুতের অতীত গৌরব ও বর্ত্তমান অধঃপতনের কথা শুনিতেন; পিতার মতে আকৃষ্টা হইতেন। বালিকা-হৃদয়ে রাজপুত-গৌরব সমুজ্জ্বল রাখিবার বাসনা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল।

এই অবস্থায় তিনি স্বামীর 'ঘর করিতে' আসিলেন। তখন তাঁহার উন্মেষোন্মুখ হৃদয়ে বাসনা—তিনি স্বামীকে রাজপুত-গৌরবসংরক্ষণে সচেষ্ট করিবেন; তাঁহার দ্বারা রাজপুতানা একসূত্রে বদ্ধ করিয়া রাজপুতকে মোগলের বন্ধুত্ববন্ধনে—অর্থাৎ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে দিবেন না; ভারতে রাজপুত-শক্তি মধ্যাহ্ন-ভাস্করের মত প্রদীপ্ত শোভায় সমুজ্জ্বল করিবেন। তরুণ হৃদয়ের কল্পনা সেই বাসনাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল।

তিনি তখন সেই বাসনার প্রভাবে প্রভাবিতা—তাহার জন্য ব্যাকুলা।

সেই প্রবল বাসনা লইয়া তিনি স্বামীর 'ঘর করিতে' আসিলেন; আসিয়া প্রথমেই স্বামীর একটি কার্য্যে স্বামীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা ভক্তিতে পরিণতিপ্রাপ্ত হইল।

কুলপ্রথা অনুসারে রাণীর সহিত কয়জন সখী আসিয়াছিল। এইরূপ সখীরা রাজ-অন্তঃপুরেই থাকিয়া যাইত; জামাতার জন্যই তাহারা প্রেরিত হইত। রাজা তখন যুবরাজ। তিনি এই প্রাচীন প্রথার বিরোধী হইলেন। তিনি পত্নীর সখীদিগকে ফিরাইয়া পাঠাইলেন; কিন্তু সে কার্য্য এমনভাবে সম্পন্ন করিলেন যে, তাহাতে অশিষ্টাচারের ছায়াস্পর্শও হইল না। বলা বাহুল্য, পত্নীর উন্মেষোন্মুখ হৃদয়ে ইহাতে আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বিস্ময়ে, পুলকে, প্রেমে ও শ্রদ্ধায় আকুল হইয়া উঠিলেন। এ কার্য্যে যুবরাজ যে দৃঢ়তা ও যে সাহস দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার পত্নীর হৃদয়ে আশা জন্মিল—রাজপুতের গৌরব-রক্ষা তাঁহা হইতেই সম্ভব হইবে। তিনি সেই আশায় উৎফুল্ল হইলেন।

কিন্তু যুবরাজ পত্নীর সে ভাব বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তখন প্রেমস্বপ্নে বিভোর। পত্নী রাজ্যের কথা—প্রজার কথা—মোগলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন, সে সকল বিষয়ে পতির মনোযোগ নাই। তিনি বড় আশায় হতাশ হইলেন।

তাহার পর মোগলের অত্যাচারের কথা অন্তঃপুরেও পৌঁছিতে লাগিল। পত্নী দিন দিন ভাবিতে লাগিলেন, পতি শৌর্য্যবীর্য্যহীন—জড়বৎ জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার প্রেম প্রথমপ্রবাহপথে হতাশার শিলাপ্রাচীরে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাহার পর তিনি শুনিতে লাগিলেন, অন্তঃপুরে কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল,—যুবরাজ পত্নীর জন্য রাজকার্য্য বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কি লজ্জা! কি আক্ষেপ! তিনি কি চাহিয়া কি পাইলেন! তাঁহার প্রতিহত প্রেম তাঁহার হৃদয়েই রুদ্ধ রহিয়া হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল।

তাহার পর এরূপ অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই হইল; উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়িতে লাগিল। প্রেমের প্রভাত-কিরণে জীবন সমুজ্জ্বল হইতে না হইতে হৃদয়ে ঔদাসীন্যের গাঢ় ছায়া পড়িল। প্রেমের প্রবাহে যদি ঔদাসীন্যের বাধা পড়ে, তবে তাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলে।

যুবরাজ রাজ্যলাভ করিলেন। কিন্তু রাজ্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। রাণী বুঝিতে পারিলেন না—প্রেমের উচ্ছ্বাস অপগত হইলে তিনিই শক্তিসঞ্চার করিয়া রাজাকে কর্ত্তব্য-সাধনে সমুৎসুক করিতে পারিতেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না,—তাঁহারই ব্যবহারে রাজার আর কোন বিষয়ে উৎসাহ নাই, তাই তিনি—রাজকার্য্যেও মনোযোগ দান করেন না।

এই ভাবে এত দিন কাটিতেছিল।

এখন রাজার ভাবান্তর দেখিয়া রাণীর হৃদয়ে সেই সঞ্চিত প্রেমরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিলেন ;—হায়, তিনি কি অন্ধ! যাঁহার এত গুণ, তাঁহার গুণ-বিষয়ে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন! যিনি সর্ব্বতোভাবে রাজগুণে বরেণ্য, তিনি তাঁহাকে অসার মনে করিয়াছেন!

রাণী কাঁদিতে লাগিলেন! হায়, তিনি কি ভ্রান্তিবশে কি অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন!

বহুক্ষণ কাঁদিয়া মনের ভার লঘু হইলে রাণী উঠিলেন। তখন চন্দ্র পশ্চিম দিকচক্রবাল স্পর্শ করিতেছে—দিবালোক ফুটে ফুটে। সেই স্নিগ্ধমধুর আলোকে—সেই দিবা ও নিশার সন্ধিস্থলে উমার মনে হইল, যেন রাণীর রূপরাশি কোমলতায় স্নিগ্ধ হইয়াছে—তাঁহাকে শিশিরস্নাত কুসুমের মত দেখাইতেছে।

রাণী মুখ তুলিয়া উমাকে দেখিলেন ; উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "উমা, আমি কি ভ্রান্ত!" রাণীর হৃদয়ে প্রবল বাসনা জন্মিল, তিনি রাজার কাছে সকল কথা বলিবেন। তিনি উদ্যান ত্যাগ করিয়া প্রাসাদে রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা সে গৃহে নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভ্রাতা ও ভগিনী।

যে দিন নিশাশেষে রাণী অশ্রু-আবিল নয়নে রাজার শূন্য শয়নমন্দির হইতে হতাশ হইয়া ফিরিলেন, সেই দিন মধ্যাহ্নে প্রাসাদের শুদ্ধান্ত হইতে একখানি শিবিকা বাহির হইয়া গেল শিবিকা কয়টি পথ অতিক্রম করিয়া একটি বৃহদায়তন গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহ বৃহৎ—দৃঢ়গঠিত। গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কয়টি মৃগ ;—কেহ আহারে ব্যাপৃত, কেহ বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ান—রোমন্থরত। গৃহপ্রাঙ্গণে শিবিকা প্রবেশ করিলে, তাহারা একবার বিস্তৃত, সুকোমল নয়ন তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। শিবিকা সে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেল।

প্রাঙ্গণের পর কতকগুলি কক্ষ ; সেগুলিতে অপ্রতিহত সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। সেগুলি অতিক্রম করিয়া শিবিকা আর একটি প্রাঙ্গণে উপনীত হইল। বাহকগণ শিবিকা নামাইল। প্রাঙ্গণে বহু পারাবত আহার করিতেছিল। শিবিকা আসিলে তাহারা উড়িয়া যাইয়া কেহ বা কার্নিসে, কেহ বা আলিসায়, কেহ বা দ্বিতলস্থ অলিন্দবৃতিতে বসিল। উমা শিবিকার মধ্য হইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল।

শঙ্কর সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা পারাবতদিগকে আহার্য্য

দিতেছিল। সে উমাকে দেখিয়া করধৃত পাত্র ভূমিতে রাখিয়া আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। উমা তাহার মুখচুম্বন করিল। উমার সর্ব্বদা পিতৃগৃহে আগমন ঘটিত না।

উমা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তাহার আগমন-সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সোপানে উঠিতে না উঠিতে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ও ভ্রাতুষ্পুত্রীরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উমা সকলকে আদর করিল ;—সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপরে চলিল।

সে দ্বিতলে উপনীত হইতেই শঙ্কর সিংহের পত্নী আসিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল। উমা বলিল, "তুমি ভাল আছ ত? আমি এবার প্রায় এক মাস আসি নাই। তোমাকে দুর্ব্বল দেখাইতেছে।" বলিতে বলিতে উমা ভ্রাতৃজায়ার নিকট হইতে তাহার বর্ষমাত্রবয়স্ক কন্যাকে লইতে গেল। শিশু জননীকে আঁকড়াইয়া ধরিল। উমা হাসিয়া বলিল, "আমাকে পর ভাবিতেছে?"

ভ্রাতৃজায়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "রাজবাড়ীতে কি আর উহাদের মনে পড়ে? উহাদের আর অপরাধ কি?"

উমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সত্য; উহাদের আর দোষ কি?"

ভ্রাতৃজায়া উমাকে পার্শ্বস্থ কক্ষে লইয়া যাইয়া বসাইল। দুইজনে ঘরসংসারের,—ছেলেমেয়ের,—কুটুম্বকুটুম্বিতার,-

দাসদাসীর কত কথা হইতে লাগিল। রমণীগণের সখ্য সহজে বিশ্বাসে বিকশিত হয়। বিশেষ আপনার জনের নিকটে নহিলে রমণীর অন্তরের কথা বাহির হয় না। সংসারের নিত্য নানা কার্য্যের শত কথা পুরুষের ভাল লাগে না; তাহার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত, কর্ত্তব্য বহুবিধ। রমণীর সে সব কথা রমণীই বুঝিতে পারেন। তাই আপনার জনের সহে দেখা হইলে রমণীর কথা আর ফুরায় না; কথায় কথায় কথা বাড়িয়া যায়—সে সব কথা সহানুভূতির স্নেহরসে সরস—সমবেদনার আশায় মনোরম। তাই আজ প্রায় এক মাস পরে সাক্ষাতে দুইজনের কথা যেন আর ফুরায় না। সংসারের শত ক্ষুদ্র কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায়,—কত আত্মীয় কুটুম্বের সংবাদ জিজ্ঞাসায় দেখিতে দেখিতে প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়া গেল। দুই জনের কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না।

এই সময় ভগিনীর আগমন-সংবাদ পাইয়া শঙ্কর সিংহ অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর সিংহকে দেখিয়া উমা বলিল, "এই যে, দাদা! আমি তোমার সন্ধানে লোক পাঠাইতেছিলাম।"

শঙ্কর সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে। সেই জন্যই আমি আসিয়াছি।"

শঙ্কর সিংহ কিছু বিস্মিত হইলেন। উমার সহিত প্রাসাদে

তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়। তবে সহসা কি আবশ্যক কথা—কি গোপনীয় কথা বলিবার জন্য সে আসিয়াছে? প্রাসাদে সবই যেন অঘটন ঘটিতেছে! শঙ্কর সিংহ মনে করিলেন, কোন সাংসারিক কথা বলিবার জন্যই উমা আসিয়াছে। তিনি বলিলেন, "কি কথা? বল।"

উমা বলিল, "সে কথা ছেলেদের—এমন কি বধূরও শুনিয়া কায নাই।"

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "তবে আমার বসিবার ঘরে চল। তথায় কেহ নাই।"

কয়টি কক্ষ ও অলিন্দ অতিক্রম করিয়া ভ্রাতা ও ভগিনী একটি বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষের হর্ম্ম্য-তলে একখানি বিস্তৃত আসন; কক্ষপ্রাচীরে নানাবিধ অস্ত্র

শঙ্কর সিংহ ভগিনীকে উপবেশন করিতে বলিলেন। কক্ষের এক পার্শ্বে একখানি কাষ্ঠাসন ছিল. উমা সেইখানিকে হর্ম্ম্যতলে বিস্তৃত আসনের নিকটে আনিয়া তাহাতে বসিল। শঙ্কর সিংহ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

কয় মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল। উভয়েই নীরব। উমা ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া কথাটার উত্থাপন করিবে? শেষে উমা বলিল, "আমি তোমার নিকট একটি প্রহেলিকার সমাধানজন্য আসিয়াছি।"

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "ভগিনি, তোমার কথাই যে প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছে!"

"সত্য। কিন্তু এ প্রহেলিকার সমাধান তুমি ব্যতীত আর কেহ করিতে পারিবে না। প্রাসাদে কি ঘটিতেছে?"

"কেন?"

"তুমি কি কিছু লক্ষ্য কর নাই? তুমি কি রাজার ও রাণীর ভাবান্তর বুঝিতে পার নাই?"

"কিরূপ ভাবান্তর?"

"যদি তাহা বুঝাইতেই পারিব, তবে আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব কেন? তুমি কি আমার নিকট এ সকল কথা গোপন করিবে?" অভিমানে উমার নয়নে অশ্রু আসিল।

শঙ্কর সিংহ অন্যমনস্কতাহেতু ভুলিয়া গিয়াছিলেন,উমা পিতার, মাতার ও তাঁহার আদরে বড় অভিমানিনী হইয়াছিল। তিনি যেন লজ্জিত হইলেন; বলিলেন, "উমা, তোমার কাছে কি গোপন করিব? রাজার সহসা ভাবান্তর হইয়াছে। তিনি সহসা দীর্ঘকালের আলস্য ও ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া রাজকার্য্যে মন দিয়াছেন।"

"সহসা এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি?"

"দোলের দিন মন্দিরে বৃদ্ধ পুরোহিত রাজাকে বাচাল বালক বলিয়াছিলেন।"

"কেন ?"

"তিনি বলিয়াছিলেন, 'যে রাজা রাজ্যরক্ষায় অক্ষম, তাহার হস্তে রাজদণ্ড শোভা পায় না।'"

"তাহার পর ?"

"তাহার পর রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে কি কথা হয়—কেহ জানে না। সেই দিন হইতে রাজার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

"তাহাই হইয়াছে। কিন্তু রাণীর এ ভাবান্তরের কারণ কি ?"

রাণীর কি ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছ ?"

"যে দিন রাজা চকে অগ্নি-নির্ব্বাপণ করিতে গিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে রাণী সর্ব্বদা চিন্তিতা। গত রজনীতে তাঁহার অটল গাম্ভীর্য্য যেরূপ বিচলিত দেখিয়াছি, সেরূপ আর কখনও দেখি নাই। তুমি উদ্যানে রাজরাণীর কথোপকথন শুনিতে পাও নাই ?"

"না। আমি দূরে ছিলাম।"

"রাণী পূর্ব্বে কখনও রাজার কোন কার্য্যের কথায় মন দিতেন না। গত রাত্রিতে রাজা আসিলেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—নিশীথে একাকী প্রাসাদের বাহিরে গমনে কি বিপদের আশঙ্কা নাই ?"

"রাজা কি উত্তর দিলেন ?"

"তিনি বলিলেন, বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে; কিন্তু বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে কাহারও ত কোন ক্ষতি... নাই।"

"তাহার পর?"

"তাঁহার পর রাজা তোমার সহিত উদ্যান ত্যাগ করিলেন; রাণী আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দিবালোকবিকাশের অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি মুখ তুলিলেন,—কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিলেন, 'উমা, আমি কি ভ্রান্ত!' তাহার পর তিনি গৃহে ফিরিলেন!"

শঙ্কর সিংহ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সত্যই রাণী ভ্রান্তিবশে আপনি দুঃখ পাইয়াছেন, রাজাকেও অসুখী করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অপরাধ কি? মানুষ মানুষকে প্রায়ই ভুল বুঝে। দোষ সহজে দৃষ্টিপথে পতিত হয়, গুণ লক্ষ্য করা সহজ নহে, তাই মানুষ অপরের গুণবিষয়ে অন্ধ হয়—মহত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারে না।"

উমা জিজ্ঞাসা করিল, "এখন ঘটনাস্রোতঃ কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছে?"

"তাহা বুঝিবার সাধ্য আমার নাই।"

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "তোমাকে আর একটি কথা বলিব। দেখিও, এ কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।"

উমা বিস্মিত নেত্রে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া রহিল।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "রাজা অন্যান্য রাজপুত রাজা-দিগের নিকট প্রস্তাব করিতেছেন,—রাজপুত রাজশক্তির সমবেত চেষ্টায় আত্মরক্ষার উপায় করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।"

উমা বলিল, "সে কি ?"

"রাজা এই প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইতেছেন।"

"এ কথা যদি প্রকাশ পায় ?"

"তাহা হইলে মোগলের বিরাট শক্তি তাঁহার সর্ব্বনাশ-সংসাধনে সচেষ্ট হইবে।"

"রাজা সে কথা বুঝিয়াছেন ?"

"সে কথায় তিনি হাসিয়া বলেন, ভয়ে কর্ত্তব্যচ্যুত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শত গুণে শ্রেয়ঃ। তিনি আরও বলেন, আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়াছি। আবশ্যক হইলে দেহ-শোণিতপাতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

"দূত গিয়াছে কি ?"

"পক্ষকালমধ্যে আমাকে যাইতে হইবে।"

"এ চেষ্টা রাজার উপযুক্ত বটে। কিন্তু ইহা সফল হইবার সম্ভাবনা আছে কি ?"

"তাহা এখন বলা অসম্ভব।"

মৃত্যু-মিলন।

উমা কিছুক্ষণ বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—কোন কথা কহিল না।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "ভগিনি, আমি প্রলয়-ঝটিকার পূর্ব্ব-সূচনা লক্ষ্য করিতেছি। প্রাসাদের উচ্চ চূড়া ঝটিকাবেগে প্রহত হইবে। তখন যেন আমাদের ভ্রাতা-ভগিনীর কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হয়।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শোকাতুরা।

বিচারালয়ে বিচারকার্য্য শেষ করিয়া ফিরিবার সময় রাজা বষণ্ণভাবে শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, "শঙ্কর সিংহ, আমার ারীক্ষার দিন আসিয়াছে।"

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "আপনি অকারণে চিন্তিত হইতে-ছেন। যদি পরীক্ষার দিন আসিয়াই থাকে, তাহাতে আপ-ার আশঙ্কার কারণ নাই। আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন।"

"কি জানি। মানব-হৃদয় দুর্ব্বল,—তাই পদে পদে আশঙ্কা।"

সেই দিন রাজা সংবাদ পাইয়াছিলেন, নগরে বিসূচিকা দেখা দিয়াছে, বাজারে তাহার প্রথম প্রকাশেই বহু লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নের পর, নগরপালকে ও অন্যান্য আবশ্যক লোক-দিগকে লইয়া রাজা ব্যাধি-কেন্দ্র বাজারে গমন করিলেন। রবিকর তপ্ত—জ্বলদঙ্গারের মত উষ্ণ; পবন অগ্নিশ্বাসী। রাজার সে দিকে মন ছিল না।

বাজারে উপস্থিত হইয়া রাজা অধিবাসীদিগকে ডাকাইয়া সাহস দিলেন—সান্ত্বনা দিলেন; তাহাদিগকে সাবধানে থাকিতে

বলিলেন; পথ ও গৃহ পরিস্কৃত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পর রাজা বলিলেন, "যে সকল গৃহে বিসূচিকা দেখা দিয়াছে, আমি সে সকল গৃহে যাইব।" যে পীড়ায় আত্মীয় স্বজনগণ পীড়িতের নিকটে যাইতে শঙ্কিত হয়, রাজা সেই পীড়াগ্রস্তদিগের গৃহে যাইবেন শুনিয়া জনতা বিস্মিত হইল;—সকলের শ্রদ্ধার উৎস উৎসারিত হইল।

রাজ-বৈদ্য বলিলেন, "আপনার যাইবার প্রয়োজন কি?"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "আমার যাওয়া বিশেষ আবশ্যক। আমার জন্য শঙ্কিত হইতেছেন? রাজা অমর। সময় সময় রাজকর্ত্তব্যসমষ্টির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির তিরোভাব হয়; তাহাতে রাজার মৃত্যু হয় না। আজ প্রজাবৃন্দ ব্যাধিভয়ে ভীত,—এ অবস্থায় আমার প্রাণের ভয় করিবার অবকাশ কোথায়?"

রাজ-বৈদ্য আর কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

নগরপাল পথ দেখাইয়া চলিলেন—রাজা তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

সেদিন রাজা যেরূপ গৃহে গমন করিলেন, প্রবল-কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্ররোচনা ও উত্তেজনা ব্যতীত তিনি সেরূপ গৃহে মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারিতেন না।

সে দিন মলিন, জীর্ণ শয্যার পার্শ্বে রাজার মূর্ত্তি দেখিয়া কত ব্যাধিতের অন্তিম-মুহূর্ত্ত আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একজন

বৃদ্ধ ব্যাধিত অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "এ মৃত্যুও সুখের। দেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া এ মৃত্যু সাধনার ফল।" রাজাকে যাতনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখিয়া সে দিন কৃতজ্ঞতায় কত কোটরগত নয়ন হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল!

তাঁহার পর রাজাকে আরও দুষ্কর কার্য্য করিতে হইল। কত গৃহে পুত্রশোকাতুরা জননীর, ভ্রাতৃহীনা ভগিনীর, পতি-গতপ্রাণা বিধবার, পিতৃহীন সন্তানের আকুল ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছিল। তাহাদের সে শোকে সান্ত্বনাদান দুষ্কর কার্য্য। রাজা সে দুষ্কর কার্য্যও করিলেন। সংস্কারবশে লোক রাজাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিত; তাঁহার লোকরঞ্জন কার্য্যে ও সে দিনের ব্যবহারে সেই ভক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাই রাজার সান্ত্বনাবাণী ব্যথিতের শোকবিক্ষত হৃদয়ে স্নিগ্ধ ভেষজের মত কার্য্য করিল।

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে প্রাসাদের একজন কর্ম্মচারী মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে কি বলিয়া যাইলেন।

মধ্যরাত্রি অতীত হইবার পর একজনমাত্র প্রহরী সঙ্গে লইয়া রাজা পদব্রজে মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বব্যবস্থামত প্রধান পুরোহিত দ্বারে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আর সকলকে বিদায় দিয়াছিলেন। রাজা প্রহরীকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া পুরোহিতের সহিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। প্রাঙ্গণ জনশূন্য; প্রাঙ্গণে বিরাট দেউলের ছায়া

বিরাটতর দেখাইতেছে। কি অনাহত নীরবতা! উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

রাজ্যের কোন বিপদে দেবতাকে পূজা করা কৌলিক প্রথা। আজ রাজা সেই প্রাচীন কৌলিক প্রথা পালন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি দীন ভাবে দেবদ্বারে হৃদয়ের প্রার্থনা লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দীন ভাবে দেবতার চরণে প্রার্থনা জানাইলেন;—সে প্রার্থনা কেবল প্রজার মঙ্গল-কামনা।

রাজা যখন মন্দির হইতে বাহির হইলেন, তখন নীলাম্বরে তারকার দীপ্ত দ্যুতি মলিন হইয়া আসিয়াছে। মন্দির হইতে রাজা প্রাসাদে ফিরিলেন।

রাজা যখন প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, তখন দ্বারে প্রহরী ব্যতীত আর সকলেই নিদ্রিত বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু অন্তঃপুরে একজন রমণী তখনও জাগিয়া ছিলেন,—তাঁহার বেপমান হৃদয় চিন্তায় ব্যাকুল হইতেছিল। তাঁহার চিন্তার অন্ত নাই। রাণী তখনও বসিয়া ভাবিতেছিলেন। রাজার পদশব্দে তিনি চাহিয়া দেখিলেন। রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। কক্ষসম্মুখবর্ত্তী অলিন্দে পুষ্পিত তরু-লতার অন্তরালে সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল—কারণ, কক্ষ আলোকোজ্জ্বল, অলিন্দ মৃদু আলোকে আলোকিত। রাজা শ্রান্তভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। রাণী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সেদিনও রাজা পূর্ব্বদিনের মত মধ্যাহ্নের পর নগর-পরিদর্শনে বাহির হইলেন। ব্যাধি নগরমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজাকে নানা দিকে—নানা পল্লীতে যাইতে হইল। তাঁহার যেন শ্রান্তি নাই। তাঁহার সঙ্গীরা শ্রান্ত হইয়া পড়িল—বিরক্ত হইতে লাগিল, কেবল মুখ ফুটিয়া বিরক্তিপ্রকাশ করিতে পারিল না। নগরের লোক বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় মূক হইয়া রহিল। রাজা পল্লীর পর পল্লীতে গমন করিয়া ব্যাধিবিদুষ্ট গৃহে গৃহে যাইতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর যখন তিনি প্রাসাদমুখগামী হইতেছেন তখন সংবাদ আসিল, মন্দিরের নিকটে—পুরোহিতপল্লীতে একটি শবের সৎকার হইতেছে না। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা জানিলেন, সে গৃহে একটি বালিকা ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাস করিত। বালক প্রত্যুষে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মধ্যাহ্নেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার ভগিনী সেই শব জড়াইয়া কাঁদিতেছে। আত্মীয়স্বজনগণ বহু চেষ্টায় তাহাকে সরাইতে সমর্থ হয় নাই—বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারে নাই। শুনিয়া রাজার নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, "বালিকার আর কেহ নাই?"

সংবাদদাতা বলিল, "তাহার পিতা তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। তীর্থযাত্রার পূর্ব্বেও তিনি একরূপ সংসারত্যাগী ছিলেন।"

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার কথা বলিতেছ?"

"মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতের।"

রাজা বিস্মিত নয়নে মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন।

মন্ত্রী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালিকা কি পার্ব্বতী ?"

আগন্তুক বলিল, "হঁা।"

মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন. "পুরোহিত মহাশয় তীর্থদর্শন করিতে যাইয়া একবার কয়মাস হরিদ্বারে বাস করেন। তথায় কন্যার জন্ম হয় ; তাই তিনি তাহার পার্ব্বতী নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কন্যাকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছেন। এই মাতৃহীনা কন্যার গুণের তুলনা নাই। দীন, দুঃখী, ব্যাধিত, অসহায়—ইহাদিগের সেবা ও উপকার করাই তাহার ব্রত। পুরোহিত মহাশয় সর্ব্বদাই এই কার্য্যে তাহাকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।"

আগন্তুক বলিল, "লোকে তাহাকে 'দীন-জননী' বলিয়া থাকে।"

রাজা কি ভাবিতেছিলেন।

রাজা নগরপালকে বলিলেন, "আমি পুরোহিত মহাশয়ের গৃহে যাইব।"

নগরপাল পথ দেখাইয়া চলিলেন।

ক্রমে রাজা বৃদ্ধ পুরোহিতের গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। পুরোহিত-পল্লী মন্দিরের পশ্চাতে অবস্থিত, বহুদিনের। পথ সঙ্কীর্ণ,—দুই পার্শ্বে গৃহগুলি উচ্চ ; বহুতল। বৃদ্ধ পুরোহিতের

গৃহ পুরাতন। দ্বারের সম্মুখে বিশদবসন কয়জন আত্মীয় দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজা আসিলে আরও অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথা অবগত হইলেন। তাঁহারা প্রথম সংবাদদাতার কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। তাঁহারা বালকের শবদেহ আনিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন,—তাহার ভগিনী সেই দেহ জড়াইয়া রহিয়াছে। শেষে তাঁহারা নিরুপায় হইয়া রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন।

রাজা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিম্নতল অন্ধকার। একজন একটি বর্ত্তিকা জ্বালিয়া লইয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন—রাজা অনুসরণ করিলেন।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সকলে দ্বিতলে উপনীত হইলেন। অলিন্দ অতিক্রম করিয়া পথপ্রদর্শক একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজা সম্মুখে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

কক্ষের এক পার্শ্বে একটি দীপ মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে। সেই দীপের ক্ষীণ আলোক হর্ম্ম্যতলে শুভ্র শয্যায় শয়ান বালকের মৃত্যু-সুপ্ত আননে পতিত হইয়াছে; আর তাহারই পার্শ্বে তাহার ভগিনী,—সেই দেহ জড়াইয়া আছে,—মধ্যে মধ্যে মৃত ভ্রাতার মরণ-মুদিত নয়নে, মৃত্যু-শীতল কপোলে চুম্বনদান করিতেছে। সে যেন বাহ্যজ্ঞানহীনা।

রাজা সেই শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

তিনি ধীরে ধীরে বালিকাকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর সহানুভূতিসিক্ত;—তাঁহার সান্ত্বনা হৃদয়স্পর্শিনী। শোকাতুরাকে এমন করিয়া আর কেহ বুঝায় নাই,—এমন করিয়া আর কেহ সান্ত্বনা দেয় নাই,—এমন সহানুভূতি আর কেহ দেখায় নাই। সে জ্ঞানহীনা—বোধহীনা নহে; কেবল শোকের আতিশয্যে বিবশা হইয়াছিল। সে সব বুঝিতে লাগিল; আপনার অবস্থা উপলব্ধি করিতে লাগিল। এতক্ষণ সে কাঁদিতে পারে নাই; এখন তাহার নয়নে শান্তি-সলিল দেখা দিল সে কাঁদিতে লাগিল।

রাজা কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস অপগত না হইলে শোকার্ত্তের হৃদয় সান্ত্বনায় শীতল হয় না। তাহার পর রাজা আবার বালিকাকে বুঝাইলেন। তাহার পর তিনি বালকের দেহ লইতে চেষ্টা করিলেন। বালিকা তখনও সে দেহ জড়াইয়া আছে। রাজা তাহাকে বলিলেন "বালক একা তোমারই নহে। এ শোক কেবল তোমার নহে -আমি তোমার রাজা;—আমিও আজ শোকার্ত্ত! বালককে আমার কাছে দাও।"

বালিকা আর কিছু বলিল না।

রাজা সযত্নে বালকের দেহ তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন

নবম পরিচ্ছেদ।

সান্ত্বনা।

রাজা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুরোহিতের আত্মীয়দিগকে ডাকিয়া বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি ভাবিলেন, এই অসহায়ার কি উপায় করা যাইতে পারে? বৃদ্ধ পুরোহিত তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন; তিনি কোথায় ছিলেন, তাহা কেহ জানিত না—বালিকাও জানিত না। কাযেই তাঁহাকে সংবাদ দিবার কোনরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব। আত্মীয়গণ রাজার অনুরোধে দুই চারি দিন বালিকাকে যত্ন করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে যত্ন বহুদিনস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ এ অবস্থায় তাহার যেরূপ সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা আবশ্যক—তাহার কি হইবে? রাজা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

সে দিন শয্যায় শয়ন করিয়া রাজা সেই কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন-সমক্ষে সেই করুণ দৃশ্য বিরাজিত, ভগিনী ভ্রাতার শবদেহ জড়াইয়া আছে—জীবন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; সে দৃশ্যে মৃত্যুজয়ী স্নেহ সপ্রকাশ। জীবন যাহাদিগকে একত্র আনিয়াছিল, মৃত্যু তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসে বালিকা তখনও

ভ্রাতার দেহ জড়াইয়া ছিল। হায়—দুরাশা! মৃত্যু যাহাকে আপনার করিয়া লয়, সে যে সর্ব্ববন্ধনমুক্ত! শোকাতুরার সেই অশ্রুসিক্ত মূর্ত্তি কেবল রাজার মনে পড়িতে লাগিল।

প্রভাতে রাজা শঙ্কর সিংহকে সকল কথা বলিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "আপনি কি কিছু স্থির করিয়াছেন?

"না। আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

"তাহাকে প্রাসাদে আনিলে হয় না?"

রাজা শঙ্কর সিংহের দিকে চাহিয়া ম্লান হাসি হাসিলেন; শঙ্কর সিংহ তাহার অর্থ বুঝিলেন,—"তুমি কি সব জান না?"

শঙ্কর সিংহ যেন কিছু লজ্জিত হইলেন। তিনি রাজার বেদনার কথা জানিতেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "উমাকে বলিলে সে যত্ন করিবে। যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহাকে রাণীর অনুমতি প্রার্থনা করিতে বলি।"

রাজা বিষণ্ণভাবে মস্তক সঞ্চালন করিলেন; বলিলেন, "উমা অনুমতি চাহিলে অবশ্য অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে দয়া হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত হয় না, সে দয়া অপমান। আমি বৃদ্ধ পুরোহিতের কন্যা—শোকাতুরা বালিকাকে সে দয়ার ভাগী করিতে পারিব না। তাহাকে সে অপমান হইতে রক্ষা করাই রাজার কর্ত্তব্য।"

শঙ্কর সিংহ আর কোন কথা বলিলেন না। তিনি আর

কি বলিবেন? রাজার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল।

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না। রাজা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি এমনই তন্ময়ভাবে চিন্তাবিষ্ট ছিলেন যে, শঙ্কর সিংহের কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলেন। শঙ্কর সিংহ কহিলেন, "যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে বালিকাকে পুরোহিত মহাশয়ের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত আমার গৃহে লইয়া রাখিবার প্রস্তাব করি।"

রাজা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "কাহার নিকট প্রস্তাব করা যাইবে?"

"এখন তাহার আত্মীয়দিগের নিকটই প্রস্তাব করিয়া দেখিতে হয়।"

"আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। বালিকা এ প্রস্তাবে সম্মত হইবে কি না, জানি না। তাহার আত্মীয়গণ কি কোনরূপ দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত হইবেন? আমার এখন কর্ত্তব্য কি?"

শঙ্কর সিংহ ভাবিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাজা বলিলেন, "চল, উভয়ে একবার পুরোহিতের গৃহে যাই। তথায় অবস্থা বুঝিয়া যে ব্যবস্থা হয়, করা যাইবে।"

রাজা প্রতিহারকে ডাকিয়া তাঁহার জন্য ও শঙ্কর সিংহের জন্য দুইটি অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন।

প্রতিহার জিজ্ঞাসা করিল, “সঙ্গে কয়জন রক্ষী যাইবে?”

রাজা বলিলেন, “সঙ্গে কাহারও যাইবার প্রয়োজন নাই।”

প্রতিহার চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে প্রতিহার ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, অশ্ব সজ্জিত হইয়াছে, প্রাঙ্গণে উপস্থিত।

রাজা প্রস্তুত হইয়া ছিলেন; এই কথা শুনিয়া প্রাঙ্গণমুখগামী হইলেন। শঙ্কর সিংহ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

উভয়ে অশ্বারোহণে পুরোহিতপল্লীতে চলিলেন।

অশ্বদ্বয় বৃদ্ধ পুরোহিতের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলে নানা গৃহ হইতে অনেকে সেই গৃহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বালিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার আগ্রহ দেখিয়া সকলেই এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন সকলেই বালিকার দুঃখে কাতর কিন্তু তাহা না হইলে, তাঁহারা সেই শোকাতুরার, শুশ্রূষা করা দূরে থাকুক, সংবাদও লইতেন কি না সন্দেহ। রাজা পূর্ব্বদিন যাঁহাদিগের উপর বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসার ফলে অবগত হইলেন, বালিকা এখন শান্ত হইয়াছে; গত রাত্রিতে তাহার শুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই, বরং রাজার অনুগ্রহভাজন হইবার আশায় এত অধিক আত্মীয় আত্মীয়তা দেখাইয়াছেন যে, বালিকা বোধ হয় সান্ত্বনার ও শুশ্রূষার আধিক্যে ও অত্যাচারে বিব্রত হইয়াছে।

রাজা পল্লীবৃদ্ধদিগকে বলিলেন, "বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় কোথায়, কেহ জানে না। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত তাঁহার কন্যার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে?"

কেহ তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কেহ বা তাহাকে নিজগৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন।

সব শুনিয়া রাজা বলিলেন, "এ বিষয়ে বালিকাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?"

সে কথা শুনিয়া এ উহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। শেষে একজন বৃদ্ধ বলিলেন, "রাজন্, পার্ব্বতীর পিতার কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। তিনি কোন বিষয়ে কাহারও সহিত পরামর্শ করেন না। তিনি অনেক সময় অপ্রিয় সত্য বলিয়া লোকের বিরাগভাজন হয়েন। তিনি কখন কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়েন নাই। তিনি কাহারও সাহায্য লইতে অনিচ্ছুক। তিনি যাইবার সময় কন্যাকে কিছু বলিয়া গিয়াছেন কি না—তাহা আমরা কেহ বলিতে পারি না। এ অবস্থায় এ বিষয়ে বালিকাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবার, তাহা আপনি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল হয়।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালিকা কি এরূপ বিষয়ে অপরকে কিছু বলিবার মত শান্ত হইয়াছে?"

"হাঁ।"

বৃদ্ধ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে

প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজাকে জানাইলেন, বালিকা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত।

বৃদ্ধ পথ দেখাইয়া চলিলেন। রাজা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শঙ্কর সিংহ তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। আর যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ বা গৃহদ্বারেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, কেহ বা গৃহপ্রাঙ্গণে, কেহ বা সোপানমূলে দাঁড়াইয়া পরস্পর নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

রাজা পূর্ব্বরাত্রিতে যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে পরিচ্ছন্ন সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া অলিন্দে উপনীত হইলেন।

পার্ব্বতী কক্ষমধ্য হইতে একখানি আসন আনিয়া আলিন্দে বিছাইয়া দিল; রাজাকে বলিল, "দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে অন্য আসনের অভাব। আপনি যেরূপ দয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতেই আমি আপনাকে উপবেশনের অনুরোধ করিতে সাহস করিতেছি।"

রাজা উপবেশন করিয়া বলিলেন, "তোমার কুণ্ঠিত হইবার কোনও কারণ নাই। পুরোহিতগৃহে আশীর্ব্বাদই আমাদের পরম লাভ।"

রাজা মুখ তুলিয়া দেখিলেন, দীপালোকে গত নিশায় যাহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সে কিশোরী। যৌবনের প্রথম জলোচ্ছ্বাস কেবল তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেহে

সম্পূর্ণতার ও লাবণ্যের সঞ্চার করিতেছে; কিন্তু সে জলোচ্ছ্বাস এখনও তাহার বালিকা-হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার বাক্যে ও ব্যবহারে বালসুলভ সরলতা ও সঙ্কোচহীনতা সপ্রকাশ। পার্ব্বতী শান্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তরের শোক কেবল সংযত হইয়াছে—অপনীত হয় নাই। তাহার মুখ-ভাব দেখিয়া বর্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ষার সজলজলদ-জালাবৃত, স্বচ্ছান্ধকার আকাশের কথা মনে হয়। সে মুখভাব বিষাদে তেমনই স্বচ্ছান্ধকার; কোমলতায় তেমনই স্নিগ্ধমধুর; আপনাতে আপনি তেমনই সম্পূর্ণ; পূর্ণতায় তেমনই গৌরবান্বিত। রাজার পক্ষে সে এক নূতন অনুভূতি। তিনি পার্ব্বতীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, পুরোহিতের পুণ্য-প্রভাব ব্যতীত অক্ষুণ্ণ সরলতার এ প্রতিমা এমন পুণ্য-জ্যোতিসমুজ্জল থাকিতে পারিত না।

রাজা বলিলেন, "তুমি হৃদয় শান্ত করিয়াছ দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।"

পার্ব্বতী বলিল, "রাজন্, পিতা উপদেশ দিয়াছেন, চিত্তবৃত্তি সংযত করিবে—ভাবের প্রভাবে আপনার হৃদয় চঞ্চল হইতে দিবে না। কিন্তু মানুষ অনেক সময় আপনাকে আপনি সংযত রাখিতে পারে না।"

"সত্য। তিনি জ্ঞানগাম্ভীর্য্যে অবিচলিত। কয়জন তাঁহার মত হইতে পারে?"

তাহার পর রাজা বলিলেন, "তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য, আমি তাঁহার সন্ধান লইয়াছি। কেহই সন্ধান দিতে পারেন না। তিনি না আসা পর্য্যন্ত তুমি কি করিবে?"

পার্ব্বতী বলিল, "তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যই করিব। কেবল যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য মৃত্যু আর করিতে দিবে না, তাহাই অসমাপ্ত রহিবে।" বলিতে বলিতে পার্ব্বতীর কণ্ঠ বাষ্পোচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হইয়া আসিল।

রাজা কিছুক্ষণ মৌন রহিলেন।—তাঁহারও মুখে কথা সরিতেছিল না তাহার পর তিনি বলিলেন, "তুমি একাকিনী এই গৃহে থাকিবে?"

পার্ব্বতী বলিল, "অন্যথা পিতার আদেশ লঙ্ঘন করা হইবে।"

"শঙ্কর সিংহের পিতা পুরোহিত মহাশয়ের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। যদি প্রাসাদে যাইতে তোমার ইচ্ছা না হয়, শঙ্কর সিংহের গৃহে যাইলে হয় না? তথায় তোমার যত্ন ও শুশ্রূষা হইবে; তোমার পক্ষে এখন দুই-ই আবশ্যক। তাহার পর পুরোহিত মহাশয় আসিয়া যেরূপ ব্যবস্থা হয়, করিবেন।"

"আমার জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। বিশেষ পিতার অনুমতি ব্যতীত গৃহত্যাগ আমার পক্ষে অসম্ভব। এ বিষয়ে আমাদের উভয়ের প্রতি পিতার বিশেষ আদেশ ছিল। এক-জন সে অনুমতির অতীত হইয়াছে। আমি—" পার্ব্বতীর নয়ন দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাজা তাহাকে সে অপ্রিয় প্রসঙ্গ ভুলাইবার জন্য বলিলেন, "আমাকে তোমার জন্য আর কি করিতে বল ?"

পার্ব্বতী বলিল, "আমার কিছুই আবশ্যক নাই।"

"কিছুই না ?"

"আমার জন্য কিছুই না।"

"আর কাহারও জন্য কি কিছু করা আবশ্যক ?"

"আপনি স্বয়ং প্রজার দুঃখ দেখিয়াছেন। রাজ্যের ব্যাধিত, রুগ্ন, অসহায়—যদি সম্ভব হয় ইহাদের জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপিত করিলে আমার শোকতপ্ত হৃদয় কিছু শান্তি পাইবে।"

"তাহাই হইবে।"

পার্ব্বতীর নয়ন আনন্দে উজ্জ্বল ও কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

শুভ যাত্রা।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। রজনীর গাঢ় ছায়ায় প্রাসাদ আবৃত। এক পার্শ্বে একটি কক্ষে রাজা ও শঙ্কর সিংহ পরামর্শ করিতেছেন। রাজার আদেশে সে কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী সকল কক্ষে আলোক নির্ব্বাপিত। কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ। প্রহরীর প্রতি আদেশ আছে,—সে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কাহাকেও রাজার সন্ধান না দেয়; আর কেহ কোন বিশেষ প্রয়োজনে আসিলে প্রহরী আগন্তুককে সোপানমুখে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আসিয়া সংবাদ দেয়। এত সতর্কতাতেও যেন উভয়ের আশঙ্কা দূর হয় নাই; উভয়ে অতি মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতেছিলেন।

পর দিন প্রত্যূষে শঙ্কর সিংহ দূতরূপে যাত্রা করিবেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজপুত-সঙ্ঘ-সংগঠনের প্রস্তাব করিবেন, উদ্দেশ্য—রাজপুতের বিপদে সাহায্য দান করা, বিপন্ন রাজপুত রাজ্যের সহায়তা করা, রাজপুত গৌরবের সমুজ্জ্বলতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

শঙ্কর সিংহ কয়দিন পূর্ব্বেই যাত্রা করিতেন। কিন্তু রাজধানীতে বিসূচিকার ব্যাপ্তি-নিবারণ-চেষ্টায় রাজার অবকাশ

ছিল না; তাই তাঁহার গমন ঘটে নাই। আজ কয় দিন ব্যাধির প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে। আর এই কয় দিন উভয়ে পরামর্শ করিতেছেন। গমন-পথ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রস্তাব-প্রণালী পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই বিশেষ বিবেচনা ও বিচার চলিতেছিল। যদি কেহ মোগল-শক্তির বিরোধী হইতে ভয় করেন,—কেহ নব-সংস্থাপিত কুটুম্বিতার বন্ধন শিথিল হইবে, আশঙ্কা করেন—সেইজন্য রাজা শঙ্কর সিংহকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, সকলকে বুঝাইতে হইবে,—মোগল-শক্তির বিরোধী হওয়া এ মিলনের উদ্দেশ্য নহে; রাজপুত-গৌরব, রাজপুত-রাজশক্তি অনাহত ও সমুজ্জল রাখাই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজা বুঝিয়াছিলেন, কোনরূপে সম্মিলন—রাজপুত-সঙ্ঘগঠন সুসিদ্ধ করিতে পারিলে ক্রমে প্রয়োজনানুসারে কার্য্য-সিদ্ধি সম্ভব হইবে।

উভয়ে এই বিষয়ে কথা হইতেছিল। উভয়েরই মুখে চিন্তার প্রগাঢ় ছায়া; উভয়েরই হৃদয়ে আশায় ও আশঙ্কায় দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।

সহসা দ্বারে করাঘাতশব্দ শ্রুত হইল।

উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?

উত্তর আসিল, "আমি প্রহরী।"

বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত প্রহরী আসিবে না, বুঝিয়া রাজা

মৃত্যু-মিলন।

শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, "শঙ্কর সিংহ, দেখ—প্রহরী কি চাহে।"

শঙ্কর সিংহ দ্বার মুক্ত করিয়া প্রহরীকে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রহরী বলিল, "মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় রাজদর্শন-প্রার্থী। তিনি সোপানমূলে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি বিশেষ আবশ্যক কার্য্যে রাজদর্শন করিতে চাহেন।"

শুনিয়া শঙ্কর সিংহ রাজার দিকে চাহিলেন।

রাজা বৃদ্ধ পুরোহিতের সহসা আগমনের সংবাদে বিস্মিত হইলেন; প্রহরীকে বলিলেন, "তাঁহাকে লইয়া আইস।"

প্রহরী চলিয়া গেল।

শঙ্কর সিংহ ও রাজা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধ পুরোহিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

বৃদ্ধ স্থির স্বরে রাজাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "আপনার আগমন বিষয় আমরা পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারি নাই।"

"আমরা এখন আসিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তাই আমাকে আসিতে হইয়াছে।"

পুরোহিত পুনরায় বলিলেন, "আমি কয়টি তীর্থ পর্য্যটন

করিয়া অন্য তীর্থে যাইতেছিলাম। সীমান্ত-মধ্যবর্ত্তী পথে যাইতে শুনিলাম, তুমি প্রজাপালনে সচেষ্ট হইয়াছ। প্রজারা সে কথা বলিতে বলিতে আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অনেক দুঃখ ভুলিতেছে। কিন্তু সে কথা শুনিয়া আমার মনে যে আনন্দের উদয় হইল, তাহার তুলনায় তাহাদের আনন্দ প্রভাকর-কিরণের নিকট খদ্যোতের ক্ষণবিধ্বংসী দীপ্তিমাত্র। আমি তোমার জন্মের পর দিন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলাম। সে দিন মনে করিতে পারি নাই, এক দিন মনের দুঃখে তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে হইবে।"

রাজা বলিলেন, "কঠিন ব্যাধির জন্য তীব্র ভেষজ আবশ্যক। সে ভেষজের জন্য রোগীর চিকিৎসকের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। আপনি আমার জন্য সেইরূপ ভেষজ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তাহাতে আমি যদি ব্যাধিমুক্ত হইতে পারি, তবে আপনার আনন্দ যেরূপ স্বাভাবিক - আমার কৃতজ্ঞতাও সেইরূপ স্বাভাবিক।"

"আমি মনের কষ্টে সে সকল কথা বলিয়াছিলাম। আমি তোমার পুরোহিত; তোমার হিতসাধনই আমার কর্ত্তব্য। আমি সেই কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি সে কষ্ট ভুলিতে পারি নাই; এখন তোমার প্রজারঞ্জনের কথা শুনিয়া সে ব্যথা অপনীত হইল; ভাবিলাম, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পুনরায় তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইব। তাহার পর

রাজধানী অভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই তোমার নব নব কীর্ত্তিকথায় চিত্ত পুলকিত হইতে লাগিল। আজ নগরে নগরে—গ্রামে গ্রামে—প্রান্তরে প্রান্তরে তোমার কীর্ত্তিকথার আলোচনা। আজ প্রজা উৎফুল্লচিত্তে তোমার জয়গান করিতেছে। বৎস, আজ এ রাজ্য তোমার পুণ্যে পুণ্যময় হইয়াছে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত আবেগে কোমল হইয়া আসিতে লাগিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আপনি পুনরায় তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইবেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সেই সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছিলাম। যদি ভগবান কোন বিঘ্ন না ঘটান, তবে আবার বাহির হইব।"

"শীঘ্রই কি যাত্রার সম্ভাবনা ?"

"অতি শীঘ্র।"

তিনি কি প্রকারে পার্ব্বতীর কথা উত্থাপিত করিবেন, রাজা তাহা ভাবিলেন। তিনি মনে করিলেন, বৃদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে অবশ্যই তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন। তথাপি তিনি বলিলেন, "কিছু বিলম্বে অসুবিধা হইবে ?"

"কেন ?"

"গৃহে শোকাতুরা কন্যা বোধ হয় আপনাকে নিকটে পাইলে অনেক সান্ত্বনা পাইবে।"

"সে শান্ত হইয়াছে। তোমার সাগ্রহ দয়ার কথা আমি

জীবনে ভুলিতে পারিব না। তুমি দেখিয়া আসিয়াছ, শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসের পর সে শান্ত হইয়াছে। আমি তাহার শিক্ষার ও সংযমের সার্থকতায় সুখী হইয়াছি। শোকের প্রথম প্রবল আঘাত কেবল তাহাকে বিচলিত করিয়াছিল।"

"তাহাকে কি একাকিনী রাখিয়া যাইবেন?"

"বৎস, কে কাহাকে রাখে? সে যে কত যত্নে মাতৃহীন ভ্রাতাকে নিকটে রাখিয়াছিল! রাখিতে পারিল কি? আমি তাহাকে স্বাবলম্বনই শিখাইয়াছি।"

রাজা আর কিছু বলিলেন না।

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "বিশেষ সে দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইতেছে। ব্যাধিতদিগের জন্য আশ্রম সংস্থাপন তাহার বহুদিনের স্বপ্ন।' শুনিলাম, তোমার অনুগ্রহে সে স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সে সেই আশ্রমে সেবাব্রত গ্রহণ করিতে চাহিতেছে। যে একা থাকিতে পারে না, সে কিরূপে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে?"

"পার্ব্বতী কি স্বয়ং সে আশ্রমের ভার লইতে চাহিতেছে?"

"হাঁ। আমি ভাবিয়াছিলাম, ফিরিয়া তাহার বিবাহ দিব। আমি পাত্রের সন্ধান করিতেছিলাম। এখন সে ব্যাপার আরও জটিল হইয়া উঠিল। পার্ব্বতী যদি এই কার্য্যে ব্রতী হয়, তবে এই কার্য্যে তাহাকে উৎসাহিত করিবে, সাহায্য করিবে—এমন পাত্রের সন্ধান করিতে হইবে।"

"এ ব্রত কি রমণীর উপযোগী হইবে?"

"এ ব্রত রমণীরই উপযোগী।"

"কিন্তু রমণীর ক্ষুদ্র শক্তি কি এ কার্য্য-সাধনে সমর্থ হইবে?"

"তোমার কথায় আমি বিস্মিত হইলাম। রমণী শক্তি-রূপিণী—শক্তির আধার। কিন্তু যেমন জল যত গভীর তত স্থির—তত স্নিগ্ধ, তেমনই সে শক্তি প্রাচুর্য্যহেতু সহসা বিচলিত হয় না; তাই সাধারণ লোক—নরচরিত্রানভিজ্ঞগণ সহসা তাহার চরিত্র অনুভব করিতে পারে না। লোকশিক্ষক হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সে কথা বুঝাইয়াছেন। অসুরনাশ যখন দেবতার দ্বারা সম্ভব হয় নাই, তখন দেবীর দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। অমঙ্গল-নিবারণ যখন পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য, তখনও রমণীর পক্ষে সহজসাধ্য।"

রাজা মুগ্ধনেত্রে পুরোহিতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পুরোহিত বলিতে লাগিলেন, "রমণীর শক্তি হইতে স্নেহ—প্রেম—ভালবাসা এ সকলের উৎস উৎসারিত হয়—জগত মঙ্গলময় হয়। প্রকৃতি শক্তিময়ী; রমণী তাহারই অংশ। প্রকৃতি যখন তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া উঠে, তখনই জগতের ধ্বংসের বিষাণ বাজিয়া উঠে। কিন্তু চাহিয়া দেখ, প্রকৃতি স্নেহময়ী, কোমলা, সরলা, সুশীলা, সর্ব্বসৌন্দর্য্য-বিভূষিতা। কোন্ দুষ্কর কার্য্য রমণীর সাধ্যায়ত্ত নহে? মা জগজ্জননী—জগদ্ধাত্রীরূপে সংসার-পালন করেন, আবার ছিন্নমস্তারূপে আপনি আপনাকে ধ্বংস

করেন—সে ধ্বংস কেবল নূতন সৃষ্টির সূচনা। আজ রাজপুত-গৌরব ধূল্যবলুণ্ঠিত—কারণ রাজপুতরমণী মোগলের বিলাসের বশীভূতা হইয়া শক্তি হারাইতে বসিয়াছে। যতদিন সে শক্তি অনাহত ছিল, ততদিন রাজপুতের দুর্দ্দশা ঘটে নাই। যদি সে শক্তি আবার জাগিয়া উঠে, তবেই এ দুঃখনিশা পোহাইবে। সে দিন মঙ্গলময়ী—রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া মঙ্গলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন। মা, সে দিন আসিবে কি?"

পুরোহিতের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি যুক্তকরে—ভক্তিভরে উদ্দেশে শক্তিকে প্রণাম করিলেন।

পুরোহিতের কথা শুনিয়া রাজার শিরায় রক্ত-স্রোতঃ প্রবল-বেগে বহিতে লাগিল; আর—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, রাজপুতরমণীর শক্তির সহায়তা পাইলে তিনি কি না করিতে পারিতেন? তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পুরোহিত বলিলেন, "বৎসগণ, আমি তোমাদের কার্য্যে বাধা দিয়াছি। আমি চলিলাম।"

রাজা বলিলেন, "আপনি আমার কর্ত্তব্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করাইয়াছেন। আপনার রোপিত বৃক্ষের ফলে আপনার আনন্দ হইবার কথা। আপনি আমাদের প্রস্তাব শ্রবণ করুন।"

পুরোহিত উঠিয়াছিলেন পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন।

রাজা তখন তাঁহার প্রস্তাবের কথা, শঙ্কর সিংহের সঙ্কল্পিত দৌত্যের কথা—সব পুরোহিতকে বলিলেন।

বৃদ্ধ রাজার কার্য্য-প্রণালীর সমালোচনা করিয়া কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। যে সকল সম্ভাবনার কথা রাজার মনে হয় নাই, বৃদ্ধ সেই সকলের আলোচনা করিলেন।

তাহার পর পুরোহিত, রাজা ও শঙ্কর সিংহ তিন জনে পরামর্শ করিয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিলেন।

বৃদ্ধ গমনোদ্যোগী হইলেন। রাজা ও শঙ্কর সিংহ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, "বৎস, তুমি দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। বিধাতা তোমার সহায় হউন; আমি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি, এখন ভয়ই রাজপুতের প্রধান শত্রু; তাহাকে জয় করিতে পারিলে আর কিছুই অজেয় রহিবে না, তাহার স্পর্শ বিষবৎ কার্য্য করে; তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। রাজপুতের তাহাই হইতেছে।"

তিনি শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার যাত্রা শুভযাত্রা হউক।"

দ্বিতীয় খণ্ড।

তরু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকা।

দিবাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই। সূর্য্য অস্ত যায় যায়। পশ্চিম গগনে মেঘের ক্রীড়া,—যেন দিগঙ্গনার চঞ্চল অঞ্চল পবনে আন্দোলিত হইয়া নানা আকার ধারণ করিতেছে, —নানাবর্ণের বিকাশ দেখাইতেছে। পাখীরা কলরব করিতে করিতে নীড়ে ফিরিতেছে। শক্ত সিংহের উদ্যানে রজনীগন্ধা ফুটিব ফুটিব করিতেছে, বেল-কলি ফুটিবে কি না ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিতেছে; আর উদ্যানের এক প্রান্তে—বৃক্ষ-মূলে সৈনিক যে প্রস্তরখানি গড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই শিখাখণ্ডের উপর সেই দুই জন যুবতী—শক্ত সিংহের কন্যা রেবা ও তাহার সহচরী ভদ্রা উপবিষ্টা। রেবার মুখে সন্ধ্যার অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তী স্বচ্ছান্ধকারের মত চিন্তার ভাব; সেই সরলহাস্যে সদাপ্রফুল্ল মুখে সে ভাব যেমন নূতন, তেমনই অশোভন; প্রস্ফুটিত কমলবনে শরতের রবিকরই শোভা পায়—অকালজলদোদয় নহে। আজ আর রেবার নয়নে সে কৌতুকদীপ্তি নাই—কণ্ঠে সে কলহাস্য আর তটিনী-গীতের মত ধ্বনিত হইতে না।

ভদ্রা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "সত্য বল, তুমি কি ভাবিতেছ?"

রেবা চেষ্টা করিয়া অধরপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল, বলিল, "আমার ভাবনা! আমি ভাবিতেছি, কবে ভদ্রার বিবাহ হইবে।"

"সে জন্য তোমার অত চিন্তা কেন? কিন্তু মনের ভাব কথায় ফুটে—তুমি যে বিবাহের চিন্তায় বড় ব্যস্ত হইয়াছ! সে জন্য অত ভাবিও না। ঠাকুরাণী বলিতেছিলেন, নিহারণের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির হইতেছে—"

সহসা রেবার রক্তাভ গণ্ড রক্তশূন্য—সন্ধ্যার আকাশের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। ভদ্রা বুঝিতে পারিল, তাহাকে না ধরিলে রেবা পড়িয়া যাইত। ভদ্রা বিস্ময়াধিক্যে নিস্পন্দনেত্রে রেবার দিকে চাহিল। সে তে রেবা লজ্জিতা হইল। লজ্জায় তাহার পাণ্ডু গণ্ড আবার রক্তাভ হইয়া উঠিল—যেন নিদাঘ-দিগন্ত হইতে সহসা মেঘ সরিয়া গেল—দিনান্ত-শোভা আবার প্রকট হইল।

ভদ্রা বলিল, "তোমার কি হইয়াছে, আমাকে বল।"

রেবা ততক্ষণে আত্মস্থা হইয়াছে। সে বুঝিয়াছিল, ভদ্রা তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল,—তাই তাহাকে ভুলাইবার জন্য সে প্রফুল্লতার ভাণ করিল, হাসিয়া বলিল, "আমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে।" রমণী সহজে মনোভাব গোপন

করিতে পারে; প্রয়োজনসঞ্জাত অভ্যাস হইতে সে ক্ষমতা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু 'রতনে রতন চিনে'; রমণীর মনোভাব রমণীর নিকট গোপন থাকে না। ভদ্রা বলিল, "কথাটা সত্য। সত্য সত্যই তোমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু সহসা আজ এ ইচ্ছা কেন?"

রেবা যেন কিছু বিপদে পড়িল। ভদ্রাকে সে কি বলিয়া বুঝাইবে?

শেষে রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রা, কোন দিকে কেহ নাই ত?

ভদ্রা বলিল, "কেন?"

"দেখ।"

ভদ্রা দেখিয়া বলিল, "না।"

তখন রেবা গীতের উদ্যোগ করিল। প্রথমে যেন, প্রথম মলয়বিকম্পিত কুঞ্জকুটীরে প্রথম-বিকশিত মালতী-মুকুলে ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া উঠিল:—

"আপনি উথলে নয়নের জল;
কে জানিত, প্রেম যাতনাভার?
আকুল হৃদয় সে গেছে লইয়া,
কেমনে তাহারে ফিরা'ব আর?"

ভদ্রা বলিল, "সে কে? তাহাই ত আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

মৃত্যু-মিলন।

রেবা সে কথার উত্তর দিল না। এবার তাহার কণ্ঠস্বর আরও সুস্পষ্ট—আরও মধুর—আরও দূরগামী—যেন বসন্তের প্রথম কোকিল পল্লবের অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে গাহিয়া উঠিল :—

"পবনে তাহার কোমল পরশ ;
তারকায় ফুটে নয়ন তা'র ;
কুসুমে তাহার মৃদু মধু হাসি ;
ভুবনে নাহিক সে বিনা আর।"

ভদ্রা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সখি, পুরুষের মধ্যে কে সেই তিলোত্তমা—বিশ্বের সৌন্দর্য্যসার যাহাতে সন্নিবিষ্ট—যে তোমার হৃদয় হরণ করিয়াছে ?"

এবারও রেবা উত্তর দিল না। আবার গীতধ্বনি ধ্বনিত হইল। এবার স্বর-লহরী যেন পবনে হিল্লোলিত হইয়া গেল,—যেন পরিপূর্ণ বসন্তের বিকশিত শোভার কেন্দ্র হইতে পিকের উচ্ছ্বসিত স্বর ধ্বনিত হইল :—

"যদি একবার আসে সে আবার,
লুটায়ে পড়িব চরণে তা'র ;
চরণের ধূলি ধুয়ে দিবে তা'র
অবিরল মোর নয়নধার।"

স্বর গগনে মিলাইয়া গেল। রেবা মুহূর্ত্তের জন্য ঈষন্মুক্ত-

ওষ্ঠাধরে বসিয়া রহিল, যেন গানের সঙ্গে তাহার মনের কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, সে তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইবে।

ভদ্রা তাহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মুহূর্ত্ত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "সখি, সে কে?"

রেবা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এ গান কাহার রচনা জান?"

ভদ্রা বলিল, "জানি, এ গান প্রেমিক কবি অজয় সিংহের রচনা। তিনি নহিলে এমন গান আর কে রচনা করিতে পারে?"

"অজয় সিংহ কে?"

"তিনি রাজভ্রাতা। তিনি যেমন কবি—তেমনই বীর।"

"কবি কি বীর হয়? অস্ত্রের ঝলকে কি কল্পনা-কুসুম বিকশিত হয়?"

"ঠাকুর বলেন, কবি নহিলে বীর হয় না। কল্পনা নহিলে রণ-নিপুণতা জন্মে না; রণ-কৌশল কল্পনা-সাপেক্ষ। শুনিয়াছি, অজয় সিংহ অসাধারণ বীর। তিনি অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ,—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের মত অস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন—আবার তাঁহারই মত অকৃতদার।"

"অকৃতদার!"

"তিনি নাকি বলেন, 'আমার সম্পদকে অনেক রমণী বিবাহ করিতে উৎসুক হইবে, কিন্তু সে ত আমাকে নহে।

যদি কখনও বুঝিতে পারি, কোন রমণী আমাকেই বিবাহ করিতে সমুৎসুক, তবে তাঁহাকে বিবাহ করিব; নতুবা নহে।' রাজা তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি কিছুতেই সম্মত হয়েন নাই।"

"একথা প্রেমিক কবির উপযুক্তই বটে!"

ভদ্রা কিন্তু এ সকল কথায় মূল প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয় নাই। সে বলিল, "রাজার বা রাজ-ভ্রাতার সংবাদে আমাদের কায কি? তাঁহাদের সব সাজে। তুমি বল, তোমার কি হইয়াছে।"

রেবা হাসিল—ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়া মুক্তাফলতুল্য দশন দেখা দিল। সে বলিল, "আমার আবার কি হইবে?"

ভদ্রা বলিল, "তুমি আমার কাছে মনের কথা গোপন করিতেছ। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না?" বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত অভিমানে ভদ্রার নয়নদ্বয় অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল।

রেবা এবার আর স্থির থাকিতে পারিল না; সযত্নে অঞ্চলে ভদ্রার নয়ন মুছিয়া দিল; বলিল, "তোমার নিকট কি আমি কোন কথা গোপন করিতে পারি?"

"যে দিন সেই সৈনিক যুবক এই প্রস্তরখানি সরাইয়া দিয়াছিল—সেই দিন হইতে আমি তোমার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছি কেন?"

"সে দিন আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে; আমি বুঝিয়াছি, রাজপুতের বাহু আজও বলহীন হয় নাই।"

"অশুভক্ষণে সে সৈনিক তোমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে,—তোমার প্রফুল্ল মুখে বিষাদের ছায়া আনিয়াছে—সোণার কমল মলিন করিয়াছে।"

"অশুভক্ষণে, না শুভক্ষণে?"

"অশুভক্ষণে।"

"না।"

রেবা এমন দৃঢ়স্বরে এই "না" বলিল যে, ভদ্রা বিস্মিতা হইল।

ভদ্রা বলিল, "তবে তুমি তাহাকে ভালবাসিয়াছ?"

রেবা কোন উত্তর করিল না। তাহার মস্তক ভদ্রার স্কন্ধন্যস্ত হইল। এত দিন যে কথা প্রকাশ পায় নাই—মনেই বদ্ধ ছিল, আজ তাহা ব্যথার ব্যথী সখীর কথায় প্রকাশের সুযোগ পাইল। তাই রেবা কাঁদিতে লাগিল।

ভদ্রা বহুক্ষণ কিছু বলিল না; বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

এদিকে সূর্য্যরশ্মি মেঘে মিলাইবার উপক্রম হইল।

তখন ভদ্রা বলিল, "তুমি ভাবিও না। আমি ঠাকুরাণীকে এ কথা জানাইব। যদি অসম্ভব না হয়, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কেহই বিলম্ব করিবেন না।"

সহসা রেবা মুখ তুলিল,—তখনও তাহার গণ্ডে অশ্রুপাত-

চিহ্ন—নয়ন অশ্রু-সজল যেন রজনীতে ঝঞ্ঝাবাতের পর প্রভাতে তপনকিরণে প্রস্ফুটিত কুসুম মুখ তুলিয়া চাহিল।

ভদ্রা বলিল, "আমি আজই ঠাকুরাণীকে বলিব।"

রেবা উঠিয়া দাঁড়াইল—যেন ধূল্যবলুণ্ঠিতা ফণিনী সহস ফণা তুলিল। ব্যথিতা প্রেমিকামূর্ত্তি ঘুচিয়া গেল;—দর্পদর্পিত রাজপুতবালা সদর্পে বলিল, "না। কে সে সৈনিক? তাহা পরিচয় জানি না। অপরিচিত সৈনিকের জন্য আমি কি পিতার নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ককালিমা লেপন করিব?"

ভদ্রা বিস্মিতা হইল, বলিল, "এ কথা অপ্রকাশ রাখিলে যদি ঠাকুর নিহারণের সহিত তোমার বিবাহ স্থির করেন?"

রেবার চক্ষুর সম্মুখে সব অন্ধকার বোধ হইল; সে বসিয়া পড়িল। তাহার পর সে বলিল, "রাজপুতবালা মরিতে ভয় করে না। তাহার ভয় কলঙ্কে।"

ভদ্রা নীরবে ভাবিতে লাগিল।

যখন দুই সখীতে এইরূপ কথা হইতেছিল—তখন তাহাদের উদ্দিষ্ট সৈনিক তাহাদের নিকটেই ছিলেন। তাহারা দুইজন যে স্থানে বসিয়া ছিল—তাহার পশ্চাতে—অদূরে বৃতিকূলে একটি তরুণ তমাল ছায়া ও অন্তরাল রচনা করিতেছিল। সৈনিক তাহারই পশ্চাতে ছিলেন। তিনি আরও দুই দিন এই পথে গিয়াছিলেন; এই স্থানে বিশ্রামের বাসনা নিবৃত্ত করিয়াছেন। কিন্তু পতঙ্গ কতক্ষণ বহ্নির আকর্ষণ অতিক্র

করিতে পারে? আজ মৃগয়ার পর তিনি এই স্থানে বিশ্রাম করিতেছিলেন। অশ্ব কিছু দূরে এক বৃক্ষে বদ্ধ ছিল।

সৈনিক যাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই রেবা যখন আসিল, তখন একবার তাঁহার মনে হইল, এমন করিয়া চোরের মত ভদ্রনারীকে লক্ষ্য করা অশোভন। কিন্তু মন আপনাকে আপনি বুঝাইল, এখন কেমন করিয়া ফিরিব? অপরিচিতারা দেখিলে কি মনে করিবেন? এখন এই স্থানে অবস্থান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

তাই সৈনিক তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। রেবার কণ্ঠে পরিচিত সঙ্গীত শুনিয়া সৈনিকের নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল,—বিবাহ-বিষয়ে অজয় সিংহের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তাঁহার অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—রেবার কথায় তাঁহার হৃদয় বেগে আঘাত করিতেছিল। শেষে অবসর বুঝিয়া সৈনিক সখীদ্বয়ের অলক্ষিত অবস্থায় প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে অদূরবর্ত্তী রাজপথে অশ্বপদধ্বনি শুনিয়া সখীদ্বয় চাহিয়া দেখিলেন, সৈনিক যাইতেছেন।

ভদ্রা ও রেবা বিস্মিত নয়নে এ উহার দিকে চাহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অতিথি।

সৈনিক যুবক শক্ত সিংহের গৃহদ্বারে আসিয়া অশ্বকে স্থির করাইয়া অবতরণ করিলেন। গৃহস্বামী গৃহের সম্মুখে অলিন্দে বসিয়া ছিলেন! গৃহদ্বারে সৈনিককে উপস্থিত দেখিয়া তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

তিনি নিকটে আসিলে সৈনিক নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি এই পথে দূরে গিয়াছিলাম; অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি; আজ রাত্রির জন্য এই গ্রামে আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছি। আশ্রয়ের কোন স্থান পাইতে পারি কি?"

শক্ত সিংহ বলিলেন, "গৃহে অতিথি আসিলে আমরা তাহা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি। আমার গৃহে যখন আসিয়াছ, তখন অনুগ্রহ করিয়া আমার আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে।"

সৈনিক কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শক্ত সিংহ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "অতিথির অশ্ব অশ্বশালায় লইয়া যাও।"

পুত্র সৈনিকের হস্ত হইতে অশ্ববল্গা গ্রহণ করিল। শক্ত সিংহ অতিথিকে লইয়া গৃহে চলিলেন।

সন্ধ্যার পর শক্তসিংহ ও সৈনিক আসিয়া অলিন্দে উপবেশন করিলেন। শক্ত সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের শ্বশুর সেদিন বৈবাহিকের

গৃহে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও অলিন্দে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সৈনিকের পরিচয় লইতে লাগিলেন। সৈনিক বলিলেন, তিনি শতসেনার নায়ক।

সৈনিকের পরিচয় লইবার পর শক্ত সিংহের বৈবাহিক শক্ত সিংহকে বলিলেন, "তোমার রাজার সৈনিকে প্রয়োজন কি? রাজ্যরক্ষা ও প্রজারক্ষা ব্যতীত সৈনিক-পোষণের অন্য উদ্দেশ্য কেবল প্রজার রক্তশোষণ। তোমাদের রাজার সৈন্যপোষণে কেবল শেষোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।"

শুনিয়া সৈনিকের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অভ্যাসবশে অসির সন্ধান করিলেন।

শক্ত সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

বৈবাহিক বলিলেন, "তোমাদের রাজা কেবল মুসলমানের বিলাস-ব্যসনের অনুকরণ করিতেছেন। তিনি রাজপুতকলঙ্ক,—প্রজারক্ষায় তাঁহার মনোযোগ নাই।"

সৈনিকের ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই শক্ত সিংহ বলিলেন, "বৈবাহিক, তুমি পাঁচ বৎসর পরে আমার গৃহে পদধূলি দিতেছ। পাঁচ বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

বৈবাহিক বলিলেন, "আমি কিছুই শুনি নাই,—কিছুই দেখিতেছি না।"

"তুমি যে বনে বাস কর, সে বনে বুঝি মানুষের বাস নাই।

থাকিলে তুমি অবশ্যই রাজার সুখ্যাতির কথা শুনিতে পাইতে।"

"সত্য সত্যই কি তোমাদের রাজা প্রজারক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন।"

"তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সেই কার্য্যই করিতেছেন।"

এই কথা বলিয়া শক্ত সিংহ রাজার কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। চকে অগ্নিনির্ব্বাপণের কথা,—ব্যাধিতের গৃহে গমনের কথা,—নগরপালের শাস্তির কথা শক্ত সিংহ সব বলিতে লাগিলেন। সে সব কথা শেষ করিয়া শক্ত সিংহ বলিলেন, "এখন আমাদের রাজার মত রাজগুণে বিভূষিত রাজা রাজপুতানায় দুর্ল্লভ।"

তখন বৈবাহিক বলিলেন, "আমি এ সব কথা শুনিয়াছি; সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য ওরূপ কহিতেছিলাম।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "তোমাদের রাজার এই পরিবর্ত্তন অত্যন্ত সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুতের গৃহ আজ শতছিদ্র; তাহার এক ছিদ্র রুদ্ধ হইলেই বা কি হইবে?"

শক্ত সিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এই সময় একজন চারণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

শক্ত সিংহ তাহাকে সযত্নে বসাইলেন। তিনি চারণের গীত শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। রাজপুতের গৌরবগাথা কোন্ রাজপুতের শ্রুতিসুখকর নহে?

চারণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর শক্ত সিংহ তাহাকে গান করিতে অনুরোধ করিলেন। চারণ গাহিতে লাগিল। রাজপুতের গৌরবের গান গাহিতে গাহিতে চারণ যেন তন্ময় হইয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে উচ্ছ্বসিত—দ্বিধায় বিচলিত—ভীতিতে বিকম্পিত—ক্রোধে উচ্ছলিত—ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সে গান শ্রোতাদিগের হৃদয় স্পর্শ করিল; তথায় যেন তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। গাহিতে গাহিতে চারণের নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গীত অবসানে চারণ যেন শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। গৃহে নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সৈনিক চারণকে গীতের একটি পদের পুনরাবৃত্তি কবিতে বলিলেন।

চারণ কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

সৈনিক বলিলেন, তিনি গানটি শিখিবেন।

শক্ত সিংহের বৈবাহিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে একটি মাত্র পদের আবৃত্তি করিতে বলিতেছ কেন?"

সৈনিক বলিলেন, "আর সমস্ত পদ আমার শিখা হইয়াছে।"

চারণ বিস্ময় প্রকাশ করিল।

তখন সৈনিক গানের আর সমস্ত পদের আবৃত্তি করিলেন।

শক্ত সিংহের বৈবাহিক বলিলেন, "তুমি কি শ্রুতিধর?"

সৈনিক বলিলেন, "আমি গান ভালবাসি। গান সহজেই আমার স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া যায়।"

শক্ত সিংহ বলিলেন, "যখন গীতে তোমার এমন আসক্তি তখন তুমি গাহিতে পার। আমাদিগকে একটি গান শুনাও।"

সৈনিক বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমার কণ্ঠ কর্কশ,—আমার গান আপনাদের শ্রবণযোগ্য নহে।"

কিন্তু চারণ ও শক্ত সিংহের বৈবাহিক উভয়েই সৈনিককে গাহিতে অনুরোধ করিলেন। শেষে শক্ত সিংহও সেই অনুরোধে যোগ দিলেন।

তখন সৈনিক অনন্যোপায় হইয়া গাহিতে স্বীকৃত হইলেন।

সৈনিক একটি বাদ্যযন্ত্র যাচ্ঞা করিলেন। "কক্ষমধ্যে একটি বীণা আছে; আনিয়া দিতেছি," বলিয়া শক্ত সিংহ উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। সৈনিক ব্যস্ত হইয়া স্বয়ং তাহা আনিতে গমন করিলেন।

সৈনিক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেই কে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। সৈনিক তাহার বসনাগ্রমাত্র দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সে বসনাগ্রও যে তাঁহার পরিচিত! তিনি বুঝিলেন, রেবা সেই কক্ষে ছিল।

সৈনিক বীণা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি অল্পক্ষণ-মধ্যেই বীণায় সুর বাঁধিয়া লইলেন, তাহার পর কয়বার তারে ঝঙ্কার দিয়া গান আরম্ভ করিলেন। সে সঙ্গীত যেন উচ্ছ্বসিত

হইয়া বাহির হইতে লাগিল,—সে যেন সৈনিকের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে প্রবাহিত স্বরলহরী ঃ—

কুসুম-কাননে হেরেছিনু তা'রে
কুসুমের মাঝে কুসুমরাণী ;
নয়ন-আলোকে বিজলী ঝলকে,
ভ্রমরগুঞ্জন অমিয়-বাণী।
সে অবধি মোর মরু এ জীবনে
সুখের নিঝরে অমৃত ঝরে ;
পোহায় আঁধার অমানিশা ঘোর
তরুণ-অরুণ মধুর করে।
সঁপেছি হৃদয় চরণে তাহার,
দেখিবে কি তা'র নলিন আঁখি,
করুণা-কোমল সুখ-সিঞ্চিত
প্রেমের আকুল পুলক মাখি' ?

যুবক নীরব হইলেন। সুমধুর স্বরলহরী যেন ধীরে ধীরে গৃহসংলগ্ন কুসুমকাননে মিলাইয়া গেল। যুবক গীতবিদ্যা বিশারদ বটে।

শক্ত সিংহ বলিলেন, "তুমি বলিতেছিলে, তোমার কণ্ঠ কর্কশ !"

শক্ত সিংহের বৈবাহিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গান কাহার রচনা ?"

সৈনিক উত্তর করিলেন, "রাজভ্রাতা অজয় সিংহের।"

শক্ত সিংহের বৈবাহিক শক্ত সিংহকে বলিলেন, "বৈবাহিক, তুমি বলিতেছিলে, এখন তোমাদের রাজার মত রাজগুণে বিভূষিত রাজা রাজপুতানায় দুর্লভ। কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তন হইলেও তাঁহার দুষ্ট আদর্শের প্রভাব আজও দূর হয় নাই।"

শক্ত সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"রাজভ্রাতা কোমল মধুর প্রেমগীত রচনা করিতেছেন, আর সৈনিক যুদ্ধ না করিয়া সেই গীত গাহিতেছে।"

এই কথা শুনিয়া সৈনিকের নয়নে যেন রোষদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। প্রেমিক কবি অপমানিত সৈনিকরূপে দেখা দিল। তিনি আবার বীণা তুলিয়া লইলেন—তারে ঝঙ্কার দিলেন। এবার আর সুর করুণ—কোমল—মধুর নহে; এবার সুর ধীর—গম্ভীর—উদাত্ত, যেন বীণার অপমানিত হৃদয় প্রতিহিংসা-প্রদীপ্ত হইয়াছে। তাহার পর সৈনিকের কণ্ঠ বীণার সুরে সুর মিশাইল। সৈনিক গাহিতে লাগিলেন :—

কে চাহ জীবন? এস মোর সাথে;
তূণীরে সাজাও বাণ।
বাঁচিয়া কে চাহে মরিয়া থাকিতে?
লহ অসি খরশান।

অপমান-নত ও শির তোমার
গর্ব্বে দাঁড়াও তুলি' ;
শত্রুশোণিতে প্রক্ষালি' ফেল
লুণ্ঠিত-লাজ-ধূলি।
স্মর, হৃত তব পূর্ব্বগৌরব,
স্মর, বীর বীরাঙ্গনা।
ভীরু, তব দেহে বহে না কি আর
তাঁদের রুধির-কণা ?
গৌরব-তরে কে ডরে সমরে.
ঢালিতে শোণিত ধার ?
ভীরুজন মরে শত শত বার,
বীর মরে একবার।

সে গীত যেন গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিল। কিছুক্ষণ সকলে নীরব— মন্ত্রমুগ্ধবৎ রহিলেন।

তাহার পর শক্ত সিংহের বৈবাহিক জিজ্ঞাসা করিলেন "এ গীত কাহার রচনা ?"

সৈনিক বলিলেন, "রাজভ্রাতা অজয় সিংহের। প্রেম কেবল কুসুমকাননে কিশলয়শয়নে সুখসহচর নহে। প্রেম বীরের হৃদয়ে শক্তি—বাহুতে বল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবক-যুবতী।

সৈনিক পরদিবস প্রত্যুষে যাত্রা করিবেন বলিয়া গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি অশ্বশালায় গমন করিলেন। তাঁহার অশ্ব প্রভুর পদশব্দ শুনিয়া আনন্দে হ্রেষারব করিয়া উঠিল। সৈনিক তাহার গ্রীবায় করতল সংস্থাপিত করিয়া তাহাকে আদর কবিলেন; অশ্ব সম্মুখের পদে ভূমি খননের চেষ্টা করিতে লাগিল।

অশ্ব সজ্জিত করিয়া গৃহে ত্যাগ করিবার সময় সৈনিক দেখিলেন, গৃহস্বামী দ্বারে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সৈনিক তাঁহার নিকট আবার বিদায় লইয়া অশ্বারোহণ করিলেন। অশ্ব রাজধানীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

গ্রামের ও রাজধানীর মধ্যে একটি বৃহৎ প্রান্তর ব্যবধান। রাজপথ সেই প্রান্তরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে অশ্ব গ্রাম অতিক্রান্ত করিয়া প্রান্তরে উপনীত হইল। তখন কেবল দিবালোক ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বসূচনা হইতেছে। পথের দুই পার্শ্বে তরুশ্রেণী। মধ্যে মধ্যে দুই পার্শ্বের বৃক্ষে বদ্ধ ঊর্ণনাভের বিস্তৃত জাল—রজনীমধ্যে রচিত; তাহাতে শিশির-বিন্দু বদ্ধ হইয়া আছে। জাল অশ্বারোহীর উষ্ণীষে ও মস্তকে

বাধিতে লাগিল—জড়াইয়া যাইতে লাগিল। দুই পার্শ্বে বৃক্ষে নীড়ে সুপ্ত বিহগগণ জাগিয়া বিরাব করিতে লাগিল। প্রকৃতির মূর্ত্তি স্নিগ্ধ—শান্ত। তখনও প্রান্তর-দৃশ্যে রজনীর স্নিগ্ধ প্রশান্তি-চিহ্ন বিদ্যমান। তখনও প্রান্তরে লোক দেখা দেয় নাই,—পথ জনশূন্য। সেই পথে অশ্বচালনা করিয়া সৈনিক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিশায় উরগ পথ পার হইয়া গিয়াছে;—ধূলির উপর তাহার গমনচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিহগ আহার সন্ধানে ফিরিয়া ধূলির উপর চরণ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগন রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তাহার পর সে রক্তাভা গাঢ় হইতে ফিকা হইয়া আসিল;—সূর্য্যোদয় হইল।

সৈনিক প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের দিকে তাঁহার মনোযোগ ছিল না। তিনি হৃদয়মধ্যে অন্যবিধ সৌন্দর্য্যের চিন্তায় বিভোর ছিলেন।

সৈনিক গত রজনীতে কথায় কথায় অবগত হইয়াছিলেন, শক্ত সিংহ দুহিতা রেবার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার তিন পুত্র—এক কন্যা; কন্যা বড় আদরের। তিনি কন্যার বিবাহের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছেন; কিন্তু মনোমত পাত্র পাইয়া উঠিতেছেন না। তিনি স্থির করিয়াছেন, কন্যার

বিবাহ দিয়া কোন তীর্থে যাইয়া ধর্ম্মালোচনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু কন্যার বিবাহ না দিয়া তিনি বাহিরে যাইতে পারিতেছেন না।

সৈনিক যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই ভাবনা বাড়িতে লাগিল,—চিত্ত ততই চঞ্চল হইতে লাগিল। সৈনিক মনে করিতেছিলেন, এই রমণীরত্ন লাভ ব্যতীত জীবন ব্যর্থ হইবে তাঁহার হৃদয়ের সকল বাসনা সেই একই কামনায় পর্য্যবসিত হইতেছিল। সৈনিক ভাবিতে ভাবিতে একান্ত অন্যমনস্ক ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন।

সহসা সৈনিকের সুশিক্ষিত অশ্বের দ্রুত গতি মন্দীভূত হইল। অশ্বের গতিপরিবর্ত্তনে সৈনিক যেন চমকিয়া উঠি-লেন। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অশ্ব প্রান্তর নগরোপকণ্ঠ অতিক্রান্ত করিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছে। পথ অল্প জনশূন্য নহে; তাই অশ্ব মন্দ গমনে অগ্রসর হইতেছে সৈনিক দেখিলেন, নাগরিকগণ কেহ কেহ তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে। তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া নগরের পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে সৈনিক গৃহে আতিথ্য-স্বীকার করা অবধি ভদ্রা আর বিশ্রাম ছিল না। সে কেবল সৈনিককে লক্ষ্য করিতেছিল। রেবার ভাব লক্ষ্য করিয়া সে কেবল কিসে সৈনিকে সহিত তাহার বিবাহ সম্ভব হইবে, তাহাই ভাবিতেছিল।

শক্ত সিংহের বৈবাহিক যখন সৈনিকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তখন ভদ্রা দ্বারান্তরাল হইতে শুনিতেছিল। পরদিন প্রভাতে সে পুরোহিতের গৃহে গমন করিল। পুরোহিতের কন্যা তাহার সমবয়স্কা, উভয়ে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও ছিল। সে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট যাইত। আজ কথায় কথায় সে রেবার কথা উত্থাপিত করিল; বলিল, শক্ত সিংহ তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া পুরোহিতপত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুপাত্রের সন্ধান পাইয়াছেন কি?"

তখন ভদ্রা বলিল, "একটি সম্বন্ধ উপস্থিত। কিন্তু তথায় বিবাহ হইতে পারে কি না, জানা হয় নাই।" এই কথা বলিয়া সে সৈনিক আপনার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই পরিচয়ের কথা বলিল।

শুনিয়া পুরোহিতকন্যা বলিলেন, "সেজন্য চিন্তা কি? বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে।"

ভদ্রা এই জন্যই আসিয়াছিল। সে বলিল, "বটেই ত।"

পুরোহিতকন্যা ভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া পিতার নিকট গমন করিলেন। পুরোহিত তখন 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ করিতেছিলেন।

কন্যা পিতাকে বলিলেন, "বাবা, ভদ্রা তোমার কাছে আসিয়াছে।"

পুরোহিত মুখ তুলিলেন। ভদ্রা তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

ভদ্রা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কন্যা পিতাকে বলিলেন, "এক স্থান হইতে রেবার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে। সে স্থানে বিবাহ হইতে পারে কি না, ভদ্রা তাহাই জানিতে আসিয়াছে।"

তখন ভদ্রা সৈনিক আপনার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, পাত্রের সেই পরিচয় দিল।

পুরোহিত মনোযোগসহকারে ভদ্রার কথা শুনিলেন।

অল্পক্ষণ বিবেচনার পর তিনি বলিলেন, "এ সম্বন্ধ অতি উত্তম। অন্য বিষয়ে অভিপ্রেত হইলে এ পাত্রে কন্যাসমর্পণ বাঞ্ছনীয়।"

তাহার পর পুরোহিত শক্ত সিংহের ভবনে সকলের কুশল-জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন, "অদ্য ও কল্য দুই দিন আমি ব্যস্ত আছি। পরে যাইয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব। তুমি এ সম্বন্ধে আমার মত সকলকে জানাইও।"

পুরোহিতকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া ভদ্রা বিদায় লইল।

কিন্তু ভদ্রা তখনই গৃহে ফিরিতে পারিল না। পুরোহিত-কন্যা নানা কথায় তাহাকে আবদ্ধ রাখিলেন। ভদ্রা তখন গৃহে ফিরিতে বড় ব্যস্ত। তাহার মনের উল্লাসে যাহার উল্লাস, তাহাকে এ সংবাদ না দিয়া কি থাকা যায়?

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রা গৃহে ফিরিল; ফিরিয়াই সে রেবাকে বলিল, "আজ সুসংবাদ আনিয়াছি।"

রেবা চাহিয়া দেখিল, ভদ্রার মুখে ও চক্ষুতে আনন্দ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সে বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

ভদ্রা বলিল, "আমি পুরোহিত মহাশয়ের গৃহ হইতে আসিতেছি।"

রেবা অধিকতর বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"সৈনিকের পরিচয় দিয়া—সৈনিক তোমার যোগ্য পাত্র কি না, তাহাই জানিতে গিয়াছিলাম।"

বলিয়া ভদ্রা হাসিতে লাগিল। রেবা তাহার ভাব দেখিয়া পুরোহিতের মত উপলব্ধি করিল বটে, কিন্তু সন্দেহ মিটিল না। আবার মুখ ফুটিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা করে।

ভদ্রা তাহা বুঝিল, বলিল, "সংবাদ ভাল। তিনি বলিলেন এ সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয়।"

রেবা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

ভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "শুভ সংবাদে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলে যে?"

রেবা বলিল, "তুমি ত ব্যবস্থা আনিলে তাহার পর?"

"সে জন্য তোমায় ভাবিতে হইবে না। ব্যবস্থা আনিবার

পূর্ব্বেও যে সব করিয়াছে, পরেও সে-ই সব করিবে।"

এই কথা বলিয়াই ভদ্রা চলিয়া গেল; রেবা ডাকিল—, সে ফিরিল না।

রেবার জননী রন্ধনশালায় রন্ধনে ব্যাপৃতা ছিলেন। ভদ্রা সোৎসাহে তাঁহার কার্য্যে সহকারিতা করিতে লাগিল। সে সেই সময় কায করিতে করিতে সৈনিকের সহিত রেবার বিবাহের প্রস্তাব করিল। রেবার জননী প্রথমে তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। তখন কথায় কথায় সে রেবার অভিপ্রায়ের আভাস দিল। জননীর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট; তিনি তখনই মনে করিলেন, যেরূপেই হউক, এ বিবাহের সংঘটন করিতে হইবে। কন্যার সুখের অপেক্ষা আর কিছুই বড় নহে।

সেই দিন মধ্যাহ্নে আহারের পর শক্ত সিংহ যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন রেবার জননী তাঁহার নিকট এই প্রস্তাবের উত্থাপন করিলেন।

শক্ত সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ? কে সে সৈনিক? তাহার পরিচয় কে জানে?"

রেবার জননী বলিলেন, "সে ত আত্মপরিচয় দিয়াছে। সে ত শ্লাঘনীয় পাত্র।"

শক্ত সিংহ বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন, বলিলেন, "সে ত কেবল বংশপরিচয়। অন্য পরিচয় কে জানে? সৈনিক বালক নহে; কন্যা কি সপত্নী-সম্ভাষণে যাইবে?"

এ কথা ত কাহারও মনে হয় নাই! রেবার জননী নির্ব্বাক্ হইলেন। ভদ্রা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে ছিল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে যেন দিবসের আলোক নিবিয়া গেল।

তখন—কিছুক্ষণ চিন্তার পর—রেবার জননী ভদ্রার নিকট রেবার অভিপ্রায়ের কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন।

শক্ত সিংহ শয়ান ছিলেন; উঠিয়া বসিলেন। ইহাই আদরের কন্যার অভিপ্রায়? তিনি ভাবিতে লাগিলেন। যেন বিষম চিন্তায় তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি বলিলেন, "তবে আমি সব সন্ধান লইব। রেবা যদি পতিপ্রেমে আবশ্যক হইলে সব দুঃখ ভুলিতে পারে, তবেই ভাল।"

সে সন্ধানের জন্য শক্ত সিংহকে অধিক পরিশ্রম ক[illegible] হইল না। তিন দিন পরে সৈনিক আবার তাঁহার [illegible] উপস্থিত হইলেন। এ তিন দিন সৈনিক মন সংযত ক[illegible] পারেন নাই,—কেবল আশঙ্কা-সহচর চিন্তায় চঞ্চল হইয়া[illegible] তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আজ শক্ত সি[illegible] নিকট কন্যাকর প্রার্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আ[illegible] ছিলেন। তিনিও জানিয়াছিলেন, শক্ত সিংহের ক[illegible] বিবাহ সামাজিক হিসাবে তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে।

শক্ত সিংহ বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন; তাহার পর আবশ্যক কথা জানিবার জন্য তাঁহার

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সৈনিক পূর্ব্ববারের মত আত্ম-পরিচয় দিলেন। তাহার পর শক্ত সিংহ তাঁহার সন্তানদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সৈনিক বলিলেন, "আমার কোন সন্তান নাই।"

"আজও সন্তান জন্মে নাই?"

"আমি অকৃতদার।"

"বিবাহে কি কোন বাধা আছে?"

"না।"

"তবে বিবাহ কর নাই কেন?"

"উপযুক্ত পাত্রীর অভাব। আমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত; আমার সন্ধানের সময় নাই।"

"উপযুক্ত পাত্রী পাইলে কি তুমি বিবাহ করিবে?"

সৈনিক লজ্জা-নম্র ভাবে সম্মতি জানাইলেন।

তখন শক্ত সিংহ আপনার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

সৈনিক যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুই ভ্রাতা।

রজনী কেবল পোহাইয়াছে;—পশ্চিম গগনে হৃতকিরণ চন্দ্রের শ্বেত গোলক ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতেছে। রাজা একাকী অশ্বপৃষ্ঠে যাইতেছিলেন। গত রজনীতে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে অনতিবেগে ঝড়ও বাহিয়া গিয়াছে। পার্ব্বতীর সঙ্কল্পিত অনাথ-আশ্রম নির্ম্মিত হইতেছিল। ঝড়বৃষ্টিতে তাহার কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না, রাজা তাহাই দেখিতে যাইতেছিলেন।

আজ পবন ধৌতধূলি—সুখস্পর্শ। পথিপার্শ্বে তরুরা পত্র হইতে সঞ্চিত ধূলি ধৌত হইয়া গিয়াছে—তাহাদের ি শ্যামবর্ণ দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে গৃহগুলি ধূলিধূসর—ি দেখাইতেছিল, আজ তাহাদের মূর্ত্তি স্নিগ্ধ ও সুন্দর।

প্রকৃতির স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে রাজা অগ্রসর হই ছিলেন। তিনি যখন নগর ছাড়াইয়া নগরোপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন, তখন অদূরে অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তি সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অজয় সিংহ আসিতেছেন। তিনি অশ্ব নিশ্চল করাইলেন।

দেখিতে দেখিতে অজয় সিংহ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন,—সম্মুখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিয়া বিস্মিত ও সঙ্কুচিত হইলেন।

রাজা স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজয়, প্রত্যূষে কোথায় গিয়াছিলে?"

অজয় সিংহের উত্তর দিতে সামান্য বিলম্ব হইল। সেই অত্যল্পকালমধ্যে তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রবল ঝটিকা বহিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, ভ্রমণে গিয়াছিলেন বলিলে জ্যেষ্ঠ আর প্রশ্ন করিবেন না। কিন্তু তিনি অসত্য বলিবেন কি? জ্যেষ্ঠের নিকট মিথ্যা কহিতে অজয় সিংহের প্রবৃত্তি হইল না। মিথ্যা ভীরুর যত সহজে আইসে, বীরের তত সহজে আইসে না। তিনি বলিলেন, "গত রাত্রিতে প্রাসাদে ফিরিতে পারি নাই।"

রাজা বলিলেন, "রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; কোথায় আশ্রয় লইয়াছিলে?"

অজয় সিংহ প্রান্তরের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ প্রান্তরের পরপারস্থ গ্রামে শক্ত সিংহ নামক একজন গৃহস্থের গৃহে।"

"প্রাসাদে যাও", বলিয়া রাজা অশ্বচালনা করিলেন।

অজয় সিংহ প্রাসাদাভিমুখগামী হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, অল্পদিনের ব্যবধানে তিন রাত্রি প্রাসাদ হইতে তাঁহার অনুপস্থিতির কথা রাজা অবগত ছিলেন।

রাজা কি ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার

কথার উত্তর দিতে অজয় সিংহের ক্ষণস্থায়ী সঙ্কোচ তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

দেখিতে দেখিতে রাজার অশ্ব অনাথ-আশ্রমের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; রাজা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া চারিদিক্ পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত হইলেন। একজন ভৃত্য আসিয়া অশ্বটিকে লইয়া গেল।

যে স্থানে নগরোপকণ্ঠের সীমায় খরস্রোতা তরঙ্গিণী গর্ভস্থ শিলায় শিলায় আঘাত করিয়া ফেনময় কলহাস্যে বহিয়া যাইতেছে, সেই স্থানে শিলাসঙ্কুল মনোরম স্থান বাছিয়া যুবরাজ অবস্থায় রাজা বিরাম-বাটিকা রচনার উদ্যোগ ও আয়োজন করিয়াছিলেন। গৃহের ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন হয়, যেন আর কে কার্য্যেই তাঁহার আকর্ষণ ছিল না। লোকে তাঁহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইল; কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃ কারণ জানিত না।

গৃহনির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত রহিল—প্রাচীরের প্রস্তরখণ্ড,—কারুকার্য্য-বহুল কার্নিস,—ক্ষোদিত স্তম্ভ,—সব পড়িয়া রহিল; অর্দ্ধগঠিত ভিত্তির উপর তৃণ জন্মিতে লাগিল-উপাদানসমূহ লতাগুল্মে আবৃত হইয়া গেল। লোক সে লতাগুল্মবন দেখাইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিত—"এই রাজার বিরাম-বাটিকা।"

রাজা যখন পার্ব্বতীর নিকট অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তখন প্রথমেই এই স্থানের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। এই স্থানের কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। এই বিরাম-বটিকা-নির্ম্মাণ-কল্পনা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া—অনেক ভাঙ্গা গড়ার পর গৃহের ও গৃহবেষ্টন উদ্যানের আদর্শ স্থির করিয়াছিলেন। সে গৃহ ও সে উদ্যান কল্পনানুযায়ী সুন্দর করিতে তিনি কোন বিষয়ে ব্যয়কুণ্ঠ হয়েন নাই। ভাস্করকীর্ত্তি নিকষস্তম্ভ, নানা-বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তর—কারুকার্য্যকমনীয় শিলাখণ্ড—সবই সংগৃহীত হইয়াছিল। উদ্যানের জন্য বহুবিধ তরু, লতা ও পক্ষী সংগ্রহ করিতে লোক বাহির হইয়াছিল। জলাশয়খননকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। যুবরাজের ইচ্ছা ছিল, রাজকার্য্যের পরিশ্রম ও রাজধানীর কোলাহল হইতে মধ্যে মধ্যে অবসর লইয়া এই বিরামবাটিকায় বিশ্রাম-ভোগ করিবেন; পত্নীর সাহচর্য্যে—প্রেমচর্চ্চায় সুখলাভ করিবেন। সেই বাসনার উত্তেজনায় তিনি আপনার অনিন্দ্য সুন্দরী পত্নীর উপযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন।

এই সময় পত্নীর ব্যবহারে যুবকের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার ঊর্দ্ধগামী বাসনা ধূলায় লুটাইল; কঠোর বাস্তবের চাপে কোমল কল্পনা নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। যুবরাজ প্রতিদিন দুই তিনবার বিরামবাটিকার নির্ম্মাণ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে

যাইতেন। সেই গৃহের কল্পনা যেন তাঁহাকে ফণিনীর দৃঢ় পাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। এক দিন তিনি আর সেদিকে গমন করিলেন না; সকলে ভাবিল, তিনি হয় ত অসুস্থ—নহে ত কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। যুবরাজ আর সে দিকে গমন করিলেন না,—সে গৃহের সংবাদও লইলেন না।

কয় দিন পরে স্থপতি কয়টি বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইল। শুনিয়া তিনি যেন বিরক্ত হইলেন। শেষে সে আসিয়া কয়টি বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, "গৃহনির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ রাখ।"

স্থপতি বিস্মিত ও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

সেই দিন যুবরাজ আদেশ প্রচার করিলেন, বিরাম-বাটিকার নির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ থাকিবে। যাহারা সেই সুখকল্পনার সাফল্য-চেষ্টায় দিকে দিকে গিয়াছিল—তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে লোক প্রেরিত হইল।

লোক বলাবলি করিতে লাগিল, রাজারাজড়ার খেয়াল—এই আছে, এই নাই। যাহাদের অবসর অনন্ত, অর্থ অজস্র, [illegible] অসাধারণ, তাহাদের কল্পনাও উদ্দাম—চিত্তও চঞ্চল।

যুবরাজের কর্ণেও সে সকল কথা উঠিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। হায়—তাঁহার দুঃখ কে বুঝিবে, তাঁহার হতাশার—মর্ম্মবেদনার অংশ কে লইবে? তাঁহার এ অরুন্তুদ বেদনা

জুড়াইবার স্থান নাই। এ বেদনার কথা তিনি কাহাকে বলিবেন? কে এই মরুভূমিতে স্নিগ্ধ সরসতার সঞ্চার করিতে সমর্থ? তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ জ্বালা জুড়াইবার নহে—এ বেদনার ঔষধ নাই। সম্মুখে যদি আলোকলাভের আশা থাকে, তবে মানুষ সেই আশায় দূর পথ অন্ধকারে অতিবাহিত করিতে পারে। কিন্তু যাহার সে আশা নাই,—যাহার সম্মুখে—নিকটে ও দূরে কেবল অন্ধকার সে কোন্ আশায় সেই চতুর্দ্দিকব্যাপী অন্ধকারে পথ অতিক্রান্ত করিবে? কিন্তু তাঁহাকে ত তাহাই করিতে হইতেছিল! সে চিন্তাও কি বেদনার কারণ!

রাজপুত্রের কর্ত্তব্যের অন্ত নাই। লোক দেখে, তাঁহার কায নাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অবসরও নাই। লোক-সংসর্গ যখন ক্লেশের কারণ—আহত আশা যখন নির্জ্জনে-গোপনে নয়ন-ধারায় কিছু শান্তি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয় তখনও তাঁহার সকল কার্য্যেই লোক-সমাগম-বাহুল্য তাঁহাকে পীড়িত করে। সে সময় তাঁহার মনে হইত,—অতি দীন দুঃখীও তাঁহার অপেক্ষা সুখী,—সে নির্জ্জনে শান্তি লাভের চেষ্টা করিতে পারে, সে আপনি আপনার কার্য্যের নিয়ন্তা।

বিশ্রাম-বাটিকার নির্ম্মাণ-কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু সে ব্যথা রাজা ভুলিতে পারেন নাই। যে কণ্টক অহরহঃ বক্ষ ক্ষতবিক্ষত করে তাহাকে বিস্মৃত হওয়া কি সম্ভব? তাই সে

দিন প্রথমেই তাঁহার সেই অসমাপ্ত কল্পনার কথা রাজার মনে হইয়াছিল।

এখন রাজাদেশে আবার সেই অসমাপ্ত কার্য্যের সমাপ্তির চেষ্টা হইতেছে। লতাগুল্মবন পরিষ্কৃত হইয়াছে; শৈবাল-সমাচ্ছন্ন স্তম্ভ—বালুকাবৃত মর্ম্মর—মৃত্তিকামলিন শিখাখণ্ড বাহির হইয়াছে। আবার শ্রমজীবিগণের কলরবে—যন্ত্রাদির শব্দে সেই স্থান মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে—জলাশয় খনিত হইতেছে—উদ্যান রচিত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে রাজা আবার তেমনই যত্নে কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

উদ্যানের এক পার্শ্বে—তরুরাজির শ্যাম পল্লবের অন্তরালে রুগ্ন, ব্যাধিত, অনাথদিগের জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। আর পুরাতন ভিত্তির উপর সেই কল্পিত আদর্শে আশ্রমবাসিনীর বাস-গৃহ রচিত হইতেছে।

আশ্রমবাসিনীর জন্য সেরূপ গৃহের প্রয়োজন কি? লোক বলাবলি করিতে লাগিল, রাজা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন না। তিনি আপনার সে কল্পনা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—তাহাই সফল করিতেছেন।

সত্য সত্যই রাজা অসীম যত্নে গৃহ-রচনা-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। যে কল্পনা যৌবনে একবার তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল,—প্রৌঢ়ে যেন সেই কল্পনা আবার তাঁহাকে

তেমনই ভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন আর তাঁহার পূর্ব্বের মত অবসর নাই; তিনি রাজকার্য্যে ব্যস্ত। তথাপি তিনি গৃহ-পর্য্যবেক্ষণের সময় করিয়া লয়েন। যাহার কার্য যত অধিক, সে ইচ্ছা করিলে তত অধিক কার্য্যের অবসর করিয়া লইতে পারে। বিশেষ সে সকল কার্য্যে যদি তাহার সত্য সত্যই অনুরাগ থাকে, তবে কখন তাহার অবসরের অভাব হয় না।

আজ রাজা যে সময় পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে আসিয়াছিলেন, সে সময় শ্রমজীবীরা কার্য্য আরম্ভ করে নাই; চারিদিক নিস্তব্ধ—কেবল বৃক্ষশাখায় বিহগকূজন—কেবল অদূরবর্ত্তী তটিনীর কলকল ধ্বনি।

রাজা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি তটিনীতীরবর্ত্তী উদ্যানসীমায় উপনীত হইলেন। সেই স্থানে এক বৃহৎ শিলাখণ্ড নিপতিত ছিল। কোন্ দূর অতীত কালে কোন্ তুষারবাহ এই শিলা দৈত্যকে বহন করিয়া আনিয়াছিল? তখন আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর রূপ কিরূপ ছিল? তখনও ভূমি নরবাসের যোগ্য নহে। তখন এ ভূমি কোন জাতীয় জীব কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল—তাহা কে বলিতে পারে? এই শিলাখণ্ড সেই অতীত যুগের নিদর্শন।

রাজা সেই শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন। সম্মুখে নদী—তাহার পরপারে উচ্চাবচ ভূমি ক্রমে দূরে চক্রবালে বিলীন

হইয়াছে। রাজা সেই শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন; নির্জ্জনে পূর্ব্বকথা ভাবিতে লাগিলেন। এই গৃহ-নির্ম্মাণ-কল্পনার সঙ্গে তাঁহার জীবনের ইতিহাস কি ভাবে বিজড়িত! মানুষের জীবন কি কেবল হতাশার ভারমাত্র?

রাজা ভাবিতে লাগিলেন,—এই বিশ্রাম-বটিকা এত দিন তাঁহারই প্রেমসুখকল্পনার মত অসমাপ্ত—অব্যবহৃত উপাদানের সমষ্টিমাত্র ছিল। আজ সে গৃহ সম্পূর্ণ হইতেছে। আর তাঁহার সেই প্রেমসুখকল্পনা!—

রাজা আপনার হৃদয়ের দিকে চাহিলেন; চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন—এ কি? তিনি ভীতি-তাড়িত জনের মত সত্বর সে স্থান হইতে আসিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন; দ্রুত অশ্ব-চালনা করিয়া প্রাসাদে ফিরিলেন।

সেই দিন রাজা মন্ত্রীকে অজয় সিংহের প্রাসাদে অনুপস্থিতির কথা বলিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, রাজভ্রাতার মৃগয়াপ্রিয়তা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "বহুদিন অতিক্রান্ত-যৌবন হইয়া আপনি যুবক চরিত্রের অভিজ্ঞতার বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন। মৃগয়াপ্রিয়তায় মানুষকে নিত্য এক পথে লয় না—নহিলে কি প্রতি দিনই মৃগয়া করিতে রাত্রি হইয়া যায়?"

তাহার পর রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে কি পরামর্শ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দম্পতী।

রজনীর দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। ত্রয়োদশীর অসম্পূর্ণ চন্দ্রগোলক গগনে সমুদিত। চন্দ্রকে বেষ্টিত করিয়া অগণিত তারকা মেঘহীন গগনে প্রদীপ্ত।

শক্ত সিংহের গৃহ সুপ্তিশান্ত। নিদ্রিত গৃহের উপর চন্দ্রকর লুটাইয়া পড়িয়াছে। গৃহসংলগ্ন উদ্যানে রজনীগন্ধার ও বেলার বিকশিত শ্বেত শোভা হরিতের রাজ্যে বৈচিত্র্য দান করিতেছে। পবনে ঘন সৌরভ যেন পবনকে ভারাক্রান্ত—অলস করিয়া তুলিয়াছে। দিবসের দারুণ তাপের হ্রাস হইয়াছে।

গৃহের পার্শ্বস্থ একটি দ্বার উন্মুক্ত হইল। কক্ষ হইতে দুইজন লোক নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানে উপনীত হইলেন। উভয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুইজনের মুখে চন্দ্রকর পতিত হইল ;—একজন সৈনিক যুবক—আর একজন রেবা। সৈনিকের বাহু রেবার ক্ষীণ মধ্যদেশ বেষ্টিত করিয়া আছে ; উভয়েই যেন একই স্বপ্নে বিভোর।

রেবার নয়নে যে প্রেমদীপ্তি তাহার তুলনায় আলোকসম্পাত-সমুদ্ভূত হীরকের দীপ্ত দীপ্তি তুচ্ছ। রেবা অনিমেষ নয়নে বাঞ্ছিতের মুখপানে চাহিয়া ছিল। তাহার হৃদয় ঐ গগনেরই

মত দীপ্তদীপ্তিসমুজ্জ্বল। তথায় মেঘান্ধকারলেশ নাই। সে বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়াছে, তাই সে আপনাকে সকল সুখে সুখী মনে করিতেছে। প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকাকে আপনার সুখে সম্পূর্ণ সুখী করে—ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম।

দুই জনেরই মুখ প্রফুল্ল—যেন আনন্দ উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেছে।

দুই জনে আসিয়া উদ্যান-সীমায় সেই শিলাখণ্ডের উপর বসিলেন। সৈনিক বলিলেন, "এই স্থানে আমাদের প্রথম পরিচয়।"

রেবা বলিল, "সেই প্রথম পরিচয় হইতে এ স্থান আমার নিকট পুণ্য তীর্থ।"

"সে কথা আমার পক্ষেই সত্য। আমি এই পুণ্যতীর্থে জীবনসাধনধন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।"

"ও কথা বলিয়া আমাকে লজ্জা দিও না। তোমার জন্য কত নারী যুগে যুগে সাধনা করিতে উৎসুক হইবে।"

সৈনিক হাসিয়া রেবার ফুল্ল অধরে আবেগভরা চুম্বন দান করিলেন,—বলিলেন, "তবে বলিতে হয়, আমি এই স্থানে চোরের মত অমূল্য রত্ন চুরি করিয়াছি।"

"ছিঃ! আমার হৃদয় কি অমূল্য রত্ন? তুমি সেই অসার বস্তু গ্রহণ করিয়াই তাহাকে ধন্য করিয়াছ।"

রেবা দুই বাহু দিয়া সৈনিকের গলদেশ বেষ্টিত করিয়া

ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত আননে—মুগ্ধ নয়নে সৈনিককে দেখিতে লাগিল; তাহার পিপাসিত দৃষ্টি যেন অমৃতপানে তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল।

সৈনিক তাঁহার নিকট সকল সৌন্দর্য্যের সার সেই কনক-কমলকান্তি আনন চুম্বন করিলেন। রেবার তৃষিত অধর সৈনিকের অধর স্পর্শ করিল,—সে যেন দীর্ঘ চুম্বনে প্রেমসুখ-তৃষ্ণা মিটাইয়া লইল।

যুবক রেবাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কালিদাস কখনও রেবা দেখেন নাই।"

রেবা সহসা এই প্রসঙ্গে বিস্মিতা হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"দেখিলে তিনি রেবার অন্যরূপ বর্ণনা করিতেন।"

রেবা তখনও কিছু বুঝিতে পারিল না; বরং তাহার বিস্ময় বর্দ্ধিত হইল। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সৈনিক বলিলেন, "কালিদাস মেঘকে বলিয়াছেন,—'রেবাংদ্রক্ষস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং।' রেবা কি কখনও বিশীর্ণা হইতে পারে?" সৈনিকের অধর রেবার বিম্বোৎপলপ্রভ কপোল স্পর্শ করিল।

রেবা হাসিয়া বলিল, "কেন? বিরাটবপু বিন্ধ্যের চরণতলে তুচ্ছ রেবা তুচ্ছতরা। পুরুষের সবল সম্পূর্ণতার নিকট রমণীর ক্ষীণতা—দীনতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কবি তাহাই বুঝাইয়াছেন

সৈনিক বলিলেন, "বরং বল, বিন্ধ্যের উপলবিষম চরণে পড়িয়াই রেবার দুর্দ্দশা। শিলাসার পুরুষ রমণীর আদর কি বুঝিবে? সে আপনার উদ্ধত গর্ব্বে আপনি অন্ধ—আত্মসুখেই তাহার তৃপ্তি। তাই কবি বলিয়াছেন,—'অস্থানে পতিতামতীব—'

"তাহা নহে। রেবা দীনা—ক্ষীণা—শীর্ণা। তবু বিন্ধ্য তাহাকে চরণচ্যুত করে নাই, বরং সাদরে প্রেমধারাদানে তাহার দীনতা দুর করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট।"

"বিন্ধ্যের সে কার্য্য স্বার্থসঞ্জাত। রেবা নহিলে কে তাহার নীরসতা সরস করিবে; শুষ্ক, কঠোর, ধূসর শিলাদেহ স্নিগ্ধশ্যামে সুশোভিত করিবে?"

"রেবাকে সেই অধিকার দানেই বিন্ধ্যের দয়ার পরিচয়।"

"না। কালিদাস পরবর্ত্তী শ্লোকেই তাহা বুঝাইয়াছেন। যে পূর্ণতা গৌরবজনক—যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে মেঘকে অনিলও বিচলিত করিতে পারে না—সে পূর্ণতা রেবার দান। নারীই পুরুষের সম্পূর্ণতার কারণ। যত দিন সে সম্পূর্ণতালাভ না ঘটে, তত দিন তুচ্ছ ঘটনার আঘাতে পুরুষের হৃদয় চঞ্চল ও ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান হয়। রমণী পুরুষকে সম্পূর্ণ করে—তাহাকে গৌরব-গর্ব্বলাভে সমর্থ করে।"

প্রেমিকপ্রেমিকার প্রণয়পূর্ণ—প্রণয়োদ্ভূত কথোপকথন; কথায় কথায় কথা বাড়িয়া যায়। যখন এ উহার বাক্যসুধাপান-

পিয়াসী তখন কি কথার শেষ হয়? তখন দেখিতে দেখিতে সময় কাটিয়া যায়, সে দিকে কাহারও লক্ষ্য থাকে না।

দম্পতীরও তাহাই হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে যে সময় যাইতেছিল, সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর কাহারও ছিল না। উভয়ে উভয়ের সংসর্গসুখে তন্ময়। হায়—প্রেম জগতে যদি তুমি ব্যতীত আর কিছু না থাকিত, তবে জগৎ কি সুখেরই হইত!

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আমাকে তোমার গৃহে লইয়া যাইবে?"

সৈনিক হাসিয়া বলিলেন, "আমার গৃহ বুঝি তোমার গৃহ নহে?"

রেবা লজ্জিতা হইল,—বলিল, "কবে আমাদের গৃহে যাইব?"

রেবা স্বামীর গৃহ ও স্বামীর স্বজনগণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়াছিল। সে নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, তাই সে সেই জীবনে যাহারা সঙ্গী তাহাদের সন্ধান করিতেছিল।

সৈনিক বলিলেন, "আমি অবসর পাইলেই তোমাকে লইয়া যাইব।"

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে অবসর পাইবে?"

"তাহা ত বলিতে পারি না।"

"সৈনিকের কার্য্যে কি অবসর নাই?"

"আছে; কিন্তু অল্প। রাজ্য-রক্ষার কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা যাহাদের প্রয়োজন, তাহাদের অধিক অবসরলাভ ঘটে না।"

"তুমি সৈনিকের কার্য্য ছাড়িয়া দাও না কেন?"

"তাহাতে কি লাভ হইবে?"

"আমরা সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকিতে পারিব।"

"কিন্তু সকল সৈনিক যদি কার্য্য-ত্যাগ করিয়া আইসে, তবে কে রাজ্যরক্ষা করিবে?"

"সকলে আসিবে কেন?"

"আর সকলেও ত বিবাহ করিতে পারে!"

রেবা লজ্জিতা হইল। এ কথা ত সে ভাবিয়া দেখে নাই! সে কেবল আপনার কথাই ভাবিয়াছে। তাহার লজ্জারক্ত গণ্ডযুগ লোধ্রপুষ্পযুগলের শোভা ধারণ করিল। সেই শোভা দেখিতে দেখিতে সৈনিক বাহুপাশবদ্ধা প্রণয়িণীকে আরও নিকটে টানিয়া লইলেন; তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "আর আমি যদি সৈনিকের কার্য্য-ত্যাগ করিয়া আসি, তবে তুমি আর আমাকে ভালবাসিবে না।"

রেবা যেন চমকিয়া উঠিল। সে যে তাহার পতিকে ভালবাসিবে না, এ কল্পনাও তাহার পক্ষে অসহনীয়। সে বলিল, "কেন?"

সৈনিক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তখন তুমি আমাকে অকর্ম্মণ্য জীব মনে করিবে; মনে করিবে—আমি অসার, তাই অলস জীবন যাপন করিতেছি। কর্ম্মই মানবজীবনের লক্ষণ, কর্ম্মহীনতা জড়ের প্রকৃতি। তাই আমি কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিলে তুমি বিরক্ত হইবে।"

রেবা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল "কখনও না। তুমি যাহাই কর, আমি তোমাকে ভালবাসিব। বরং তোমার কর্ম্মই তোমাকে আমার নিকট হইতে দূরে লইয়া যায়।"

"অর্থাৎ আমার কর্ম্মই তোমার সপত্নী।"—সৈনিক হাসিতে লাগিলেন, আবার রেবার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি থাকিলেই আমার যথেষ্ট কর্ম্ম। কিন্তু এখন বিরল-প্রাপ্ত মিলনে আনন্দ পাইতেছে; মিলন চিরস্থায়ী হইলে তাহাতে বিরক্ত হইবে না ত?"

"তোমার কি তাহাই হইবে?"

অভিমানে রেবার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সৈনিক ব্যস্ত হইয়া সে অশ্রু মুছাইয়া দিলেন; বলিলেন, "রহস্যে ব্যথিতা হইতে আছে?"

তাহার পর সৈনিক বলিলেন, "আমি যত সত্বর পারি অবকাশ লইয়া তোমাকে লইয়া যাইব।"

"তুমি রাজার নিকট অবকাশ প্রার্থনা কর না কেন?"

"তাহাই করিব।"

"রাজা কি অবকাশ দিবেন না? তিনি কি নিষ্ঠুর?"

"তিনি পরম দয়ালু। তিনি অবশ্যই অবকাশ দিবেন।"

"গৃহে কে কে আছেন?"

"আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া আছেন।"

"আমি তাঁহাদিগকে কত ভক্তি করিব। তাঁহারা আমাকে স্নেহ করিবেন ?"

সৈনিক বলিলেন, "হাঁ।" কিন্তু তিনি কেমন অন্যমনস্ক হইলেন। রেবার প্রশ্নে তাঁহার মনে যে প্রশ্ন উঠিল, তিনি কয়-দিন চেষ্টা করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। জ্যেষ্ঠ এ বিবাহের কথা শুনিলে কি বলিবেন? তিনি সাহস করিয়া ভ্রাতাকে এ কথা বলেন নাই। সে জন্য তিনি অনুতপ্ত; কারণ, তিনি জানিতেন, জ্যেষ্ঠের সৌভ্রাত্র অতুলনীয়। তিনি অসম্ভব না হইলে, কখনও ভ্রাতার সুখে বাধা দিবেন না। আর—যদি অসম্ভব হয়?—তাহা হইলে—তাহা হইলে তিনি কি ভ্রাতার জন্য আপনার সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারিতেন না? কিন্তু—রেবা! রেবা ব্যতীত জীবন যে ব্যর্থ হইত! আর যদি ভ্রাতার জন্য হইত, তিনি সব করিতে পারিতেন,—নন্দন-কানন শ্মশানে পরিণত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এ ত তাঁহার জন্য নহে। এ যে কেবল—অসার—অর্থশূন্য—যাতনার কারণ—শূন্যগর্ভ সম্মানের জন্য। সম্ভ্রম কিসে? ব্রাহ্মণের সম্ভ্রম বিদ্যায়, ক্ষত্রিয়ের সম্ভ্রম বীরত্বে, বৈশ্যের সম্ভ্রম ব্যবসায়-নিপুণতায়, সকলেরই সম্ভ্রম কর্ত্তব্যপালনে। তিনি ত সে কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ নহেন। তবে কি জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে এ বিবাহ হইতে বিরত করিতেন? বোধ হয় না। তবে কেন তিনি তাঁহাকে এ কথা বলেন নাই?

সৈনিক এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর অবিরাম কলনাদের মত রেবা বলিতে লাগিল, "আমি তাঁহাদের সন্তানদিগকে কত ভালবাসিব! তাঁহারা আমাকে পাইয়া কি করিবেন?"

সৈনিক চাহিয়া দেখিলেন, রজনীর শেষ প্রহর। তিনি রেবাকে বলিলেন, "চল গৃহে যাই।"

সেই সময় পশ্চাতে তমাল তরুর অন্তরাল হইতে যেন কে সরিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। এখনও মহী প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ-তাপিতা। কিন্তু কয়দিন বৃষ্টিতে পবন ধূলিমুক্ত—ধরাতল সরস; তাই পবনোদ্গত-রেণুমণ্ডল আর পথিককে ক্লিষ্ট করিতেছে না। রাজা কক্ষমধ্যে বসিয়া ছিলেন—সম্মুখে উদ্যান। উদ্যানে তরুলতা তপনতাপে মলিনশ্রী;—কেবল উদ্যানসরসী-কূলে কয়টি পাটল তরু পুষ্পশোভাসম্পন্ন—দুই চারিটি করিয়া পুষ্পদল বৃক্ষশাখা হইতে বৃক্ষ-মূলে পতিত হইতেছে। সরসী-সলিলে কয়টি রাজহংস বিচরণ করিতেছে, তাহাদের অমল ধবল দেহ রবিকরে সুন্দরতর দেখাইতেছে। সরসীসলিল জলচরসঞ্চারচঞ্চলিত। দূরে গগনে অদৃশ্যপ্রায়দেহ বৃষ্টিবিন্দুগ্রহণ-চতুর চাতক থাকিয়া থাকিয়া মেঘের নিকট বারি-প্রার্থনা করিতেছে। আর রাজপথে মধ্যে মধ্যে সারমেয়ের ভষণ শ্রুত হইতেছে। অলিন্দে রাজার পালিত পক্ষীরা নীরব।

রাজা বসিয়া ভাবিতেছিলেন।

সেদিন বিশ্রাম বাটিকায় তিনি যে কথা মনে করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, এ কয়দিন তিনি সে কথা ভুলিতে পারেন নাই। ইচ্ছায় হউক—অনিচ্ছায় হউক, তিনি সেই

কথাই ভাবিয়াছেন। মেঘান্ধকার অমাবস্যা রজনীতে সহসা বিদ্যুদ্বিকাশ যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য ও অদৃষ্ট ছায়ালোকচিত্রিত প্রকৃতিমূর্ত্তি দেখাইয়া দেয়—সে দিন তেমনই তাঁহার চিন্তালোকে সহসা তাঁহার হৃদয়ের অদৃশ্য ও অদৃষ্ট ভাব দেখা দিয়াছিল। তাই তিনি চমকিয়া উঠিয়াছিলেন; যেন সম্মুখে বিষধর সর্প দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি তন্ন তন্ন করিয়া হৃদয় সন্ধান করিয়াছেন;—কিন্তু আশঙ্কার কারণ নাই —এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই তিনি আপনার নিকট হইতে আপনাকে দূরে লইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন— মুক্তির জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। এ কি নূতন অনুভূতি!

তিনি স্বয়ং ইহার দুর্ব্বল প্রারম্ভ লক্ষ্যও করিতে পারেন নাই। এখন তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত—শঙ্কিত। হায় কর্ত্তব্য, তুমি কত সময় মানুষকে তাহার নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট— অপ্রত্যাশিত পথের পথিক কর! হায় দয়া, তুমিও কত সময় মানুষকে অজানিত অকূলে আনিয়া বিপন্ন কর! তিনি কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রণোদনে পুরোহিতের গৃহে শোকাতুরা বালিকাকে দেখিতে গিয়াছিলেন; দয়ার প্রণোদনে অসহায়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন সেই সংযমের প্রতিমাকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, যেমন কোরক একবারমাত্র বিকশিত হয় ও বিকশিত কুসুম একবারমাত্র—মুহূর্ত্ত মাত্রের জন্য সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা লাভ করে, তেমনই মানুষও বুঝি—

একবার-মুহূর্ত্তের জন্য মানসিক সৌন্দর্য্যের সমুজ্জ্বল আভায় দিব্য লাবণ্য লাভ করে। সে মানসিক সৌন্দর্য্য কাহারও পক্ষে প্রেমপ্রসূত, কাহারও পক্ষে সংযমসম্ভূত, কাহারও পক্ষে স্নেহ-সঞ্জাত। বুঝি সেইরূপ সৌন্দর্য্যসম্পূর্ণ অবস্থায় তিনি বালিকাকে দেখিয়াছিলেন। তাই তাহার সেই সংযমস্নিগ্ধ কোমল মূর্ত্তি তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই।

তাহার পর তিনি তাহাকে যতই জানিয়াছেন, ততই তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি শোকাতুরার শোকপ্রশমনকল্পে কিছু করিতে চাহিলে সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতার পরিচয় দিয়াছে। সে আপনার কথা মনেও করে নাই; আপনার জন্য কিছুই চাহে নাই। সে রাজ্যের রুগ্ন, অনাথ, নিরাশ্রয়—ইহাদিগের জন্য আশ্রমসংস্থাপনের ইচ্ছামাত্র জানাইয়াছে,—রাজাকে তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। সে পিতার আদেশ দেববাক্যবৎ জ্ঞান করে, তাই ভ্রাতৃশোক-শেল হৃদয়ে লইয়াও পিতার অনুমতি ব্যতীত শূন্য গৃহ ত্যাগ করিতে অস্বীকৃতা হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি তাহার সংযমের সৌন্দর্য্য! তেমন সংযম—তেমন চিত্তবৃত্তিদমনক্ষমতা পুরুষের কোথায়? তাই রাজা তাহার গুণপরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছেন।

কিন্তু—তাহাই কি সব? বিরামবাটিকার নির্ম্মাণকার্য্যে তাহার অসাধারণ আকর্ষণ সে কি কেবল তাঁহার অসম্পূর্ণ কল্পনার সম্পূর্ণকরণাভিলাষের ফল? সে কি সেই পূর্ব্বমোহ

আবার তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে? হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে—বহু আপাতরম্য কারণের অন্তরালে কি আর কোন কারণ বিদ্যমান নাই? অন্তঃসলিলা ফল্গুর অদৃশ্য প্রবাহের মত আর কোন বাসনার উত্তেজনা কি তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছিল না?

তিনি কি অসাধারণ যত্নে সে গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য—সে উদ্যানের রচনাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন—কার্য্যের নির্দ্দেশ করিতেছিলেন! সে কি কেবল তাঁহার আপনার সৌন্দর্য্য-কল্পনা চরিতার্থ করণাভিপ্রায়ে? সেই সৌধের—সেই আশ্রমের কল্পনার মধ্যে কি তিনি সেই আশ্রমবাসিনীর কল্পনা বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন? যদি না পারিয়া থাকেন—তবে সেই আশ্রমবাসিনীর কল্পনা কি ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে সেই আশ্রমের কল্পনার অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল—অধিক প্রস্ফুট—অধিক প্রবল হইয়া উঠিতেছিল না?

রাজা ভাবিতে লাগিলেন।

তাঁহার হতাশাদাবানলদগ্ধ হৃদয়ে কি কর্ত্তব্যানুরাগ ব্যতীত আর কোন নূতন অনুভূতি অনুভূত হয় নাই? মরুভূমির মধ্যে কি সহসা কোন স্নিগ্ধসলিলোদ্গারী প্রস্রবণ দেখা দিয়াছে?

সময় সময় দীর্ঘ দিন রাজকার্য্যের অবিরত শ্রমের পর নিশীথে শ্রান্ত দেহে—ক্লান্ত মনে বিশ্রামলাভজন্য শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কি মনে হয় নাই,—জীবনের সুখস্বপ্ন যদি সফল হইত—যদি প্রেম তাঁহার হৃদয় মধুর করিত, তবে

কঙ্করকঠোর কর্ত্তব্যপথ কোমলকুসুমাস্তৃত হইত। সেই সময় —যখন তাঁহার হৃদয়োত্থিত দীর্ঘশ্বাস পবনে মিলাইয়াছে—তখন কি পার্ব্বতীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কথা কখন তাঁহার মনে পড়ে নাই; মনে হয় নাই,—সে মুকুটধারী রাজার হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিতে পারিত? রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সত্য সত্যই তাঁহার জীবন মরুময়। সেই তাপতপ্ত হৃদয়ে স্নিগ্ধশান্তিসুখলাভের কোন উপায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর সেই ঔদাস্যব্যঞ্জক মুখভাব—সেই শ্রান্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি মনে পড়িল। হায়, জীবনের—যৌবনের সুখস্বপ্ন! কিন্তু তখনই যেন তাঁহার মনে হইল, সেই পরিচিত—পরিস্ফুট মূর্ত্তির পশ্চাতে আর একটি মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। সে মূর্ত্তি এখনও অস্পষ্ট—অস্ফুট; কিন্তু তাহারই মধ্যে অপগতমেঘাবরোধ গগনে চন্দ্রের মত তাহার স্নিগ্ধসমুজ্জ্বল দৃষ্টি লক্ষিত হইতেছে। তাহার মুখভাব দৃঢ়তাব্যঞ্জক—কর্ত্তব্যপথ-নির্দ্দেশক।

রাজা আবার চমকিয়া উঠিলেন।

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ যেমন পিঞ্জরমধ্যে পাদচারণ করিয়া ফিরে, রাজা উঠিয়া তেমনই কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের দারুণ চাঞ্চল্য যেন শারীরিক চাঞ্চল্যে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা ভাবিতে লাগিলেন,—একি? এখন কি করা কর্ত্তব্য? এই বাসনাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিবার পূর্ব্বে তাহাকে নির্ব্বাপিত করিতেই হইবে—নহিলে, সে একবার

তাহার রক্তজিহ্বা সঞ্চালিত করিবার সুযোগ পাইলে, সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন করিবে—ধ্বংসের আর বিলম্ব হইবে না। তিনি আপনার মন আপনি বুঝিতে পারেন নাই! তিনি যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বহুবার পার্ব্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, সে আকর্ষণ কখন্ আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই! আশ্রমের বিষয়ে পরামর্শ, সে কি তবে কেবল আবরণমাত্র? না। তিনি ত কখনও তাহা মনে করেন নাই। তবে কি তিনি মনের গতি ও প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই?

কিন্তু অতীত কথায় আর কায কি? এখন কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণই আবশ্যক। তিনি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সে কার্য্যে উভয়ের সাক্ষাৎ,—ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য্য; আশ্রম-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য শেষ না হইলে সে, ঘনিষ্ঠতার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং, এখনই কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের প্রয়োজন। সংযমবন্ধন যাহাতে বিন্দুমাত্র শিথিল হইতে না পারে সেই জন্য তাহাকে দৃঢ়তর করা আবশ্যক। তিনি তাহাই করিবেন—যদি প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারেন, তবে তাঁহাতে আর পশুতে প্রভেদ কি?

রাজা এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ঘনগর্জ্জনে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অপরাহ্ণ উপস্থিত; পশ্চিম গগনে মেঘ-সঞ্চার হইয়াছে—বিদ্যুদ্বিকাশ হইতেছে। সহসা প্রবল বেগে পবন প্রবাহিত হইল। পরুষপবনবেগোৎক্ষিপ্ত কয়টি শুষ্ক পত্র তাঁহার কক্ষে-

মধ্যে আসিয়া পড়িল। ক্রমে বর্দ্ধনশীল মেঘমালা আসন্ন বারি-পাত সূচিত করিতে লাগিল।

রাজা কক্ষ হইতে অলিন্দে আসিলেন। প্রহরী এক পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল; তিনি তাহাকে অজয় সিংহকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই অজয় সিংহ ভ্রাতৃসমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে ডাকিয়াছেন?" রাজা মুক্তগবাক্ষ-পথে চাহিয়া ছিলেন; সেই ভাবে থাকিয়াই বলিলেন, "হাঁ। যে দিন প্রভাতে আমার সহিত পথে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাহার পর আরও এক রাত্রি তুমি প্রাসাদে অনুপস্থিত ছিলে।" অজয় সিংহের নত দৃষ্টি চরণসংলগ্ন হইল; তিনি কোন কথা বলিলেন না।

রাজা আবার বলিলেন, "একদিনও তুমি মৃগয়ান্তে প্রত্যা-বর্ত্তনকালে বাধ্য হইয়া শক্ত সিংহের আতিথ্য গ্রহণ কর নাই; তাহা তোমার ইচ্ছাকৃত।"

অজয় সিংহ নির্ব্বাক।

রাজা বলিলেন, "তুমি শক্ত সিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছ। তুমি কি এ কথা অস্বীকার করিবে?"

অজয় সিংহ সলজ্জভাবে বলিলেন, "না।"

অজয় সিংহ আর কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় রাজা বলিলেন, "আমি সে সংবাদ অবগত হইয়াছি। এ কথা

অধিক দিন গোপন থাকিবে না। তাহার পূর্ব্বেই আমি এ সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য স্থির করিতে চাহি। সে জন্য শক্ত সিংহের কন্যার প্রাসাদে আগমন প্রয়োজন। আমি পুরোহিত মহাশয়ের নিকট জানিয়াছি, আগামী পরশ্ব মধ্যাহ্নের পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার আগমনের প্রশস্ত সময়। সেই সময়ের মধ্যে তুমি যাইয়া তাঁহাকে প্রাসাদে আনিবে।"

অজয় সিংহ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, "তুমি এখন যাইতে পার।"

অজয় সিংহ প্রস্থান করিলেন।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফিরিলেন। তিনি যে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা দূর হইয়া গেল। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন,—অজয় সিংহের অপরাধ কি? সে যে পরিবারে বিবাহ করিয়াছে, সে পরিবারে বিবাহে সামাজিক কলঙ্ক নাই। সে রাজপরিবারে বিবাহ করিতে পারিত, সত্য; কিন্তু রাজপরিবারে বিবাহ কি সর্ব্বদা সুখের? তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় আজ বেদনার আগার হইত না।

রাজা আবার ভাবিতে লাগিলেন,—অজয় তাঁহাকে একবার জানাইল না কেন? সে চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। কিন্তু স্নেহ স্নেহাস্পদের অপরাধ লইতে চাহে না। তাই তিনি ভাবিলেন,—অজয় যাহাই করুক, তাহার সুখই সর্ব্বতোভাবে

বাঞ্ছনীয়। সে যদি এ বিবাহে সুখী হয়, তবে তাহাই তাঁহার পরম সুখ।

তিনি স্থির করিলেন,—একবার ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধূর মনোভাব জানিয়া দেখিবেন। তিনি এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কুঞ্জগৃহে।

রাজার ভাবনার উপর আর এক ভাবনা উপস্থিত হইল—তিনি ভ্রাতৃজায়ার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন ?

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি এই চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন। সন্ধ্যার পর মন্ত্রী দর্শনপ্রার্থী হইলেন। রাজা যেন সুস্থ বোধ করিলেন ; এই চিন্তা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। মন্ত্রী কয়টি আবশ্যক কার্য্যে রাজার পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া আপনার আগমনের কারণ জানাইলেন—মূল কথা বিবৃত করিলেন।

রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকল বিষয়-সংক্রান্ত কাগজপত্র আনিয়াছেন কি ?"

মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "অনেক কাগজ দেখিতে হইবে। আপনার কখন দেখিবার সুবিধা হইবে ? আমি কি সে সব রাখিয়া যাইব ?"

"কায শেষ করাই ভাল। আপনার যদি অসুবিধা না হয়, তবে এখনই কায আরম্ভ করা যায়।"

মন্ত্রী রাজার কার্য্য-নিষ্ঠায় বিস্মিত হইলেন। তিনি যাইয়া আবশ্যক কাগজপত্র আনাইলেন।

তাহার পর দুইজনে সেই সকল বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া মন্ত্রী দুই একবার বলিলেন, "আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাইতেছি। যদি অনুমতি হয়, আমি আবার আগামী কল্য আসিব।" উত্তরে রাজা বলিলেন, "না। কায শেষ করা যাউক।" অগত্যা মন্ত্রী আর কিছু বলিলেন না। রাজার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল;—ভৃত্যগণ দুই একবার আসিয়া ফিরিয়া গেল। রাজা নিবিষ্টচিত্তে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

যথন কার্য্য শেষ হইয়া গেল, তথন প্রায় মধ্যরাত্রি। কার্য্য শেষ করিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "আপনাকে আজ বড় কষ্ট দিলাম। কথন অবসর হয় না হয়—সেই জন্য আজই কায শেষ করিয়া দিলাম।"

মন্ত্রী বিদায় লইলেন।

সে দিন অতিরিক্ত শ্রান্তিপ্রযুক্ত রাজা অল্পক্ষণেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাজা আবার ভাবিতে লাগিলেন,—তিনি যে ব্যবস্থা স্থির করিলেন, তাহারই বা কি করিবেন?

ভাবিতে ভাবিতে তিনি অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। অশ্ব সজ্জিত হইলে তিনি বিরাম-বাটিকা পরিদর্শনে গমন করিলেন।

চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে গেল।

শেষে উপায়ান্তর বিহীন হইয়া তিনি স্থির করিলেন, রাণীকে এ কথা বলিতেই হইবে। সেই কার্য্যেই তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার কোন কার্য্যে, ভাবে বা অভাবে, রাণীর কোনরূপ আকর্ষণ ছিল না। তাহা তিনি জানিতেন। সেই জন্যই তিনি দুই দিন ভাবিতেছিলেন, কিরূপে রাণীকে এ বিষয়ের জন্য বিরক্ত না করিয়া কার্য্য শেষ করিতে পারেন।' তিনি রাণীর ভাব জানিয়া তাঁহাকে যথাসম্ভব আপনার কার্য্যে নির্লিপ্ত রাখিতে সচেষ্ট হইতেন। এখনও তিনি কেবল ভাবিতেছিলেন—কিরূপে সেই চেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। রাণী কি ভাবিবেন? তিনি হয় ত বিরক্ত হইবেন। এইরূপ নানা চিন্তায় রাজা চিন্তিত ছিলেন।

আশ্রম-গৃহসংলগ্ন ভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা বহুক্ষণ উপায়-চিন্তা করিলেন; কিন্তু কোনরূপ উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। তখন অগত্যা রাণীকে একবার বলিয়া দেখিবেন, স্থির করিয়া রাজা প্রসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

প্রাসাদে ফিরিতে ফিরিতে আবার ভাবনা হইল,—রাণী প্রকাশ্য অসম্মতি নাও জানাইতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁহার কথায় বা ভাবে অসম্মতির চিহ্ন প্রকাশ পায়, তখন কি করা কর্ত্তব্য হইবে?

ভাবিতে ভাবিতে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

সেই দিন অপরাহ্নে রাজা তাঁহার বিশ্রামগৃহ ও শুদ্ধান্তের মধ্যবর্ত্তী উদ্যান অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দুই দ্বার অতিক্রম করিয়া তিনি বেত্রধারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণী কোথায় ?"

বেত্রধারিণী জানাইল, রাণী উপবনে গিয়াছেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, রাণী উদ্যানে—একাকিনী ; উমা ভ্রাতৃগৃহে—শঙ্কর সিংহের অনুপস্থিতিতে উমা প্রায়ই পিত্রালয়ে যায়।

উপবনে প্রবেশ করিয়া রাজা ইতস্ততঃ রাণীর সন্ধান করিলেন। তাঁহাকে না পাইয়া তিনি ক্রমে উদ্যান-প্রান্তস্থিত কুঞ্জগৃহে উপনীত হইলেন।

সেই কুঞ্জগৃহের মধ্যস্থলে একটি মর্ম্মর-নির্ম্মিত আধারে একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম প্রস্রবণ স্বচ্ছ সলিল উদ্গীর্ণ করিতেছিল—জল বহুধারায় উঠিয়া আধারে পড়িতেছিল। তাহারই পার্শ্বে দুইজনের উপবেশনযোগ্য দীর্ঘ মর্ম্মরের আসনে রাণী বসিয়াছিলেন। আধারের জলে তাঁহার বেষ্টন-সংস্থাপিত—নিতান্ত-লাক্ষারসরাগলোহিত চরণের প্রতিবিম্ব কম্পিত হইতেছিল। চারিপার্শ্বে মন্দানিলাকুলিতচারুশাখ গুল্ম। কুঞ্জমধ্যে পবন স্নিগ্ধস্পর্শ—সুখদ ; রবিকর সযত্নে অপসারিত।

রাজা প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি রাণীর আননে অদৃষ্টপূর্ব্ব স্নিগ্ধলাবণ্যসঞ্চার লক্ষ্য করিলেন। তিনি ভাবিলেন, সে স্নিগ্ধলাবণ্য কোমল আলোকপাতের ফল। তিনি অগ্রসর হইয়া আসিলেন। সহসা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া

রাণীর নয়নে যে উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল তিনি তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

আজ সহসা অন্তঃপুরে সন্মুখে রাজাকে দেখিয়া রাণী হৃদয়ে যে পুলক-কম্পন অনুভব করিলেন—কই প্রথম প্রিয়সমাগম-কালের পর আর ত তিনি তাহা অনুভব করেন নাই।

রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "উপবেশন কর। আমি একটু আবশ্যক কার্য্যে আসিয়াছি।"

রাণী বসিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, রাজাও বসিবেন। হায়—আশা কি সামান্য ভিত্তির উপর বিরাট প্রাসাদ রচিত করে! কিন্তু রাণীর হিসাবে ভুল হইয়াছিল।

রাজা দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাণীর একবার ইচ্ছা হইল, রাজাকে বসিতে বলেন। কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটিল না। আজ কত দিন—হায় কত কাল—স্বামী-স্ত্রীর সেরূপ ঘনিষ্ঠভাব গিয়াছে! এত দিনের অভ্যাস এক দিনে যায় না। রাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন—উভয়ের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ, অথচ—! রাজা বলিলেন, "আমি তোমাকে একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছি। অন্য উপায় থাকিলে আমি তোমাকে বিরক্ত করিতাম না।"

রাণী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজার এই কথায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল।

রাজা বলিলেন, "অজয় বিবাহ করিয়াছে।"

রাণী বিস্মিতভাবে রাজার মুখে চাহিলেন। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইলেই রাণীর দৃষ্টি নত হইয়া পড়িল।

রাজা পুনরায় বলিলেন, "অজয় আমাকে না জানাইয়া বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু আমি এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষী; কারণ, অজয় স্বয়ং দেখিয়া—ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে।"

রাণীর হৃদয়ে যেন বেদনার হিল্লোল বহিয়া গেল। ভালবাসা! ভালবাসার সুখলাভ যাহার ভাগ্যে ঘটে না—দুঃখলাভমাত্র সার হয়; যে কুসুম চয়ন করিতে পারে না—কেবল কণ্টকাঘাত ভোগ করে, তাহার মত দুঃখী কে? যে বহুদিন পরে আপনার সে দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার দুঃখের অন্ত নাই।

রাজা বলিলেন, "বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমি উভয়ের প্রকৃত মনোভাব অবগত হইতে ইচ্ছা করি। সেই জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। আগামী কল্য তোমার কোন আবশ্যক কার্য্য আছে কি?"

রাণী শিরঃ-সঞ্চালনে জানাইলেন,—না। তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, স্বামীর চরণে পতিতা হইয়া বলেন,—তোমার নির্দ্দিষ্ট—তোমার অভিপ্সিত কার্য্য অপেক্ষা আমার আর কোন কার্য্য বড়?

কতকগুলি ভূমিচম্পক-গুল্ম প্রস্রবণাধার বেষ্টিত করিয়া ছিল। তাহাদের একটি অসময়ে কুসুমশীর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—প্রস্ফুটোন্মুখ কোরক কেবল লজ্জারক্ত হইতেছিল। রাজা সেইটিকে নাড়িতে নাড়িতে আপনার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। রাণী নিবিষ্টচিত্তে—মুগ্ধভাবে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

সে কথা শেষ করিয়া রাজা বলিলেন, "বোধ হয় তোমাকে বুঝাইতে পারিয়াছি, এ কার্য্য তোমার সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব; তাই অনন্যোপায় হইয়া আমি তোমাকে বিরক্ত করিলাম। তোমার সুবিধা হইবে কি?"

রাণী বলিলেন "হাঁ।" তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার মনের ভাব যদি তিনি কথায় প্রকাশ করিতে পারিতেন, তবে তিনি বলিতেন,—তোমার কার্য্যে আমার অসুবিধা! আমি কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইব, তোমার আদেশপালন করিতে পাইলেই আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি? হে বাঞ্ছিত—হে ঈপ্সিত—হে প্রিয়,—আমি কোন্ উপায়ে তোমার হৃদয়ে স্থান পাইব? তুমি বলিয়া দাও, কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করিলে আমার পূর্ব্বপাপের ক্ষয় হইবে।

রাজা ফিরিয়া যাইলেন। রাণী এতক্ষণে কেবল একবার একটি ক্ষুদ্র কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা যে কথার পথ রুদ্ধ করিতেছিল, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

তিনি ভাবিলেন, রাণীর এই বাক্-কার্পণ্য তাঁহার সেই পরিচিত ভাবের বিকাশমাত্র। তাঁহার কার্য্যে রাণীর ইচ্ছা বা আপত্তি কিছুই নাই—অনুরাগ বা বিরাগ নাই। তবে যে তিনি আজ এ কার্য্য করিতে সম্মতা হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় রূঢ়তা পরিহারের জন্য।

রাজা চলিয়া যাইলেন;—রাণী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ের যাতনা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

রাজা কুঞ্জগৃহের বাহিরে গমন করিলে রাণী রাজার অঙ্গুলিস্পৃষ্ট উদ্ভেদোন্মুখ ভূমিচম্পক-কোরকটি তুলিয়া লইলেন,—অসীম আবেগে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। সে-ও তাঁহার অপেক্ষা ভাগ্যবান্; সে রাজার আদর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। আর তিনি—? তাঁহার জীবন বৃথা।

তাহার পর তিনি বিহ্বলভাবে রাজার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি কেন আমাকে তোমার কার্য্য করিতে আদেশ দিলে না? তোমার আদেশপালনে আমার কত সুখ! যেথায় তুমি প্রভু, তুমি স্বামী,—সব তোমার, সেথায় তুমি কুণ্ঠিতভাবে আসিলে কেন? সে স্থানে তুমি আদেশকর্ত্তা না হইয়া অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিরূপে দেখা দিলে কেন? কেন আমার কাতর হৃদয়ে এ শেল বিদ্ধ করিলে? আমার এ দুঃখ যে মরিলেও যাইবে না! আমি অপরাধ করিয়াছি; তুমি দয়াময়, তুমি কি ক্ষমা করিবে না? আজ এ রাজ্যের দীন প্রজাও তোমার দয়ায়

বঞ্চিত নহে—কেবল কি আমি সে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব না? আমার অপরাধ পদে পদে। সে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা না করিলে আর কে করিবে?”

রাণীর চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বহিল।

সন্ধ্যার সময় উর্ম্মা ভ্রাতৃগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিল;—আসিয়া শুনিল, রাণী উপবনে। সে কুঞ্জগৃহে আসিয়া দেখিল, গৃহ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে—রাণী নির্ঝরকূলে শিলাসনে উপবিষ্টা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আত্ম-পরিচয়।

রাজার নিকট হইতে অজয় সিংহ ভাবিতে ভাবিতে প্রাসাদের তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশে ফিরিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, শক্ত সিংহকে কি বলিবেন? রেবার নিকট কিরূপে আত্ম-পরিচয় দিবেন? রাজা কি জন্য রেবাকে আনিতে বলিলেন?

এইরূপ বিবিধ চিন্তায় অজয় সিংহের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। অজয় সিংহ কখনও এরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েন নাই। তিনি চিন্তা-সাগরে কূল পাইতেছিলেন না।

পরদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; অপরাহ্ণে অশ্ব সজ্জিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে শক্ত সিংহের গৃহে চলিলেন। পথ হইতে দূরে সমীরান্দোলিত, পরিচিত ক্রমশীর্ষ দেখিয়া সে ভাবনা দূর হইয়া গেল—হৃদয় প্রিয়দর্শনলালসায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রেম অন্ধকারকেও উজ্জ্বল করিয়া তুলে; নীরসকে সরস করে, চিন্তার যাতনা দূর করে; বিষাদের বিষদন্ত উৎপাটিত করে। তিনি যতই সেই গৃহের নিকটে আসিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি শক্ত সিংহকে বলিলেন, রাজধানীতে তাঁহার কোন আত্মীয়গৃহে কর্ম্মোপলক্ষে পরদিন রেবার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। পরদিন সেই গৃহ হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন তিনি সেই কথা বলিতে আসিয়াছেন।

শক্ত সিংহ কন্যাকে প্রেরণপক্ষে কোন আপত্তি করিলেন না। অজয় সিংহ নিশ্চিন্ত হইলেন।

অজয় সিংহ সেই দিনই প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, মনে করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু শক্ত সিংহের গৃহের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারিলেন না। সে রাত্রিও তিনি প্রাসাদে অনুপস্থিত রহিলেন।

সেই রাত্রিতে রেবা তাঁহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল। কোথায় যাইতে হইবে? যাঁহাদিগের গৃহে যাইতে হইবে, তাঁহারা কে? সে গৃহে কে কে আছেন? তাঁহারা না জানি কি বলিবেন? রেবা স্থির করিয়াছিল, তাঁহারা অতি উত্তম লোক; কেন না, তাঁহারা তাহার স্বামীর আত্মীয়। তাঁহাদিগের দর্শনাশায় রেবা উৎফুল্লা হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রেবার সেই নিশ্চিন্ত প্রফুল্লতা তাহার স্বামীর হৃদয়ে সংক্রমিত হইল। তাঁহার হৃদয় হইতে অনিশ্চিত আশঙ্কার ছায়া দূর হইয়া গেল।

তাহার পর দুইজনে কত কথা হইতে লাগিল! প্রেমিক-প্রেমিকার কথা;—সে কথা কি ফুরায়! দেখিতে দেখিতে

রাত্রি শেষ হইয়া উঠিল। এ উহার অনিদ্রায় শঙ্কিত ; এ উহাকে ঘুমাইতে অনুরোধ করে। কিন্তু আবার কথা আসিতে লাগিল, ফলে কাহারও নিদ্রা হইল না ; কিন্তু কাহারও নিদ্রার প্রয়োজন অনুভূত হইল না।

প্রভাতে অজয় সিংহ বিদায় লইলেন।

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "নিমন্ত্রণগৃহে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ত ?"

"হইবে"—বলিয়া অজয় সিংহ পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া যাত্রা করিলেন। তিনি সে গৃহ হইতে যত দূরে যাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে আবার আশঙ্কার ছায়াপাত হইতে লাগিল।

সেই দিন মধ্যাহ্নে প্রাসাদ হইতে দুইখানি শিবিকা শক্ত সিংহের গৃহে আসিল। উমা রেবাকে লইতে আসিল। উপদেশানুসারে উমা অজয় সিংহের প্রকৃত পরিচয় দিল না। রাণী এ বিষয়ে তাহার সহিত বিশেষরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন। তিনি একার্য্যে যেরূপ উৎসাহ দেখাইতেছিলেন, উমা বহুদিন কোন কার্য্যে তাঁহার সেরূপ উৎসাহ লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু সে ইহার কারণ জানিত না। রাজা তাঁহাকে যে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, সে কার্য্য করিতে রাণী এখন পরম আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন।

অন্তঃপুরের যে পথে আমরা একদিন ছদ্মবেশধারী রাজাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম, সেই পথে অপরাহ্নে দুইখানি

শিবিকা শুদ্ধান্তের উপবনে প্রবেশ করিল। রেবা পতিগৃহে আসিল। পাছে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করে, সেইজন্য সাধারণ শিবিকা ব্যবহৃত হইয়াছিল; বাহকগণও অতি সাধারণ বেশে সজ্জিত ছিল। বাহকগণ চলিয়া যাইলে উমা বাহির হইয়া দ্বার বন্ধ করিল, তাহার পর রেবাকে বাহির হইতে বলিল।

রেবা বাহির হইয়া দেখিল, সে অতি রমণীয় উপবনে উপস্থিত; উপবনমধ্যে অট্টালিকা—অতি উচ্চ—নয়নারাম রাজার পিতা অন্তঃপুরের একাংশে আবশ্যক কক্ষাদি নির্ম্মিত করাইয়া সেই অংশ কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সে অংশও সুসজ্জিত ছিল, কিন্তু সে অংশ ব্যবহৃত হয় নাই। অকৃতদার অজয় সিংহের অন্তঃপুরে কি প্রয়োজন? রাণী সেই সকল বদ্ধ কক্ষের দ্বার মুক্ত করাইয়া গৃহসজ্জা পরিষ্কৃত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। উমা রেবাকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদের সেই অংশে গমন করিল।

অজয় সিংহ জীবনে এই প্রথম অন্তঃপুরে কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া রেবা গৃহ-সজ্জা দেখিয়া বিস্মিতা হইল—সকল দ্রব্যই কারুকার্য্যবহুল—সকল দ্রব্যই বহুমূল্য। কিন্তু গৃহ যেন জনশূন্য! কই, কেহই ত তাহার অভ্যর্থনা করিল না! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রেবা উমার অনুসরণ করিয়া

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উঠিল। তথায় অজয় সিংহ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

উমা চলিয়া গেল।

রেবা মৃদুস্বরে অজয় সিংহকে জিজ্ঞাসা করিল, "গৃহের সকলে কোথায়?"

অজয় সিংহ হাঁসিয়া বলিলেন, "এই স্থানে।"

রেবা বিস্ময়বিহ্বলভাবে পতির দিকে চাহিল।

অজয় সিংহ হাসিতে লাগিলেন।

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে যাঁহাদিগের গৃহে আনিলে, তাঁহাদিগকে ত দেখিতেছি না! তাঁহারা কোথায়?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "তাঁহারা পার্শ্বস্থ গৃহে আছেন।"

রেবা মুগ্ধনেত্রে গৃহসজ্জা দেখিতে দেখিতে বলিল, "এ গৃহের সবই বহুমূল্য দেখিতেছি। এ গৃহ কাহার?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "তোমার।"

এবার রেবা হাসিল—সে হাসি অবিশ্বাসের। সে ভাবিল, তাহার স্বামী তাহার সহিত রহস্য করিতেছেন।

রেবা হাসিতে হাসিতে বলিল, "সত্য বল—এ গৃহ কাহার?"

অজয় সিংহ আবার বলিলেন, "সত্য বলিতেছি,—তোমার।"

রেবা তখনও ভাবিল, তাহার স্বামী রহস্য করিতেছেন। সে আবার বলিল, "রহস্য রাখ। সত্য বল, এ গৃহ কাহার?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "আমার গৃহ কি তোমার গৃহ নহে?"

রেবা বহুমূল্য গৃহসজ্জার দিকে চাহিল, বাহিরে মনোরম উদ্যান দেখিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন কোন মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে। একি স্বপ্ন! সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার পর সে বলিল, "এ গৃহ কি তোমার?"

অজয় সিংহ বলিল, "হাঁ।"

"এ যে প্রাসাদ! এই তোমার গৃহ?"

অজয় সিংহ হাসিতে লাগিলেন।

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি সৈনিক নহ?"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন, "আমি সৈনিক।"

"তবে এ প্রাসাদ কাহার?"

"আমার।"

রেবা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে ক্রমেই অধিক বিস্মিতা হইতে লাগিল। তাহার নয়ন-যুগল জলে ভরিয়া আসিল। সে বলিল, "তুমি কি আমাকে সত্য কথা বলিবে না?"

সৈনিক তাহার সেই অশ্রুসজল নয়ন দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, "প্রাসাদের এই অংশ আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট। আমি রাজার ভ্রাতা—অজয় সিংহ।"

অজয় সিংহ! যিনি প্রেমলাভ ঘটিবে কি না, সন্দেহ করিয়া বহু রাজকুমারীর সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সেই আদর্শ পুরুষ—সেই বীর—সেই

কবি অজয় সিংহ তাহার জীবন সার্থক —ধন্য করিয়াছেন! মুহূ-র্ত্তের জন্য রেবা চেতনাহীন মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর অপ্রত্যাশিত আনন্দের আতিশয্যে পতির বক্ষে মুখ লুকাইয়া আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

অজয় সিংহ সেই কোমলা কনকলতাকে বক্ষে ধরিয়া ধরায় অমরার সুখ অনুভব করিলেন।

তাহার পর—আনন্দের প্রথম প্লাবন প্রশমিত হইলে অজয় সিংহ পত্নীকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। তিনি যে রাজাকে না জানাইয়া বিবাহ করিয়াছেন; রাজা যে এ কথা জানিতে পারিয়াছেন; দুই ভ্রাতায় যে কথোপকথন হইয়াছে; রাজা যে আদেশ করিয়াছেন, অজয় সিংহ একে একে রেবাকে সে সকল কথা বলিলেন।

অজয় সিংহ বলিলেন, "রাজা আজ কি জন্য তোমাকে আনিতে বলিয়াছেন, তাহা আমি অবগত নহি। সম্ভবতঃ তিনি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন।"

রেবা বলিল, "কি জিজ্ঞাসা করিবেন?"

"তাহা ত আমি জানি না। সেই কথাই ভাবিতেছি।"

"সে জন্য ভাবনা কেন? তিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহাই বলিব।"—যিনি স্বামীর ভ্রাতা—যাঁহার যশ আজ রাজ্যের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত—যাঁহার দয়ার কথা আজ লোক-প্রসিদ্ধ—তাঁহার প্রশ্নে ভয় কি? তিনি কি কঠোর হইতে

পারেন? রেবা সরলা—প্রেমবিহ্বলা—সে কথা কল্পনাও করিতে পারিল না।

অজয় সিংহ ভাবিলেন, সত্য সত্যই ভাবনা কেন? ভাবিয়া যখন কিছু স্থির জানা অসম্ভব, তখন ভাবনা অনাবশ্যক। বিশেষ রেবাকে তিনি কি শিখাইবেন? রেবার বুদ্ধির ও বিবেচনার পরিচয়ে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, রাজা যাহাই জিজ্ঞাসা করুন, রেবাকে তাহার উত্তর শিখাইতে হইবে না। এইরূপ বিশ্বাসই প্রেমের ফল—প্রেম প্রেমিকজনকে পরস্পরের সম্বন্ধে এইরূপে দৃঢ়বিশ্বাসবশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে শিখায়।

কাযেই সে কথা আর আবশ্যক বোধ হইল না।

তখন রেবা বলিল, "তুমি এতদিন আত্ম-পরিচয় দাও নাই কেন?"

অজয় সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে কি তুমি আমাকে অধিক ভালবাসিতে?"

রেবা উত্তর করিতে পারিল না। অজয় সিংহকে সামান্য সৈনিক জানিয়া সে তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসিয়াছে, তিনি রাজাধিরাজ জানিলে কি সে তাঁহাকে তাহার অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে পারিত? সে যে হৃদয়ের পূর্ণ প্রেমটুকুই সৈনিককে দিয়াছে—আর ত কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই! সে তাঁহাকে তাহার হৃদয়েশ্বরের আসনে বসাইয়াছে—কোন্ রাজরাজেশ্বরের

আসন তদপেক্ষা আদরণীয়; আজ অজয় সিংহ তাহার সমগ্র হৃদয় ব্যাপিয়া বিদ্যমান—তাহা তিনি সৈনিক বলিয়া নহেন—রাজভ্রাতা বলিয়া নহে; তাহার পতি—তাহার জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া। রেবা তাহা বুঝিতে পারিল। সে আর কি উত্তর দিবে?

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজসমীপে।

স্বামী তাঁহাকে সে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন বলিয়া রাণী সোৎসাহে অজয় সিংহের পত্নীর সম্বন্ধে রাজনির্দ্দিষ্ট কার্য্যে রত হইয়াছিলেন। তিনি উমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিয়া রেবাকে আনিতে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময় রাণী আপনার কথা ভাবিতেছিলেন। রাজা বলিয়াছেন, অজয় তাঁহাকে না জানাইয়া বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু তিনি বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষী; কারণ, অজয় ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে। তবে ত রাজা ভালবাসার সম্মান করিতে ভালবাসেন। কিন্তু হায়— তাঁহার ভাগ্যে কি স্বামীর সেই ঈপ্সিত ভালবাসালাভ ঘটিবে? রাণীর এখন কেবল সেই চিন্তা। উমাকে পাঠাইয়াও রাণী সেই কথা ভাবিতেছিলেন।

তিনি কতক্ষণ এইরূপ চিন্তাবিষ্টা ছিলেন তাহা তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই। উমা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি চিন্তালোক হইতে ফিরিলেন। উমা রেবার আগমনবার্ত্তা জানাইল।

রাজার অভিপ্রায় অনুসারে রাণী তাঁহাকে সে সংবাদ দিলেন।

রাজা আসিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে উপবেশন করিলেন। তখন রাণী রেবাকে আনিবার জন্য উমাকে উপদেশ দিলেন।

উমা যখন রেবাকে আনিতে আসিল, তখন প্রথম-পরিচয়-বিস্মিতা রেবা স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া উমা সরিয়া আসিল এবং কিছুক্ষণ পরে যাইয়া রেবাকে জানাইল, রাণী তাহাকে ডাকিতেছেন।

রেবা কক্ষের পর কক্ষ, অলিন্দের পর অলিন্দ অতিক্রম করিয়া উমার সহিত রাণীর সম্মুখে উপনীতা হইল। আসিয়াই সে হতাশ হইল—তাহার স্বপ্ন রচনা চূর্ণ হইয়া গেল। কক্ষ বহুমূল্য গৃহসজ্জায় সজ্জিত—স্বর্ণসূত্র-খচিত আস্তরণে আস্তৃত—গৃহে কুসুমের বাহুল্য, নানাজাতীয় কুসুমের ঘন সৌরভ কোমল দিবালোকে আলোকিত কক্ষ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। রাণী রত্নরাজিকিরণকর্ব্বুর আসনে উপবিষ্টা। তাঁহার অঙ্গে, বেশে ও কেশে নানা রত্ন দীপ্তি পাইতেছে। তিনি গম্ভীরভাবাবিষ্টা।

রেবা রাণীকে প্রণাম করিল। তিনি ত উঠিয়া আসিয়া তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন না! তিনি কেবল তাহাকে সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

রেবা ভাবিল, এ কি? রাণীর পদগর্ব্ব যদি তাঁহাকে আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত এইরূপ ব্যবহার করায়, তবে রাজা বা রাণী সুখী কিসে?

তাহার পর রাণী তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

রেবা উত্তর করিল। কিন্তু তাহার মনে হইল, রাণীর জিজ্ঞাসা কেবল লৌকিক আচাররক্ষা। তাহাতে আন্তরিকতার পরিচয়মাত্র নাই।

তাহার পর রাণী রেবার পিতার নাম ও তাহার বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

রেবা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল; কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উত্তরে তাঁহার কোন আগ্রহ নাই। সে যখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল—তিনি যেন তখন অন্যমনস্কা। রেবা ভাবিল,—এ কি? যদি উত্তর শুনিতে ইচ্ছা না থাকে, তবে প্রশ্ন করিবার সার্থকতা কি?

বাস্তবিক রাণী অন্য কথা ভাবিতেছিলেন। রাজা যেরূপ-ভাবে যে প্রশ্ন করিতে বলিয়াছিলেন, প্রশ্ন হইতে প্রশ্নান্তরে গমনের যে প্রণালী-নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—রাণী সেই সব ভাবিতেছিলেন। রাজার উপদেশের বা অভিপ্রায়ের তিলমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটে, রাণী সেই জন্যই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাই রেবা তাঁহার অন্যমনস্কভাব লক্ষ্য করিয়া বিস্মিতা হইতেছিল।

রাণী বলিলেন, "তুমি,বোধ হয়, জান না অজয় সিংহ রাজার অনুমতি না লইয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন।"

রেবা বলিল, "তিনি আমাকে সে কথা বলিয়াছেন।"

"সেইজন্য তাঁহার এ বিবাহ অসিদ্ধ।"

রেবা বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—"ধর্ম্ম সাক্ষী, তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছেন।"

রাণী বলিলেন, "সত্য; কিন্তু তুমি রাজভ্রাতার পত্নী বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিবে না।"

রেবার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছিল। সে বলিল, "আমাকে এ আদেশ করিবার ক্ষমতা আমার স্বামী ব্যতীত আর কাহারও নাই। তিনি স্বয়ং আমাকে না বলিলে আমি বিশ্বাস করিব না যে, এ আদেশ তাঁহার।"

রাণী পুনরায় বলিলেন, "তোমার ভরণপোষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে; কিন্তু রাজভ্রাতার পত্নীর সম্মান ও সমাদর তুমি পাইবে না,—তুমি সে পরিচয়ে পরিচিতা হইতে পারিবে না।"

রেবার মনে হইল, যেন তাহার হৃদয়-মন্দিরের দেব-প্রতিমাকে কে ধূলিবিলুণ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে—বিষম বেদনায় তাহার ভক্ত-হৃদয় অবসন্ন। সে উন্মত্তার মত বলিল, "ভরণ-পোষণ! হায়—আপনি নারী হইয়া—পত্নী হইয়া নারীকে—পত্নীকে এই অপমানের কথা বলিলেন? তিনি আমাকে চরণে স্থান না দেন, আমি দরিদ্র পিতার দুঃখিনী কন্যা পিতার কুটীরে ফিরিয়া যাইব—তথায় আমার আশ্রয় মিলিবে—তথায় কেহ আমাকে এমনভাবে অপমানিত করিতে পারিবে না। কিন্তু আমি একবার আমার স্বামীর মুখে তাঁহার আদেশ শুনিব।"

রেবার চক্ষুর সম্মুখে যেন দিবালোক নিবিয়া গেল। সে অবসন্নভাবে আসনে বসিয়া পড়িল।

রাজা পার্শ্বস্থিত কক্ষে—দ্বারান্তরাল হইতে সব লক্ষ্য করিতে-ছিলেন—সব শুনিতেছিলেন। তিনি আজ নারী-চরিত্রের এক নূতন রূপ দেখিলেন। তিনি রাণীকে দেখিয়াছেন—ঔদাস্য প্রতিমা,—স্নেহপ্রেমাদিভাবলেশবর্জ্জিতা,—আবেগবিহীনা; তিনি পার্ব্বতীকে দেখিয়াছেন,—আত্মস্থা,—সংযম-সাধন-সিদ্ধা,—কর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিতা; তিনি রেবাকে দেখিলেন,—ভাবাবেশ-বিহ্বলা,—প্রেমপ্রদীপ্তা,—প্রণয়সর্ব্বস্বা।

রাণী সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা বলিলেন, "তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।"

রাজা উঠিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন; অজয় সিংহকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন।

রাজার ক্ষুদ্র কথায় রাণী হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।" রাণী পুনঃ পুনঃ সেই কথা মনে করিতে লাগিলেন। তবে রাজা তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়াছেন! এই চিন্তায় রাণীর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এদিকে যথায় অজয় সিংহ একাকী নানা দুশ্চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলেন, তথায় সংবাদ আসিল,—রাজা তাঁহাকে ডাকিতে-

লেন। তিনি ব্যস্তভাবে ভ্রাতৃদর্শনে চলিলেন। তাঁহার মনে কত আশঙ্কা!

তিনি সম্মুখীন হইলে রাজা বলিলেন, "অজয় সিংহ, তুমি আমার বিনানুমতিতে বিবাহ করিয়াছ।" রাজার কণ্ঠস্বর স্থির—গম্ভীর।

অজয় সিংহ কোন উত্তর করিলেন না।

রাজা পুনরায় বলিলেন, "তুমি ইচ্ছা করিলে, রাজদুহিতা বিবাহ করিতে পারিতে।"

অজয় সিংহ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি আমার সেরূপ বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তখন আমি আমার অনিচ্ছার কারণ নিবেদন করিয়াছি।"

রাজা বলিলেন "এ বিবাহ তোমার যোগ্য নহে। তোমাকে এ পত্নী পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

অজয় সিংহ দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি যেন বিষম আঘাতে আহত হইলেন। তিনি ভ্রাতার চরণপ্রান্তে বসিয়া অতি কাতর-ভাবে বলিলেন, "আমি আপনাকে না জানাইয়া—আপনার বিনানুমতিতে বিবাহ করিয়াছি। আমার সে অপরাধের যে শাস্তি হয়, প্রদান করুন। আমি স্বয়ং সে অপরাধের জন্য অনুতপ্ত; কিন্তু আমাকে এ আদেশ করিবেন না।"

রাজা বলিলেন, "আমার অন্য আদেশ নাই।"

অজয় সিংহ বলিলেন, "আমাকে দূর হইয়া যাইতে বলেন,

আমি চলিয়া যাইব। কিন্তু যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহাকে ত্যাগ করিবার আদেশ দিবেন না।" দৃঢ়কায় বলবান অজয়সিংহ পবনহিল্লোলে অশ্বত্থ-পত্রের মত কম্পিত হইতেছিলেন।

রাজার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য দূর হইয়া গেল। তিনি সস্নেহে ভ্রাতার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "অজয়, ভাই—উঠ। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম। আমি তোমার এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিব।"

অজয় সিংহ ভ্রাতার চরণধূলি মস্তকে দিলেন।

রাজা বলিলেন, "যাও, তোমার পত্নীকে লইয়া আইস। আমি আমার ভ্রাতৃজায়াকে আশীর্ব্বাদ করিব।"

অজয় সিংহ সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া, কল্পিত নন্দন বিদলিত দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া রেবা যথায় বসিয়া ছিল, তথায় আসিলেন।

পতিকে দেখিয়া রেবার অভিমান ও দুঃখ উথলিয়া উঠিল।

অজয় সিংহ বলিলেন, "রেবা চল, রাজা ডাকিতেছেন।"

রেবার ব্যথিত অভিমান এইবার আত্ম-প্রকাশ করিল। সে বলিল, "আমাকে যে অপমান করিতে হয়—তুমি কর। তোমার কাছে আমার মান অপমান নাই। কিন্তু—" রেবা কাঁদিয়া ফেলিল, আর কিছু বলিতে পারিল না।

অজয় সিংহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিস্মিত হইলেন; রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রেবা? কি হইয়াছে?"

রেবা অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে বলিল, "তোমার জন্য রাজোদ্যানের কত ফুল ফুটিয়াছিল; তুমি প্রাসাদের ধূলির উপর পদদলিত করিবার জন্য কেন কানন-কুসুম চয়ন করিয়াছিলে?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "সে কি রেবা! তোমাকে কি আমি অপমান বা অবহেলা করিয়াছি?"

এই প্রশ্নে রেবার অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমিও সেই বিশ্বাসে তোমাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলাম। হায়—তখন যদি জানিতাম, প্রাসাদ-পাষাণ-প্রাচীরে কেবল নিষ্ঠুর কঠোরতা আবদ্ধ! তোমার পক্ষে যাহা ক্ষণিক আনন্দ, আমার পক্ষে যে তাহা জীবনের সব!"

অজয় সিংহ বুঝিলেন, যখন এ অঘটন ঘটিয়াছে, তখন ইহার কোন বিশেষ কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু রাজা অপেক্ষা করিতেছেন; আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তিনি স্নেহস্নিগ্ধ ভাবে রেবাকে বলিলেন, "তুমি ভুল বুঝিয়াছ। সে কথার আলোচনা দুইজনে পরে করিব। আমি তোমাকে অবহেলা করিব,—এ আশঙ্কাকে মনে স্থান দিও না। রাজা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমার সঙ্গে চল।"

রেবা চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে স্বামীর সহিত চলিল।

রাজ-সমীপে উপনীতা হইয়া রেবা রাজাকে প্রণাম করিল।

রাজা বলিলেন, "কল্যাণি, আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ

করিতেছি, তোমরা পরস্পরকে ও স্বজনগণকে সুখী কর আপনারা সুখী হও।"

তাহার পর রাজা বলিলেন, "তুমি যে ভাবে আজ প্রাসাদে আসিয়াছ, তাহা তোমার উপযুক্ত নহে। আমি শুভদিন দেখিয়া আমার ভ্রাতৃজায়াকে সসম্মানে আনিতে পাঠাইব।"

অজয় সিংহের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "অজয়, এই লও, তোমার পত্নীর অলঙ্কার।" তিনি আধারের আবরণ মোচন করিয়া আধার ভ্রাতাকে দিলেন; অলোক-সম্পাতে অলঙ্কারে বহুরত্নদীপ্তি প্রকাশ পাইল।

রেবা ভাবিল, এ মায়া-পুরীই বটে!

দশম পরিচ্ছেদ।

আশ্রম।

দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ডপ্রভাকরদীপ্ত নিদাঘ শেষ হইয়া গেল। আষাঢ়ের আকাশে জলভরা মেঘ তাহার তপ্ত অঙ্গে স্নিগ্ধতার সঞ্চার করিতে লাগিল। ধরাতল নবোদ্গত তৃণদলে মনোরম। সরসীর স্বচ্ছ জলে কোথাও বা নালোৎপলকান্তি, কোথাও বা প্রভিন্নাঞ্জনরাশিবৎ মেঘের প্রতিবিম্ব আপনার বর্ণ-সঞ্চার-রত। সমীরণ প্রস্ফুটিত কদম্বসর্জ্জার্জ্জুনকেতকীবনের সৌরভে সুরভিত, সশীকরাম্ভোধরসঙ্গ-শীতল। প্রকৃতির দৃশ্য নূতন।

রাজা অতি শীঘ্র আশ্রমনির্ম্মাণকার্য্য শেষ করাইতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। জলাশয়-খনন প্রথমেই সমাপ্ত হইয়াছিল। বর্ষার আরম্ভ হইতে না হইতে গৃহ-নির্ম্মাণ ও উদ্যান রচনা-কার্য্যও শেষ হইয়া গেল।

রাজা আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিতের আগমন-প্রতীক্ষায় পার্ব্বতী বিলম্ব করিতেছিল। তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিলেন।

পুরোহিত শুভদিন দেখিয়া আশ্রম-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতে

বলিলেন; বলিলেন, শুভকার্য্যে বিলম্ব করিতে নাই। তিনিও যত সত্বর সম্ভব, এ কার্য্য শেষ দেখিয়া পুনরায় যাত্রা করিবেন; এখনও তাঁহার কয়টি তীর্থ দর্শন করিতে অবশিষ্ট আছে।

দিন স্থির হইল। সকল উদ্যোগ শেষ হইল।

পার্ব্বতীর হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। যখন সে এইরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিত, তখন তাহার মনে হইত, সে আকাশ-কুসুমের স্বপ্নে বিভোর। দরিদ্র পুরোহিতের কন্যার পক্ষে বহুব্যয়সাধ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা একান্তই অসম্ভব। সে পিতাকে তাহার কল্পনার কথা বলিত; পিতাও সেই কথা বলিতেন—"এ কার্য্য বহুব্যয়সাধ্য; আমাদের ক্ষমতার অতীত।" পার্ব্বতী তখন কেবল ভাবিত, কিছুতেই কি এ কার্য্য সম্ভব হয় না? সে কত দিন নিশীথে জাগিয়া শুধু এই কথাই ভাবিয়াছে। সে কত দিন দেবমন্দিরে যাইয়া দেবতার নিকট এই কল্পনার কার্য্যে পরিণতি প্রার্থনা করিয়াছে।

এখন সেই সকল কথা পার্ব্বতীর মনে হইতে লাগিল। আজ তাহার আনন্দের মধ্যে দুঃখের এক কারণ বর্ত্তমান। যে তাহার সকল কার্য্যে সহানুভূতি করিত; যে তাহার সহিত কত দিন দেব-মন্দিরে যাইয়া তাহারই প্রার্থনার পুনরুক্তি করিয়াছে; যে তাহার সমস্ত স্নেহ অধিকার করিয়াছিল—আজ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রাকালে পার্ব্বতীর কেবল তাহার কথা

মনে হইতে লাগিল। সে আজ কোথায়? সে থাকিলে আজ তাহার কত আনন্দ হইত! সেই কথা মনে করিয়া পার্ব্বতী অশ্রুবর্ষণ করিত। বাস্তবিক এই আশ্রমরচনার কার্য্য আরব্ধ না হইলে—এই এক নূতন আকর্ষণ শোকের বেদনাকে সমাচ্ছন্ন না করিয়া দিলে, পার্ব্বতীর জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত।

আর আজ পার্ব্বতীর তরুণ হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া তাহার অদৃষ্টাকাশে দয়ার আদর্শ রাজার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পার্ব্বতী তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। তরুণ হৃদয়ের যে আকর্ষণ অতি পবিত্র, যাহা মানবকে দেবতার আসনে আসীন করাইয়া তাহার পূজা করে, যাহা মানুষকে আদর্শের সন্নিহিত করিতে সচেষ্ট হয়, —যাহার বিকাশ চিরমধুময়, যাহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে ভক্তের—সাধকের পুণ্যভাবে বিভোর হইতে হয়, সে সেই আকর্ষণে রাজার দিকে আকৃষ্টা হইতেছিল। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তাহার সে শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছিল;—সে ভক্তি গাঢ়তর ও সে আকর্ষণ প্রবলতর হইতেছিল। পার্ব্বতী তাঁহার দয়াগুণে আকৃষ্টা হইয়া তাঁহার সন্নিহিতা হইয়াছিল। দারুণ দুঃখে উভয়ের পরিচয়। কিন্তু সন্নিহিতা হইয়া সে দেখিল,—তাঁহার গুণের অবধি নাই।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন পার্ব্বতী আপনার পরিচিত গৃহে অসীম চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিতে লাগিল। যে গৃহের সহিত

তাহার জীবনের সকল স্মৃতি বিজড়িত,—যে গৃহে তাহার সকল আশা-নিরাশার অভিনয় হইয়াছে, পরদিন সে সেই গৃহ ত্যাগ করিবে। পরদিন সে পরিচিত পুরাতনের সকল বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বেচ্ছায় গৃহীত নূতন বন্ধনে আপনাকে বদ্ধ করিবে। সে যে পথের পথিক হইবে, সে পথ তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত; কেবল আশার উত্তেজনায় সে সে পথের পথিক হইতে চলিয়াছে; কেবল কল্পনার আলোকে সে পথ আলোকিত।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার যাতনার কারণও পার্ব্বতী বিস্মৃতা হইতে পারে নাই। যখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়—তখন সে বালিকামাত্র; আর তাহার ভ্রাতা তখন নিতান্ত শিশু। সেই অতর্কিত আঘাত তাহার বাল্যচাপল্য অপসৃত করিয়া তাহাকে কর্ত্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান দান করিয়াছিল; সে বালিকা পুত্তলখেলা ছাড়িয়া ভ্রাতার লালনপালনভার লইয়াছিল। রমণী-হৃদয়ে মাতৃত্বের যে ভাব বীজমধ্যে বৃক্ষের জীবনীশক্তির মত নিহিত থাকে তাহা আবশ্যককালে আত্মবিকাশ করে। রোগে, শোকে, বেদনায়, যাতনায় বালিকার যে ধৈর্য্য, যে সেবানিপুণতা সপ্রকাশ হয় তাহা বৃদ্ধের পক্ষেও চেষ্টালভ্য। জননীর মৃত্যুতে যখন পিতা সেই শিশু পুত্রকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন,

তখন সে তাহার সকল ভার লইল। পিতা অনিচ্ছায় একজন আত্মীয়াকে তাহার পালনভার দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; শিশুকে তিনি তাঁহার নিকট রাখিবেন, স্থির হইয়াছিল। সে কথা শুনিয়া পার্ব্বতী কাঁদিয়া পিতাকে সে সঙ্কল্প হইতে বিরত করাইয়াছিল আজ সেই সকল কথা পার্ব্বতীর মনে পড়িতে লাগিল।

আজ তাহার সেই স্নেহভাজন কোথায়? পার্ব্বতীর ব্যথিত হৃদয় হইতে দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া শীকরশীতল পবনে মিলাইয়া গেল। তাহার হৃদয়ও আজ সজলজলদাবৃত আকাশের মত;—তেমনই জলভরা, তেমনই স্বচ্ছান্ধকার।

সমস্ত দিন সে গৃহের দ্রব্যাদি সাজাইল—গুছাইল।

মৃত ভ্রাতার দ্রব্যাদি গুছাইবার সময় তাহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া সে সকলকে সিক্ত করিল। যেন তাহার শোক আবার নূতন হইয়া উঠিল। শোক কালজয়ী—সে সুযোগ পাইলেই সংযম-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

দ্রব্যাদি সাজাইতে—গুছাইতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল, তখন পার্ব্বতী যাইয়া শয্যায় শয়ন করিল। তখন বর্ষার মেঘে বর্ষণ আরব্ধ হইয়াছে; বারিপাত-শব্দের বিরাম নাই—বৈচিত্র্য নাই—বৈকল্য নাই। মধ্যে মধ্যে গুরুগম্ভীর ঘন-গর্জ্জনে গৃহের রুদ্ধ দ্বার ও বাতায়ন-কপাট কাঁপিয়া উঠিতেছে।

শয্যায় শয়ন করিয়া সে ঘুমাইতে পারিল না; তখনও তাহার কেবল ভ্রাতার সেই মৃত্যুসুপ্তমুখচ্ছবি মনে পড়িতে লাগিল। পার্ব্বতী কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিল।

তাহার পর সে আপনাকে আপনি বুঝাইয়া শান্ত করিল মাতৃহীনা পার্ব্বতীর অল্প বয়স হইতেই বুঝাইয়া শান্ত করিবার কেহ ছিল না! সে পিতার উপদেশ—শাস্ত্রের আদেশ স্মরণ করিয়া আপনার উচ্ছ্বসিত শোকাবেশ শান্ত করিল।

কিন্তু সে ঘুমাইতে পারিল না। জাগিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে বিরক্তি বোধ হইল; সে উঠিল। তখনও পার্শ্বের কক্ষে তাহার পিতা সাত্ত্বিস্নিগ্ধ সুখনিদ্রায় অভিভূত; সে নিদ্রায় দুশ্চিন্তাদুঃখলেশ বর্জ্জিতহৃদয় ব্যক্তিরই অধিকার।

প্রত্যূষে উঠিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত দেখিলেন, পার্ব্বতী স্নানের পর সন্ন্যাসীর গৈরিকবাস পরিধান করিয়াছে। সে বসনে তাহার মূর্ত্তি সমধিক পুণ্যসমুজ্জ্বল দেখিতেছে।

কিন্তু কন্যার সেই বেশ দেখিয়া পিতার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। এ যে সন্ন্যাসীর বেশ! আজ যদি পার্ব্বতীর জননী বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে ঘটনাস্রোত কোন্ পথে প্রবাহিত হইত? পুরোহিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; কিন্তু কন্যাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

সে দিন প্রভাতেই রাজা আশ্রমগৃহে গমন করিয়াছিলেন। সকল ব্যবস্থা উপদেশানুযায়ী হইয়াছে কি না, তিনি স্বয়ং তাহা

দেখিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, কোন অনুষ্ঠানে কোনরূপ ত্রুটি না থাকে।

আজ তাঁহার স্বপ্ন-মন্দির কল্পনালোক হইতে বাস্তবের রাজ্যে আসিয়াছে। তিনি অত্যন্ত যত্নে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; শেষে তাহাতে সামান্য ত্রুটি না রহিয়া যায়। অনুচরবর্গ পূর্ব্বেই সকল আয়োজন শেষ করিয়া রাখিয়াছিল—সুতরাং কোনরূপ অসম্পূর্ণতার জন্য রাজার আনন্দ আজ ক্ষুণ্ণ হইল না।

আজ যেন প্রকৃতিও সদয়। প্রত্যুষেই বর্ষণের শেষ হইয়া গিয়াছে; সঞ্চিত মেঘমালা প্রভাত-পবনে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া রবিকরবিকাশের সুযোগ দিয়াছে; তরুণ রবির কিরণ বৃষ্টিস্নিগ্ধ প্রকৃতির মুখে আনন্দাশ্রুস্নিগ্ধা যুবতীর অধরপল্লবে মৃদুমধুর হাসির মত দেখাইতেছে; তরুলতা বারিপাতে সতেজ; সম্মুখে সরসীবক্ষ প্রভাতপবনোদ্গত বীচিমালায় আন্দোলিত—যেন বালিকা হৃদয় প্রথমপ্রেমানুভূতিতে অজানা আনন্দে—আশায় ও আশঙ্কায় কেবল চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে; আজ কয়দিন পরে বৃষ্টির বিরামে বিহগকুল দিবালোকপুলকিত-হৃদয়ে গান করিতেছে; রাজার হৃদয়ের আনন্দ যেন আজ প্রকৃতিতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আজ আশ্রমপ্রতিষ্ঠাদর্শনাশায় কুতূহলী জনতা নগর হইতে সমাগত হইয়াছে; যত বেলা বাড়িতেছে, তাহাদের সংখ্যা তত বর্দ্ধিত হইতেছে।

দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইতে না হইতে বৃদ্ধ পুরোহিত পার্ব্বতীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। আজ প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মধ্যে,—এই আশ্রমগৃহে পুণ্যাম্বরধারিণীকে দেখিয়া সমাগত জনতা আনন্দে ও শ্রদ্ধায় বিহ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে দৃশ্যে রাজার হৃদয়ে যে পুলক-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া গেল, তাহা বিদ্যুৎ-প্রবাহেরই মত অতর্কিত—তেমনই প্রবল—তেমনই সর্ব্বত্রসঞ্চারী—তেমনই সমগ্রহৃদয়ব্যাপী।

তাহার পর যথানিয়মে আশ্রমপ্রতিষ্ঠাকার্য্য নিষ্পন্ন হইল বৃদ্ধ পুরোহিত স্বয়ং পৌরহিত্য করিলেন। রাজা সাগ্রহে ভক্তিপূত হৃদয়ে সে কার্য্য শেষ করিয়া মনে করিলেন, তাঁহার রাজকার্য্যের এই এক অংশ এত দিন অসম্পূর্ণ ছিল—আজ তাহা সম্পূর্ণ হইল।

রাজার প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অপরাহ্ন হইল। আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পর সমাগত দরিদ্রদিগকে আহার্য্য প্রদান করা হইল। রাজা স্বয়ং সে কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিলেন। কর্ম্মচারীরা কেহ কেহ তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি অভুক্ত; প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। আমরা এ কার্য্য শেষ করিতেছি।" উত্তরে রাজা বলিলেন,"এই সকল দরিদ্র প্রজা বহুকষ্টে উদরান্নের সংস্থান করে আজ ইহাদিগের আনন্দদর্শনে যে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে পারিব না।"

রাজা যখন প্রাসাদাভিমুখগামী হইলেন, তখন আকাশে আবার মেঘসমাগম হইতেছে; দিবালোক ম্লান। তিনি প্রাসাদে উপনীত হইতে না হইতে পুনরায় বর্ষণ আরব্ধ হইল।

রাণী পরিচারিকার নিকট আশ্রম-প্রতিষ্ঠার বিবরণ শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "হায় কেন আমি তথায় যাইতে চাহি নাই?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, কই রাজা ত তাঁহাকে যাইতে বলেন নাই! তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পতির পুণ্য কার্য্যে কি তাঁহার অধিকার নাই?

তৃতীয় খণ্ড।

ফুল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দূত।

বর্ষার শেষ সময় একদিন মধ্যাহ্নে রাজা সংবাদ পাই অতিরিক্ত বর্ষণে বিপুলবারিপ্রবাহচঞ্চলা তরঙ্গিণী কূল ছাপ উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। কূল ছাপাইলে জলরাশি ন কণ্ঠ প্লাবিত করিবে। সর্ব্বাগ্রে আশ্রমগৃহপ্রাঙ্গণ জলমগ্ন হইবে। রাজা সংবাদ পাইয়াই কর্ম্মচারীদিগকে যাহাতে জল সহজে কূল ছাপাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং সে কার্য্যের পরিদর্শনকল্পে যাত্রা করিলেন।

রাজা নদীতীরে উপস্থিত হইববার পূর্ব্বেই দূর হইতে জল-কল্লোল শুনিতে পাইলেন। তিনি আশ্রম-সন্নিহিত হইয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা যেমন রমণীয়—তেমনই ভীষণ। যে জল-বেণীরম্যা স্রোতস্বতী অন্য সময় নগরনিতম্বে কাঞ্চীবৎ শোভা-পায়—যাহার মধুর কলগান অলঙ্কারসিঞ্জিতেরই মত প্রতীয়-মান হয়—আজ তাহার এ কি মূর্ত্তি? নদীগর্ভস্থ শিলারাশি আজ জলমগ্ন—বিপুল বারিপ্রবাহ ভীষণ বেগে উন্মত্তের মত বহিয়া যাইতেছে—তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে; যেন ভৈরবী তাণ্ডব নৃত্যে উন্মত্তা হইয়াছে। দূরে কোথায় কূল প্লাবিত হইয়াছে। মৃত ও জীবিত জীব জলস্রোতে ভাসিয়া

যাইতেছে; উদ্ধারের উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে, বর্ষণসিক্তপক্ষ বিহঙ্গম কোনরূপে জলে পড়িয়া আর উঠিতে পারিতেছে না। রাজধানীর নিম্নে দারুময় সেতু জলপ্রবাহবেগে কম্পিত হইতেছে—বুঝি এখনই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

রাজা স্বয়ং কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। শ্রমজীবীরা মৃত্তিকা বা বালুকাপূর্ণ বস্ত্রনির্ম্মিত আধার আনিয়া কূলে সজ্জিত করিতে লাগিল। আত্মরক্ষাতৎপর নগরবাসীরা আসিয়া সে কার্য্যে যোগ দিল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ কার্য্য চলিল। সন্ধ্যার সময় সকলেই স্বীকার করিলেন, জল আর বাড়িতেছে না; সম্ভবতঃ অতিরিক্ত বারি প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। রাজা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি কূলে প্রহরীর ব্যবস্থা করিয়া প্রাসাদে ফিরিবেন, স্থির করিলেন। প্রহরীরা নদীর অবস্থা লক্ষ্য করিবে, যদি জলরাশি আবার বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে, বা বারিবেগ বর্দ্ধিত হয়, তবে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে ও তত্ত্বাবধায়কে সংবাদ দিবে। তিনি শ্রমজীবিগণকে প্রস্তুত রাখিবার জন্য কর্ম্মচারীকে উপদেশ দিলেন।

তাহার পর তিনি প্রত্যাবর্ত্তনপর হইলেন। তখন তিনি বারিপাতে সিক্তবেশ; শ্রমজীবিগণের সহিত কার্য্য করায় তাঁহার করতল মলিন।

আশ্রমদ্বার হইতে রাজা দেখিলেন, আশ্রমবাসিনীর গৃহে

অলিন্দে আলোক জ্বলিতেছে; আর সেই অলিন্দে আশ্রঃ
নীর গৈরিক অঞ্চল পবনে বিকম্পিত হইতেছে। পার্ব্বতী
কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিল।

রাজার ইচ্ছা হইল, আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আশ্রমের :
হইয়া যাইবেন। তিনি কিছু কাল আশ্রমে আইসেন
আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর তিনি অন্য নানা কার্য্যে আপনাকে ·ব
রাখিয়াছেন। তিনি আপনার হৃদয়দুর্গে—একপার্শ্বে যে ক্ষুদ্র-
ছিদ্র-সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার নিবারণ-চেষ্টায় চেষ্টিত
ছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, যেমন করিয়াই হউক, এ দুর্ব্বলতা
দূর করিতে হইবে। তাই তিনি আর আশ্রমে আইসেন নাই।
আজও তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন না।

গৃহে আসিয়া রাজা সংবাদ পাইলেন, শঙ্কর সিংহ ফিরিয়া
আসিয়াছেন।

শঙ্কর সিংহ প্রাসাদে রাজাকে না পাইয়া গৃহে গিয়াছিলেন;
সংবাদ রাখিয়া গিয়াছিলেন,—অল্পক্ষণ পরেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

রাজা ভাবিতে ভাবিতে সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিলেন। অজ্ঞাত
আশায় ও আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় জলকল্লোল-মুখরিত—তরঙ্গ-
ভঙ্গ-ভীষণ স্রোতস্বতীর মত অস্থির হইয়া উঠিল। না জানি
শঙ্কর সিংহ কি সংবাদ আনিয়াছেন! তিনি দুষ্কর কার্য্যে
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন;—তাহার ফল—হয় রাজপুত-গৌরবের
উদ্ধার, নহে ত তাঁহার সর্ব্বনাশ। কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রয়ো-

চনায় তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজ তাহার ফল জানা যাইবে। আজ হয় আশার উৎস উৎসারিত হইবে, নহে ত ধ্বংসের প্রলয় ঝটিকা গর্জ্জিয়া আসিবে। দুই পথেই বিপদ বিদ্যমান।

ভাবিতে ভাবিতে রাজা সজ্জাগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, বিশ্রামগৃহে চিন্তাচঞ্চলচিত্তে শঙ্কর সিংহের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন কত বিলম্ব হইতেছে; প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন প্রহরের মত দীর্ঘ হইয়াছে। প্রতীক্ষায় ও আশঙ্কায় সময়ের গতি মন্থর বোধ হয়।

কোথাও সামান্য শব্দ হইলে রাজা চমকিয়া চাহেন, বুঝি শঙ্কর সিংহ আসিতেছেন। দূরে কেহ কথা কহিলে তিনি মনে করেন, শঙ্কর সিংহ প্রহরীর সহিত কথা কহিতেছেন।

সকলেরই শেষ আছে; রাজার প্রতীক্ষারও শেষ হইল - শঙ্কর সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। শঙ্কর সিংহ উপবেশন করিলেন।

উভয়েই নীরব।

রাজা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন,—না জানি কি সংবাদ পাইবেন! তিনি তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন! শঙ্কর সিংহ ভাবিতেছিলেন, কিরূপে সংবাদ দিবেন—কিরূপে কথার আরম্ভ করিবেন? তিনি জানিতেন, তিনি যে কার্য্যের জন্য দূতরূপে গিয়াছিলেন,

সে কার্য্য রাজার অতি প্রিয়—সে কার্য্য সিদ্ধ না হইলে অত্যন্ত মনোবেদনা পাইবেন। তাই তিনি ভাবিতেছিলে বিষদন্ত উৎপাটিত করিয়া কিরূপে বিষধরকে রাজার উপস্থিত করিবেন?

শেষে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শঙ্কর সিংহ সংবাদ শঙ্কর সিংহের ভাব দেখিয়া তিনি মনে করিতেছিলেন,. অবসর অল্প।

শঙ্কর সিংহ ধীরে ধীরে আপনার কার্য্য-বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। রাজধানী ত্যাগ করিয়া তিনি কোন্ পথে কোথায় গমন করিয়াছিলেন, কোন্ রাজার পর কোন্ রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কি কি উপায়ে কাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, কাহার সহিত কিরূপ কথা হইয়াছিল—শঙ্কর সিংহ ক্রমে ক্রমে সেই বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন।

রাজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শঙ্কর সিংহের মুখে সংস্থাপিত। তিনি স্থির হইয়া সেই বিবরণ শুনিতে লাগিলেন

শঙ্কর সিংহের সে বিবরণ শেষ করিতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বৃদ্ধ পুরোহিত সত্যই বলিয়াছেন,—ভীতির স্পর্শ বিষবৎ কার্য্য করে; তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। রাজপুতের তাহাই হইয়াছে।"

রাজপুত রাজাদিগের মধ্যে কয়জনমাত্র এ অনুষ্ঠানে যোগ

দিতে সম্মত হইয়াছেন। আর সকলেই অসম্মত। কেহ আশঙ্কায় শঙ্কিত। কেহ মোগলের প্রসাদভিক্ষারত। কেহ বা অভিমানহেতু একজন ক্ষুদ্ররাজ্যশাসকের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনিচ্ছুক।

রাজা শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, "তোমার সহিত অনেক কথা আছে।"

উভয়ে একত্র আহার করিলেন।

আহারের পর আবার উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল। শঙ্কর সিংহের বিবরণ-বিবৃতি-কালে রাজা স্থির হইয়া সব শুনিয়াছিলেন; কোন প্রশ্ন করেন নাই। এক্ষণে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিয়া সকল বিষয় বিশদ করিয়া লইতে লাগিলেন। শঙ্কর সিংহ একে একে সে সকল প্রশ্নের উত্তর করিতে লাগিলেন।

যাঁহারা শক্তি-সঙ্ঘে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের বল কিরূপ,—তাঁহাদিগের নিকট কার্য্যকালে কিরূপ সাহায্যের আশা করা যাইতে পারে; যাঁহারা এখনও দোলাচলচিত্ত—সঙ্ঘে যোগদান করিবেন কি না স্থির করিতে পারেন নাই—তাঁহাদিগের শক্তির পরিমাণ কিরূপ; তাঁহাদিগকে পক্ষভুক্ত করা সম্ভব কি না; যাঁহারা সঙ্ঘে যোগ দিবেন, তাঁহাদিগের অভিমত—রাজা এই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর সিংহের উত্তরে রাজা স্পষ্ট বুঝিলেন—স্বার্থের বিষে

রাজপুত রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ,—স্বার্থসহচর আশঙ্কা রাজপুতদিগকে কাপুরুষ করিয়াছে,—স্বার্থসঞ্জাত চিন্তা তাঁহাদিগের ভাবাবেশের চিহ্ন রাখে নাই। এ রোগের ঔষধ কি? বিষম—ভেষজ স্বার্থত্যাগ। তিনি জানিতেন,—যত যাইবে তত ব্যাধির বিস্তারে সমস্ত সমাজ শক্তিহীন হইবে, ভাবের প্রাধান্য দূর হইবে—তত স্বার্থসহচর হীনতা ও সাহসে দীনতা আনয়ন করিবে। যত বিলম্ব হইবে, তত তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধির পথ বিঘ্নবিষম হইবে; রাজপুত তত আদর্শ-ভ্রষ্ট—হীন হইবে; তাহার উদ্ধার-সাধন তত দুষ্কর হইয়া উঠিবে; আবার মোগল ততই তাহার শক্তি দৃঢ় করিবে—ততই ছলে, বলে, কৌশলে রাজপুত রাজশক্তিতে তাহার সিংহাসনে শৃঙ্খলিত করিয়া প্রসাদে তুষ্ট রাখিবে; লোক ততই মোগল-প্রাধান্যে অভ্যস্ত হইবে।

ভেষজ-প্রয়োগে বিলম্বে বিপদ বাড়িবে, এ কথা রাজা বুঝিয়াছিলেন। রাজপুত ইহারই মধ্যে এত দূর অধঃপতিত—জড়ত্বজর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রতাপ সিংহের আদর্শেও তাহার রাজপুত-গৌরব-সংরক্ষণ-চেষ্টা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে নাই। তাহাকে উৎসাহিত করিতে আরও আদর্শের প্রয়োজন।

রাজা যখন রাজপুতের ভবিষ্যৎ চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন, শঙ্কর সিংহ তখন আরও একটি কথা ভাবিতেছিলেন। সে কথা তিনি পর্য্যটন-কালেও ভাবিয়াছেন,—ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "যদি এ কথা মোগল রাজসভায় প্রকাশ পায়, তবে আমাদের বিপদ অনিবার্য্য।"

রাজা বলিলেন, "এ কথা প্রকাশ পাইবে। তুমি রাজপুতকে যেরূপ অধঃপতিত দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা রাজপুতের হৃদয়ে হীনতাবিকাশের ফল। সে হীনতা রাজপুতকে, দেশের জন্য নহে, আপনার হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য, মোগলের আশ্রয় লইতে প্ররোচিত করিয়াছে। অধঃপতিত রাজপুত এ কথা প্রকাশ করিয়া সে আশ্রয় স্থির রাখিতে ব্যাগ্র হইবে। একজন নহে, দশজন রাজপুত মোগলকে এ সংবাদ দিবে।"

রাজার কথা শুনিয়া শঙ্কর সিংহ বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিলেন,; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে আমাদের উপায় ?"

রাজা কোন উত্তর করিলেন না; কেবল তাঁহার চিন্তাগম্ভীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

উপবনে বিহগ-বিরাব শ্রুত হইল। উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, আলন্দে মুক্তবাতনয়নপথে দিবালোক প্রবেশ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একি?

রাজা কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া ভৃত্যকে অশ্ব সজ্জিত করিয়া আনিতে উপদেশ দিলেন।

শঙ্কর সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রমণে বাহির হইবেন?"

রাজা উত্তর করিলেন, "নদীতীরে কার্য্য পরিদর্শনে যাইব।"

রাজা মুখ প্রক্ষালনের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শঙ্কর সিংহ ভাবিলেন, এ কি মানুষ না দেবতা? সঙ্গে সঙ্গে রাজার ভবিষ্যৎ বিপদের কথা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া ...

রাজা ফিরিয়া আসিয়া জানিলেন, অশ্ব প্রস্তুত। তিনি শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, "সমস্ত দিন পথশ্রমের পর নিশাজাগরণে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইল। কথা কহিতে কহিতে আমি সে বিষয় বিবেচনা করি নাই। যাইয়া বিশ্রাম কর।"

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "আপনি সমস্ত দিন গুরু শ্রম করিয়া আবার সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছেন; এখনই আবার যাইতেছেন। বিশ্রাম করিলে ভাল হইত না?"

মৃত্যু-মিলন।

রাজা হাসিলেন, বলিলেন, "আমার বিশ্রাম চিতায় বা রণক্ষেত্রে।"

"এত শ্রম শরীরে সহিবে না। অনভ্যস্ত শ্রমে শীঘ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে।"

"শঙ্কর সিংহ, আপনার সুখের জন্য বহুদিন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট ছিলাম। এখন কি আবার স্বাস্থ্যের জন্য কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব?"

"একবার সংবাদ লইলে হইত।"

"স্বয়ং না দেখিলে তৃপ্ত হইতে পারিব না। বন্যায় হয় ত কোথাও কাহারও কোন ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।"

"কর্ম্মচারীরা সংবাদ দিবে।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "কর্ম্মচারীরা দুঃখী প্রজার ক্ষতির কথা রাজার শ্রবণযোগ্য মনে করে না। ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি।"

রাজা শঙ্কর সিংহের নিকট বিদায় লইয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

শঙ্কর সিংহ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তিনি রাজার প্রকৃতি নখদর্পনে দেখিতে পারিতেন। বলিতে গেলে, রাজার কোন কথাই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি শৈশব হইতে রাজার সঙ্গী। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন, মাত্রা-লক্ষা সত্যই রাজগুণে বিভূষিত। কিন্তু তাহার পর রাজার ব্যবহারে সে বিশ্বাস—সে ধারণা সন্দেহ-সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার পর এখন আবার সেই বিশ্বাস মেঘমুক্ত মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন সন্দেহ আসিয়াছে। শঙ্কর সিংহ দৌত্যকার্য্য-ব্যপদেশে রাজপুতানার বহু রাজসভায় উপনীত হইয়াছেন—বহু রাজচরিত্র অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহাদের রাজসজ্জা কেবল অসারতার আবরণ—সৈন্যসজ্জা কেবল কাপুরুষতাকে আবৃত রাখিয়াছে—বাহুল্য কেবল নীচতাকে লুক্কায়িত করিয়াছে! তাই—সেই অভিজ্ঞতার ফলে রাজার রাজগুণ-সকল তাঁহার নিকট প্রদীপ্ততর প্রতীয়মান হইয়াছে—তাঁহার রাজার প্রতি তাঁহার ভালবাসা ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

তাই আজ শঙ্কর সিংহের মনে হইতে লাগিল, একাধারে এত গুণ আর কোন্ রাজার আছে? কোন্ মানবে এত দেবোচিত গুণ বিদ্যমান? কে তাঁহার রাজার মত কর্ত্তব্য-পরায়ণ।

এদিকে রাজা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। রাজপথ আশ্রম-গৃহের প্রাঙ্গণপ্রাচীরসন্নিকটে সেতুমূলে সংলগ্ন হইয়াছে। রাজা সেই স্থানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন।

সম্মুখে নদী। জল নামিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু দীর্ঘ-রজনীব্যাপী প্রবাহেও অতিরিক্ত বারিরাশি শেষ হইয়া যায় নাই—প্রবাহ প্রবল। এখন খরস্রোতে উন্মূলিত তরু-লতা-গুল্ম ভাসিয়া যাইতেছে; এখনও প্রবাহ কোন্ দূর পথ হইতে

গতপ্রাণ জীব-দেহ ভাসাইয়া আনিতেছে; এখনও দুই একটি জন্তু জলে পড়িয়া উদ্ধারের জন্য নিষ্ফল চেষ্টায় চেষ্টিত হইতেছে। কূলে স্থানে স্থানে মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শ্রমজীবীরা—কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশমতে সেই সকল স্থানে সংস্কার-কার্য্যে নিযুক্ত; কূলে কোথাও একবার মৃত্তিকা ধসিয়া পড়িলে ভাঙ্গন বাড়িতেই থাকে—জলতাড়নে শিথিলমূল মৃত্তিকা স্তূপে স্তূপে জলগর্ভে নিপতিত হয়। তাই ভাঙ্গন ধরিলেই সংস্কারের প্রয়োজন। কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতুও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া রাজা দেখিলেন, আশ্রমসীমার মধ্যে একস্থানে নদীকূলে কতকগুলি শ্রমজীবী কার্য্য করিতেছে। কারণ সন্ধান করিয়া তিনি জানিলেন, সে স্থানে মৃত্তিকা ধসিয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য স্থান পর্য্যবেক্ষণের পর রাজা সেই স্থানের কার্য্যপরিদর্শনাভিপ্রায়ে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

আশ্রম-দ্বারে তিনি যেন সামান্য চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিলেন—যেন মন্দানিলস্পর্শে সরসী-সলিল সামান্য কম্পন অনুভব করিল; রাজা ভাবিলেন,—অদৃষ্টের এ কি গতি? আমি যাহা পরিহার করিতে চাহি,—আমার নিয়তি আমাকে তাহারই সান্নিধ্যে নীত করিতেছে! যাহাই হউক, চিত্ত জয় করিতেই হইবে,—বাসনাবহ্নির লেশমাত্র প্রকাশিত হইতে না হইতে তাহাকে চরণচাপে নির্ব্বাপিত করিতে হইবে, হৃদয় দগ্ধ হয়,—

হবে। এইরূপ মনে করিতে করিতে রাজা আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

রাজা প্রাঙ্গণ-সীমায় যে স্থানে শ্রমজীবীরা কার্য্য করিতেছিল, সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহার মনে পড়িল, কিছুদিন পূর্ব্বে—আশ্রমগৃহ নির্ম্মাণকালে একদিন প্রভাতালোকে সেই স্থানে শিলাসনে বসিয়া তাঁহার জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি সহসা হৃদয়ে নূতন ভাব লক্ষ্য করিয়া ভীতিতাড়িত জনের মত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সেই কথা মনে করিয়া তিনি কেমন অন্যমনস্ক হইলেন। তিনি সত্বর পর্য্যবেক্ষণ শেষ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপরায়ণ হইলেন।

রাজা আসিয়াছেন, জানিয়া পার্ব্বতী তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল; পথে রাজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। রাজা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কিন্তু চক্ষু আপনি নত হইয়া আসিল। তিনি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, পার্ব্বতীর নয়নে অপূর্ব্ব দীপ্তি দীপ্ত হইয়া হইয়া উঠিল। তিনি দেখিতে পাইলেন না—পার্ব্বতীর দৃষ্টি ক্ষিতিতললগ্ন হইল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে বল্গাকর্ষণে অস্থির অশ্বের মত চঞ্চল চিত্ত সংযত করিয়া পার্ব্বতীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

পার্ব্বতীর উত্তর শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না,—তাহার কণ্ঠস্বর কেন কম্পিত।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "অনাথদিগকে দেখিবেন কি?"

রাজার ইচ্ছা হইল বলেন, সময় নাই আর একদিন আসিয়া দেখিবেন। কিন্তু, তিনি যতই ফিরিতে চাহিলেন—অলক্ষিত আকর্ষণ তাঁহাতে ততই আকৃষ্ট করিতে লাগিল। তিনি পার্ব্বতীর সঙ্গে অনাথদিগকে দেখিতে চলিলেন। তখন আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ মধ্যে মধ্যে রবিকর মলিন করিতেছে। আশ্রম-গৃহের দীর্ঘ দীঘিকায় রাজহংসের শুভ্র দেহ বারিপাতে তুষার-ধবল দেখাইতেছে। আশ্রমগৃহের উদ্যানের শ্যাম শোভায় স্নিগ্ধতা সঞ্চারিত হইয়াছে।

রাজা একে একে অনাথদিগের সংবাদ লইতে লইতে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে চলিলেন।

তখনও অনাথাশ্রমের অধিবাসীর সংখ্যা অধিক হয় নাই। লোক এরূপ অনুষ্ঠানে অনভ্যস্ততাহেতু আশ্রমে আশ্রয় লইতে সংশয় ও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। ক্রমে দুই একটি করিয়া লোক আসিতেছিল। আর পার্ব্বতী কয়টি দরিদ্র শিশুকে পালন করিতেছিল।

রাজাকে সমাগত দেখিয়া অনাথদিগের মুখ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজা তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়া শিশু-দিগকে দেখিতে আসিলেন। তাহাদের মুখে—চক্ষুতে আনন্দ-দীপ্তি—পার্ব্বতীকে দেখিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। যেন তরুণ অরুণ-কিরণে কমলকলি বিকশিত হইয়া উঠিল। সকলে

আসিয়া পার্ব্বতীকে বেড়িয়া ধরিল, পার্ব্বতী একে একে তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদের মুখচুম্বন করিল।

রাজা মুগ্ধ নেত্রে সেই দৃশ্য দেখিলেন। বুঝি তাঁহারও অজ্ঞাতে তাঁহার হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রান্ত হইতে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

রাজা যখন গমনোদ্যোগ করিলেন তখন বর্ষার মেঘে আবার বর্ষণ আরব্ধ হইয়াছে। অগত্যা রাজাকে আরও বিলম্ব করিতে হইল।

কিন্তু ক্রমেই মেঘের সমাগম হইতে লাগিল—স্বচ্ছ জলদজাল ঘনীভূত হইয়া গগন হইতে দিবালোক মুছিয়া দিবার উপক্রম করিল। রাজা বুঝিলেন, শীঘ্র বর্ষণ শেষ হইবে না। তিনি সত্বর আশ্রম ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিলেন। তিনি আপনি আপনাকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। শেষে সেই বৃষ্টির মধ্যেই তিনি প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন। তেজস্বী অশ্ব কশাস্পর্শমাত্র বেগে প্রাসাদাভিমুখগামী হইল।

রাজা ফিরিয়া দেখিলেন মন্ত্রী নানা কার্য্যের উপদেশ লইতে উপস্থিত। সমস্তদিনব্যাপী পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠা—তাহার 'পর দীর্ঘ নিশায় জাগরণ ও চিন্তা; রাজা শ্রান্তি বোধ করিতেছিলেন। তাঁহার একবার মনে হইল, মন্ত্রীকে সময়ান্তরে আসিতে বলেন। কিন্তু তিনি আপনাকে কর্ত্তব্য-মন্দিরে

বলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি কার্য্য লইয়া ব্যস্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় শঙ্কর সিংহ আসিয়া দেখিলেন, রাজার মুখে শ্রান্তির প্রগাঢ় ছায়া সুস্পষ্ট। তিনি রাজাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া অল্পক্ষণমধ্যেই বিদায় লইলেন।

রাজা কার্য্যব্যপদেশ প্রায় মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে শয়ন করিতে যাইতে পারিতেন না। আজ তিনি সে সময়ের পূর্ব্বে কার্য্য ত্যাগ করিয়া বিশ্রামলাভপ্রয়াসী হইলেন।

অন্তঃপুরে দীর্ঘ পথকক্ষের দক্ষিণে শয্যাগৃহ। উত্তরে একটি বিশ্রাম গৃহ—সেই কক্ষে কার্য্য করিতে করিতে রাজা নিদ্রিত হইতেন। আজও তিনি সেই কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

নিশাবসানের কিছু পূর্ব্বে চরণে কোন বস্তুর স্পর্শ বোধে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, রাণী তাঁহার চরণ-প্রান্তে উপবিষ্টা ছিলেন—তাঁহাকে জাগিতে দেখিয়া উঠিলেন।

রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণী, কি আবশ্যক ?"

অতি দ্রুত "কিছু নহে" বলিয়া রাণী কক্ষ ত্যাগ করিলেন। কোমলজ্যোতিঃ আলোকে রাজা তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে হইল, রাণীর কণ্ঠস্বর যেন বিকৃত।

রাজা আবার ডাকিলেন, "রাণী"! কোনও উত্তর পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে পড়িল, পূর্ব্বেও একদিন জাগিয়া মনে হইয়াছিল, যেন কে কক্ষ ত্যাগ করিল।

রাজা শয্যাত্যাগ করিয়া যাইয়া দেখিলেন, রাণী শয়ন-মন্দিরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শয্যায় উপবেশন করিয়া সহসা তাঁহার বোধ হইল—যে স্থানে তাহার চরণ ছিল, সে স্থানে শয্যা সিক্ত রাণী কি কাঁদিয়াছেন?

রাজা ভাবিলেন, একি? সব যেন প্রহেলিকার মত বোধ হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিধুরা।

রাজার নিকট হইতে যাইয়া রাণী শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল ; তিনি আপনাকে আপনি সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

তিনি উচ্চ আদর্শের আশা করিয়া হতাশ-বেদনায় আপনার প্রেমকে সংযত—সংহত করিয়া আপনি কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। তাহার পর এখন যখন সেই আদর্শ বাস্তবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, তখন—হায়, তখন তিনি কিছুতেই আপনার কথা বলিতে পারিতেছেন না—তখন তৃপ্তির কূলে অতৃপ্ত পিপাসা তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছে। উপাসিকা বহু যত্নে উপাস্যকে ধ্যান করে ; যখন সেই উপাস্য—সেই বাঞ্ছিত—সেই চির-প্রার্থিত সম্মুখে, তখন—তখন যদি আশায় ও আনন্দে উদ্বেল হৃদয় আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিয়া নূতন যাতনায় ব্যথিত হয়—তবে সে উপাসিকার মত দুঃখী কে ? রাজার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাণীরও অসাধারণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—রাজার চরিত্রে রাজগুণ যেমন সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, রাণীর হৃদয়ে তেমনই প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু

হায়!—রমণীসুলভ লজ্জা আজ পদে পদে তাঁহার সেই প্রেম, সেই শ্রদ্ধা, সেই ভক্তি প্রকাশের অন্তরায় হইতেছিল।

তিনি কেমন করিয়া আপনার তৃষিত হৃদয়ের কথা রাজাকে জানাইবেন? আজ কত দিন হইতে এই চিন্তা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। কত দিন তিনি নিশীথে শ্রান্ত, নিদ্রাভিভূত স্বামীর চরণতলে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন! তিনি আপনার হৃদয়ের স্পন্দনে আপনি শঙ্কিতা হইয়াছেন—পাছে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইয়াছে,—তিনি দেখিলে কি ভাবিবেন? আর?—আর যদি তিনি তাঁহার মনোভাব বুঝিতে না পারেন? তবে সে দুখ, সে লজ্জা, সে বেদনা তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? তাই তিনি যখনই রাজার সুপ্তিলোপ-সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়াছেন—তখনই চলিয়া আসিয়াছেন, আপনার ব্যথিত—তৃষিত—কাতর হৃদয়ের বেদনাভার বহিয়া আসিয়া নিভৃতে রোদন করিয়াছেন।

আজ—তিনি তেমন সতর্কভাবে স্বামীকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই—আপনার ভাবে আপনি এমনই বিভোর ছিলেন। তিনি মুগ্ধনেত্রে সুপ্ত পতিকে দর্শন করিতেছিলেন—আপনার বেদনায় আপনি ব্যথিতা হইতেছিলেন। তাই আজ সেই আশঙ্কার—সেই আশার অবসর আসিয়াছিল। তাই আজ রাজা জাগিয়া পদপ্রান্তে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

কিন্তু—এতদিন ত আশঙ্কার মধ্যে আশার অবসর ছিল—

এতদিন আশার অরুণ-কিরণে বেদনা—যাতনা উদ্ভাসিত হইত। আজ যে এক মুহূর্ত্তে সে আশার শেষ আলোকরেখা অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল।

রাজা ত তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন না! তাঁহার হৃদয়-দর্পণে ত পত্নীর প্রেমবিহ্বলতা প্রতিবিম্বিত হইল না! ভালবাসার কি ভালবাসা চিনিতে বিলম্ব ঘটে? রাজা যে কেবলই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন!

রাণীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

রাণীর জীবনে ধিক্কার জন্মিতে লাগিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে অভিমান সেই ধিক্কারকে আবৃত করিয়া ফেলিল। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে কে কবে জয়ী হইতে পারে? যখন বসন্তের প্রারম্ভে পর্ব্বত-সানুতে সুপ্ত কুসুমের প্রথম নিদ্রাভঙ্গ হয় কুসুমকোরক কেবল উদ্ভেদোন্মুখ হয়—তখন যদি সহসা তুষারপাত হয়, তবে—কুসুমকোরক সেই তুষারাচ্ছাদনতলে অনাহত ভাবে অবস্থান করে; তাহার পর যে দিন তপ্ত তপন কিরণে তুষাররাশি বিগলিত হইয়া শত পথে শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া যায়, সে দিন কুসুমকোরক বিকশিত হইয়া সানুদেশে নবলাবণ্যসঞ্চার করে। তেমনই হৃদয়ের যে ভাবকে মানুষ তিরোহিত করিতে চেষ্টা করিয়া মনে করে, সে সফলকাম হইল—সেই ভাব এক দিন অবসর বুঝিয়া আত্মপ্রকাশ করে—তখন মানুষ আর তাহার বিকাশ নিবারিত করিতে পারে

তাই তরুণ যৌবনে—প্রথম প্রণয়বিকাশকালে তিনি প্রেমসহচর যে অভিমানের স্ফূর্ত্তি হইতে দেন নাই—এখন এত দিন পরে সেই অভিমান অবসর বুঝিয়া তাঁহার হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "রাণী, কি আবশ্যক ?"—সেই কথা রাণীর কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল—সে কথা যেন তাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইতেছিল।

আবশ্যক!—হায়, তিনি কেমন করিয়া বুঝাইবেন—তাঁহার আবশ্যক কি? তাঁহার আবশ্যক! তাঁহার ব্যথিত হৃদয় যে তাঁহাকেই চাহিতেছে—সে যে আজ রমণীর জীবন-সাধন ধন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে; যে প্রেম, যখন অযাচিত ভাবে শত ধারায় আসিয়াছিল তখন তিনি অনাদর করিয়াছেন, সেই প্রেমের বিন্দুমাত্র পাইবার জন্য আজ তিনি লালায়িতা। সে-ই তাঁহার আবশ্যক।

কিন্তু আজ কি তাঁহাকে তাঁহার আবশ্যকের কথা বুঝাইতে হইবে? কি দুর্দ্দশা!—কি দারুণ মর্ম্মপীড়া!—আজ জীবনসর্ব্বস্বকে জীবনের সাধনার কথা—হৃদয়ের একমাত্র অভিলাষ বুঝাইতে হইবে? যে বাসনা নয়নের দৃষ্টিতে ফুটিয়া বাহির হয়—মৃগনাভির সৌরভের মত যাহাকে গোপন করা যায় না —সেই বাসনার কথা আজ মুখ ফুটিয়া বলিয়া বুঝাইতে হইবে! তাহা কি বুঝাইবার? যাহা হৃদয়ের অনুভূতি—তাহা কি কথায় প্রকাশের? যুগে যুগে কত হৃদয় সেই বাসনা-বহ্নিদাহে ভস্মীভূত

হইয়াছে—কে তাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছে? সে যে ভাষার অতীত! সে কি বুঝাইবার?

কিন্তু প্রেম ত প্রেমকে আকৃষ্ট করে, সে ত প্রেমের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারে! তবে?—তবে কি তাঁহার এই হৃদয়ভরা প্রেমে সে আকর্ষণ নাই? হায়—অভাগী তাঁহার ক্ষুদ্র প্রেমের সাধ্য কি সেই বিশাল হৃদয়ের প্রেম আকৃষ্ট করে? তাই যদি হয়, তবু ত রাজার প্রেম তাঁহার প্রেমের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারিত! তবে?—তবে কি তাঁহার পক্ষে সে প্রেমের আশা নাই? আশার ক্ষীণ আলোক নিরাশার গভীর অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। এ দারুণ বেদনা অনুভব করিবার পূর্ব্বে তাঁহার জীবন শেষ হইয়া যায় নাই কেন?

আজ রাণীর পক্ষে জীবন নিতান্ত ব্যর্থ—কেবল বেদনার ভারমাত্র বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন তিনি নিতান্ত আশাহীন জীবনের ভার বহন করিয়া লক্ষ্যহীন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতেছেন।

আজ তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহার পক্ষে জগৎ শূন্য।

আজ বৃহৎ শয়ন-মন্দিরের শূন্যতা যেন তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। সেই সুগন্ধ দীপের স্নিগ্ধ—অতি কোমল আলোকে সামান্যমাত্র আলোকিত বৃহৎ কক্ষ কত স্মৃতি-বিজড়িত! আজ সেই সব স্মৃতি তাঁহার পক্ষে যাতনার আকর।

কক্ষে গজদন্তের কারুকার্য্যখচিত বহুমূল্য পালঙ্কে শয্যা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা গৃহে।

প্রভাতে প্রতিহারী আসিয়া অজয় সিংহকে সংবাদ দিল, রাজা তাঁহাকে মন্ত্রণাগৃহে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। অজয় সিংহ তখন উপবনে কুসুমিত কদম্বের শোভা সন্দর্শন করিতে-ছিলেন; প্রতিহারীর কথা শুনিয়া গৃহে ফিরিলেন। তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন,—মন্ত্রণাগৃহ এখন আর তেমন ব্যবহৃত হয় না। যখন রাজায় রাজায় বিরোধ হইত—সামাজিক সম্বন্ধে বিদ্বেষ বিষ বাহির হইত—রাজ্যজয় ও রাজ্যরক্ষার জন্য সংগ্রাম হইত—তখন গোপনে মন্ত্রণার জন্য মন্ত্রণাগৃহ ব্যবহৃত হইত। এখন সে সকল নাই। রাজপুতরাজ্য এখন কর্ম্মকোলাহলহীন; সহসা আজ মন্ত্রণাগৃহে কিসের মন্ত্রণা? পূর্ব্বদিন সেতু-পরিদর্শনের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি?

ভাবিতে ভাবিতে অজয় সিংহ গৃহে ফিরিলেন এবং বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মন্ত্রণাগৃহাভিমুখগামী হইলেন।

তিনি মন্ত্রণাগৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—গৃহ শূন্য। প্রতিহারী নিবেদন করিল, রাজা মন্ত্রণাগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী গুপ্ত-মন্ত্রণাগৃহে। অজয় সিংহ আরও বিস্মিত হইলেন। গুপ্ত-মন্ত্রণাগৃহ এমন ভাবে গঠিত যে, একটিমাত্র দ্বার রুদ্ধ করিলে

বাহিরের সহিত সে গৃহের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না; যে মন্ত্রণা মন্ত্রণাকারী কয়জন ব্যতীত আর কাহারও নিকটে ঘুণাক্ষরে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে—পরন্তু বিপজ্জনক, সেই মন্ত্রণা গুপ্তগৃহে নির্ব্বাহিত হয়। রাজা সেই গৃহে!

ভাবিতে ভাবিতে অজয় সিংহ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন—সে কক্ষ প্রাসাদমধ্যবর্ত্তী হইলেও অন্যান্য গৃহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—বিচ্ছিন্ন—আপনার নিঃসঙ্গবাসে আপনি দণ্ডায়মান তাহার দৃঢ় গঠিত প্রস্তর-প্রাচীর দুরারোহ উর্দ্ধে ক্ষুদ্রায়তন বাতায়নপথে আলোক প্রবেশ করে। গৃহে একটিমাত্র প্রবেশদ্বার, তাহার কপাট লৌহগঠিত।

অজয় সিংহ দেখিলেন, শঙ্কর সিংহ কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট। রাজা পাদচারণ করিতেছেন—তাঁহার ললাটে চিন্তারেখা—ভ্রূযুগ পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অজয় সিংহ ভ্রাতাকে অভিবাদন করিলেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। অজয় সিংহ উপবেশন করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে সেনাপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা তখনও অস্থির ভাবে দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিলেন—যেন তিনি আরও লোকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এই সময় বৃদ্ধ মন্ত্রী কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন।

রাজা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন. স্বহস্তে বৃহৎ লৌহ কপাট বন্ধ করিয়া দ্বারে অর্গল দিলেন; তাহার পর আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন।

গৃহ নিস্তব্ধ—এমন নিঃশব্দ যে দ্রুত-আগমনে শ্রান্ত মন্ত্রীর ঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাস-শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। মন্ত্রী, সেনাপতি ও অজয় সিংহ এ উহার মুখে চাহিতে লাগিলেন, অজ্ঞাত আশঙ্কায় কয়জনই কেমন চঞ্চল হইতে লাগিলেন। শঙ্কর সিংহ এক একবার রাজার মুখে চাহিতে লাগিলেন।

কক্ষের গভীর নিস্তব্ধতা যেন ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার পর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রাজার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল—"মন্ত্রী, সেনাপতি, ভ্রাতঃ, আমি আজ বিশেষ প্রয়োজনে এই মন্ত্রণা-সভার অনুষ্ঠান করিয়াছি।"

কেহ কোন কথা কহিলেন না।

রাজা পুনরায় বলিলেন, "আমাদের সম্মুখে বিপদ। রাজ্য অচিরে বিপন্ন হইবে—সেই জন্য এ মন্ত্রণা।

এ উহার মুখে চাহিতে লাগিলেন। মেঘলেশহীন সুনীল গগনে বজ্রপাতের সম্ভাবনা কোথায়?

কেবল শঙ্কর সিংহ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, "মোগলের অত্যাচারে রাজপুতপ্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইতেছে। যত দিন প্রবল মোগলের সহিত রাজপুতের শত্রুতা

ছিল—তত দিন ছিল ভাল ; ব্যবহারে তরবারি পরিষ্কৃত থাকে, তীক্ষ্ণ হয়। কূটবুদ্ধি আকবর তাহা বুঝিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও সখ্যতাসূত্রে বদ্ধ করিয়া—কাহাকেও কুটুম্বিতায় জড়িত করিয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—মোগলের প্রতাপ-ছায়ায় রাজপুতবীর্য্য উর্ব্বর ক্ষেত্রে সযত্নসিক্ত কোমল লতার মত প্রাচুর্য্যপূর্ণ দেখাইতেছে। কিন্তু তাহা আতপতাপ সহিতে পারিবে না। রাজপুতকে কষ্টসহিষ্ণু করিবার জন্য বিধাতা রাজপুতানা মরুময় করিয়াছেন, রাজপুতের জীবন অবিশ্রাম সংগ্রাম। তাহাকে রাজ্যরক্ষার জন্য যেমন সংগ্রাম করিতে হয়—জীবিকা অর্জ্জনের জন্যও তেমনই সংগ্রাম করিতে হয়। এই অবিশ্রাম সংগ্রামেই রাজপুতের বীর্য্য পুষ্ট ও পূর্ণ। মোগলের কৌশলে তাহা ক্ষুণ্ণ হইতেছে। রাজপুত ধ্বংসমুখগামী হইতেছে। ইহার নিবারণ আবশ্যক।

বৃদ্ধ মন্ত্রীর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার পাণ্ডু গণ্ডে রক্ত-চিহ্ন দেখা দিল—যেন জীর্ণ বনস্পতির কাণ্ডে অস্তগমনোন্মুখ তপনের রক্তাভ কিরণ পতিত হইল। ভস্মাস্তরণে যেমন অঙ্গারে অগ্নি সংরক্ষিত থাকে বার্দ্ধক্যে তেমনই যৌবনের ভাব সুরক্ষিত রহে। মন্ত্রী যৌবনে রাজপুতের গৌরবদীপ সমুজ্জ্বল দেখিয়াছেন। রাজপুতের সংগ্রাম-প্রিয়তা—রাজপুতের উৎসাহ—রাজপুতের উদ্যম তাহার হৃদয়ে নিহিত ছিল। আজ [illegible] কথায় তাঁহার মনে সেই পূর্ব্বভাব জাগিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন,—"আমি রাজপুতের এই ধ্বংস নিবারণ-কল্পে সচেষ্ট হইয়া রাজপুত-সঙ্ঘ সংঘঠনের চেষ্টা করিয়াছি।"

মন্ত্রী সেনাপতির দিকে চাহিলেন,—অজয় সিংহ বিস্মিত-ভাবে ভ্রাতৃমুখে চাহিয়া রহিলেন।

রাজা অল্পক্ষণ নীরব রহিলেন তাহার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমি বিফলমনোরথ হইয়াছি।"

মন্ত্রীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বাগ্রে বুঝিলেন,—বোধ হয় রাজাকে অসাফল্যের বিষফল ভক্ষণ করিতে হইবে।

রাজা বলিলেন,—"আমি রাজপুত শক্তিসঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজার নিকট শঙ্কর সিংহকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম।"

সকলে শঙ্কর সিংহের [illegible] [illegible]িলেন। শঙ্কর সিংহ মৃত্তিকাসংলগ্নদৃষ্টি হইয়া বসিয়া ছিলেন।

রাজা বলিলেন "শঙ্কর সিংহের দৌত্য-বিবরণ আপনারা তাঁহার নিকট শ্রবণ করুন। রাজপুতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

তখন রাজাদেশে শঙ্কর সিংহ আপনার দৌত্য-বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। আর সকলে শুনিতে লাগিলেন, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া সে বিবরণ আরও বিশদ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

বিবরণ শেষ করিয়া শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "আমার কার্য্য

নিষ্ফল হইয়াছে। রাজপুতদিগের মধ্যে কয়জনমাত্র এ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। আর সকলেই অসম্মত। কেহ আশঙ্কায় শঙ্কিত কেহ মোগলের প্রসাদ ভিক্ষার্থী। কেহ বা আমাদের রাজাকে অগ্রণীর সম্মান দিতে অনিচ্ছুক—কেবল হিংসাবশতঃ এ কার্য্যে যোগ দিতে চাহেন না।"

সেনাপতি আত্মবিস্মৃতভাবে বলিলেন, "সে সকল নীচাশয় শাস্তির উপযুক্ত।"

রাজা বলিলেন, "সত্য। কিন্তু শাস্তি দিবে কে? রাজপুতদিগের মধ্যে তাহারাই যে এখন প্রবল পক্ষ। তাহা না হইলে কি আজ রাজপুতের এমন দুর্দ্দশা! তাহা না হইলে কি

রাজা বলিলেন, "বিপদ আসন্ন।"

অজয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"মোগলের বিপুল বলের সঙ্গে আমরা কতক্ষণ পারিব?"

সেনাপতি বলিলেন, "কেন, মোগল কি আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে?"

রাজা বলিলেন, "আসিবে। মোগল বাহিনী এক দিন আমাদের সম্মুখীন হইত। এখন আর বিলম্ব করিবে না।"

সেনাপতি বলিলেন' "মোগল সংবাদ পাইবে কিরূপে ?"

"যাহারা আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে নাই—তাহারাই মোগলের প্রসাদলাভের আশায় সংবাদ দিবে।"

সেনাপতির আননে ক্রোধ যেন ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "মোগল সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই আমরা বল বৃদ্ধি করিব।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "কবে আর করিবে, সেনাপতি ? মোগল কি এখনও সংবাদ পায় নাই, ভাবিতেছ ?"

সেনাপতির মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। সেই ঈষন্মাত্র রবিকরে আলোকিত কক্ষে তাঁহার পাণ্ডুমুখে যেন মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে মনে হইতে লাগিল।

রাজা মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন। মন্ত্রীর চিন্তারেখাঙ্কিত ললাটে রেখাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুখে চিন্তার নিবিড় ছায়া। তিনি তন্ময় হইয়া এই বিপদে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন।

রাজা বলিলেন, "মন্ত্রী রাজ্য রক্ষা দুষ্কর কার্য্য। দুষ্কর হইলেও কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছি, শেষে এ দুর্নামের ভাগী হইতে না হয়—তাহার উপায় করিতে হইবে।"

মন্ত্রী ভাবিতে লাগিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

রাজা পুনরায় বলিলেন, "আমি আমার জন্য দুঃখিত বা শঙ্কিত নহি। আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি—তাহাই করিয়াছি।

পশুর মত জীবন যাপন না করিয়া মঙ্গল-সাধন-চেষ্টায় প্রাণপাত—সেও সুখের—সেও অভিলষিত—সেও স্পৃহনীয়। কিন্তু যে প্রজার রক্ষার ভার আমার, তাহাদিগকে রক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে।"

মন্ত্রী বলিলেন, "সে চেষ্টা আমরা অবশ্যই করিব।"

কিন্তু মন্ত্রী বুঝিয়াছিলেন, চেষ্টা ব্যর্থ হইবে; তাই তিনি বলিলেন, "আপনি মহৎ অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছেন—যদি সফলকাম না হইয়া থাকেন, আপনার দোষ কি? কর্ত্তব্য-পালনই ধর্ম্ম। আপনি সে ক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন, করিয়াছেন—এ ক্ষেত্রেও আপনি আপনার কর্ত্তব্যপালন করিবেন। ফলাফলের জন্য আপনি দায়ী নহেন।"

[illegible]

করিতে চেষ্টা করিব।"

সেনাপতি বলিলেন, "তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

রাজা সেনাবলবৃদ্ধির বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য-প্রণালী স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি তাহা বিবৃত করিলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতি তাহার সম্যক্ আলোচনা করিলেন—অজয় সিংহ ও শঙ্কর সিংহও সে প্রস্তাব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেন।

যখন সভা ভঙ্গ হইল, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন।

রাজা আসন ত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠি-লেন।

ভ্রাতার মুখ মলিন দেখিয়া রাজা সস্নেহে তাঁহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "চিন্তা কিসের, ভাই? ক্ষত্রিয়ের সংগ্রামে ভয় নাই—মৃত্যুতেই বা তাহার ভয় কি?"

রাজা স্বহস্তে বৃহৎ লৌহদ্বারের অর্গল মোচন করিলেন; মধ্যাহ্নের দীপ্ত দিবালোক কক্ষে প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মুগ্ধা।

রজনীর তিমিরাবশেষ দিবালোকে অপসৃত হইতেছে। পূর্ব্বগগনে স্তরবিন্যস্ত স্বচ্ছ লঘু মেঘে বিচিত্র শোভার রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিতেছে; শুষ্ক শোণিতের মত কৃষ্ণাভ প্রগাঢ় লোহিত হইতে ক্রমে উৎপলের শ্বেতাভ লোহিত শেষে ধূসরে মিশিয়া গিয়াছে। পশ্চিমগগন গাঢ় ধূসর—দূরে বৃক্ষশাখায় স্বচ্ছ অন্ধকার হৃদয়ে অতীত দুঃখস্মৃতির মত জড়াইয়া আছে। নগরে জনকোলাহল শ্রুত হয় না, তখনও নগরের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। রাজপথে ধূলিরাশি নিশার শিশিরপাতে সিক্ত বোধ হইতেছে। রাজপথ গত দিবসের কর্ম্মবাহুল্যস্মৃতি বক্ষে লইয়া সুপ্তিমগ্ন। তাহার বক্ষে দিবসের কর্ম্মচিহ্ন—রথচক্রের রেখা, অশ্বক্ষুরের প্রতিচ্ছবি, গোমহিষের বিভক্ত ক্ষুরের প্রতিকৃতি, মানবের পাদুকার ও পদের অঙ্কন। এখন কেবল দুই চারিটি বিহগ সেই পথে পতিত শস্যকণার বা গমনশীল কীটপতঙ্গের সন্ধানে চলিয়াছে—তাহারা নিঃশঙ্ক সাহসে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে—ধূলির উপর আপনাদের চরণ চিহ্ন চিত্রিত করিতেছে।

নগরোপকণ্ঠ আরও নিঃশব্দ। নদীতীরে আশ্রমে পার্শ্ববাহিনী তরঙ্গিণীর জল-কল্লোল, গর্ভস্থ শিলাখণ্ডে আহত জলের

উচ্ছ্বাসশব্দ স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইতেছে। আশ্রমে তরুশাখায় লুপ্তসুপ্তি বিহগ বিরাব আরম্ভ করিয়াছে; দিবালোকবিকাশে কর্ম্মকোলাহলকলয়িত জীবনের আরম্ভে বিহগের সেই প্রথম আনন্দধ্বনি—জীবনসংগ্রামে আহ্বানের প্রথম তূর্য্যনিনাদ।

আশ্রম-প্রাঙ্গণ-সীমায় নদীতটে শিলাসনে বসিয়া পার্ব্বতী কি ভাবিতেছিল। ভাবনা কিসের তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সে ভাবনা যে তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। পার্ব্বতী স্থির—নিশ্চল। নদীর পরপার হইতে কেহ যদি তাহাকে লক্ষ্য করিত—তবে সে মনে করিত, কৃষ্ণ-শিলাসনে শ্বেতমর্ম্মরমূর্ত্তি বিরাজিত। প্রভাতের প্রথম আলোক তাহার আনন উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। শ্বাসপ্রশ্বাসে তাহার বক্ষের বসন কেবল ঈষৎ কম্পিত হইতেছে—তাহাই জীবনের পরিচায়ক। নহিলে পার্ব্বতী—স্থির—নিশ্চল। বিহঙ্গম তাহাকে জড়মূর্ত্তিমাত্র বোধ করিয়া নির্ভয়ে তাহার পার্শ্বে বসিয়া চঞ্চুপুটে পক্ষ পরিষ্কৃত করিতেছে। একটি সরীসৃপ তাহার চরণপ্রান্তে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল,—সরীসৃপের পাণ্ডু কণ্ঠে দেখিতে দেখিতে রক্তবর্ণের বিকাশ দেখা দিল; এমন সময় পবনস্পর্শে পার্ব্বতীর বসন ঈষৎ কম্পিত হইল। সরীসৃপ আপনার ভ্রম উপলব্ধি করিয়া দ্রুতবেগে শিলাখণ্ড হইতে শিলাখণ্ডে যাইয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। পার্ব্বতী সে সকল লক্ষ্য করিতেছিল না।

স্বভাবের শোভা—পূর্ব্বগগনে দিবালোক-বিকাশ—পার্শ্বে বিহগের অবস্থান—পার্ব্বতী এ সকল কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। সে কি ভাবিতেছিল। আর তাহার দৃষ্টি অদূরে সেতুতে বদ্ধ হইয়া ছিল।

আজ কয়দিন হইতে সে লক্ষ্য করিতেছে, প্রতিদিন প্রত্যূষে—রাজধানীতে কর্ম্মকোলাহল উত্থিত হইবার পূর্ব্বে রাজা একাকী এই সেতু পরীক্ষা করেন, সেতু অতিক্রম করিয়া পরপারে ভূমি, পথ—এ সকল বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করেন, যষ্টি দিয়া রাজপথে ধূলির উপর কি চিত্র অঙ্কিত করেন—সে দেখিতে পায় না,—বুঝিতে পারে না; তাহার পর আবার নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সে লক্ষ্য করে, রাজার মুখ নিদাঘদিনান্তের মত অন্ধকার; সে মুখে যেন তেমনই আসন্ন প্রলয়ের প্রবল আভাস।

রাজা এত নিকটে আইসেন, কিন্তু এক দিন আশ্রমে আইসেন না; কেবল এক এক দিন গমনের বা প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আশ্রমের দিকে চাহিয়া থাকেন। সে আশ্রম তাঁহার কত যত্নের—কত প্রিয় ছিল, এখন বুঝি তিনি আর তাহার কথা মনেও ভাবেন না। সে কথা মনে করিয়া পার্ব্বতী হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে। কিন্তু কেন সে বেদনা অনুভব করে, তাহা সে আপনি বুঝিতে পারে না। সে ভাবে, সে ত সন্ন্যাসিনী; সে সে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সুখ ও দুঃখ উভয়ই সম-

ভাবে উপেক্ষা করিতে হইবে। তবে এ বেদনা কেন? সে আপনার মন আপনি জানে না—আপনাকে আপনি চিনিতে পারে না। যাঁহারা বলেন, সংসারস্পর্শবিরহিতা সরলা যুবতীর হৃদয় অলিখিত গ্রন্থ-পত্রের সহিত উপমেয়, তাঁহারা ভ্রান্ত; অদৃষ্ট সে হৃদয়ে বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে, সে লিখা অদৃশ্য—সহানুভূতির স্নিগ্ধ উত্তাপে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। পার্ব্বতীর হৃদয়ে সেই লিখা কেবল সহানুভূতির স্নিগ্ধ উত্তাপের অভাবে ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই। সে আপনি তাহা জানিত না—বুঝিতে পারিত না। তাহার সেই মুগ্ধ নারী হৃদয়ে কি আকুল ভালবাসা, কি অসীম স্নেহ, কি গভীর প্রেম সুপ্ত ছিল! হায়! যদি কাহাকেও অবলম্বন করিয়া সে সকল বিকশিত হইতে পারিত, তবে তাহার সাহায্যে ও সাহচর্য্যে মনুষ্যত্বের কি সমুন্নত আদর্শ সৃষ্ট হইত! সে আজ অনাথ, অনাশ্রয়,আতুর—ইহাদিগকে সেই স্নেহ—সেই ভালবাসা দিতেছিল; যে কুসুমের সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে গৃহ সুন্দর ও সুরভিত হইত—সে কানন-পবনকে সুরভিত করিয়া শুকাইয়া ঝরিতেছিল।

আজ সে কি আশায় পথ চাহিয়া ছিল?

পুরুষ যেমন সহজে রমণীর গুণরাশি দেখিতে পায়, রমণী তেমনই সহজে পুরুষের গুণরাশি উপলব্ধি করিতে পারে। স্বভাব পরস্পরকে পরস্পরের গুণগ্রাহী বৃত্তি দিয়াছেন—তাহাই

স্বভাবের নিয়ম। তাই পার্ব্বতী সহজে রাজার গুণরাশি বুঝিতে পারিয়াছিল—তাহার বালিকানয়নে তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণজ্যোতিঃ দিব্যদীপ্তিদৃপ্ত প্রতিভাত হইয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে তাহার বালিকা হৃদয় ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধাসিক্ত হইয়াছিল—রাজার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

তাহার পর? তাহার পর—প্রেম বিদ্যুদ্দীপ্তির মত সহসা প্রকাশ পায়। বন্ধুত্ব—সখ্য—বিচার-বিবেচনা-সাপেক্ষ—তাহা দীর্ঘ পরিচয়ের ফল—প্রেমের প্রথম প্রকাশ অতর্কিত—প্রেম সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

কিন্তু যে দিন পার্ব্বতী আপনার হৃদয়ের সে অনুভূতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, সেই দিন হইতেই সে সাবধান হইয়াছিল। পুণ্য পূতাচারে পরিবর্দ্ধিতা—পুরোহিতদুহিতা পার্ব্বতী ধর্ম্মাচরণের মধ্যে লালিতা পালিতা হইয়াছিল—পিতার পুণ্য আদর্শ সর্ব্বদা তাহার সম্মুখে বিদ্যমান ছিল। তাই সে কঠোর ধর্ম্মের জন্য আত্মনির্য্যাতনবিমুখ হইতে পারিল না। সে মনে করিল, যে যুবতী বিবাহমন্ত্রপূত প্রেম ব্যতীত অন্য প্রেমকে হৃদয়ে স্থান দান করে, সে কীটদষ্ট ফলের দশাগ্রস্ত; তাহার যত বাহ্য সৌন্দর্য্য থাকুক না কেন কেহ তাহার আদর করে না—করিতে পারে না; কারণ, তাহার সারাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই বিশ্বাসহেতু আপনার অনুভূতি উপলব্ধি করিবামাত্র সে একান্ত সাবধান হইয়াছিল। সংসারে তাহার একমাত্র অবলম্বন

—সহোদরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শোকতাড়িতা হইয়া সে যে কার্য্যে সান্ত্বনা ও সুখ পাইবে মনে করিয়াছিল, সেই কার্য্যে আপনার মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল; ভাবিয়াছিল—অবলম্বনহীন হৃদয় অবলম্বন পাইলে আর উদ্ভ্রান্ত হইবে না। তাহার আত্মসংযম—ও মানসিক বলই হৃদয়কে সংযত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল; তাহার উপর এই ব্রত পাইয়া সে পরম পুলকিত হইল। কিন্তু হৃদয়ে আকর্ষণের ছায়া পড়িলে—তাহা সহজে দূর হয় কি?

দেখিতে দেখিতে রাজপথে রাজার মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। আজ রাজার আসিতে সামান্য বিলম্ব হইয়াছিল, তাই বুঝি তিনি বেগে অশ্বচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। পবনে প্রতিহত হইয়া অশ্বের গ্রীবার ও পুচ্ছের কেশরাশি উড়িতেছিল—আর আসনের কারুকার্য্যখচিত বিলম্বিত অংশ কম্পিত হইতেছিল। নবোদিত রবিকরে রাজার শিরস্ত্রাণমধ্যবর্ত্তী হীরকখণ্ড জ্বলিতেছিল। অশ্বারোহীকে লইয়া অশ্ব সেতু পার হইয়া গেল। পার্ব্বতী দেখিতে লাগিল।

ক্রমে অশ্ব দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল—যেন ধূসর পথে মিশাইয়া গেল। পার্ব্বতীর নয়ন ফিরিল না, সে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে অদূরে আবার অশ্ব দৃষ্ট হইল। ক্রমে রাজা সেতুর উপর আসিয়া উপনীত হইলেন—অশ্বের প্রাবৃট্‌ঘনশ্যাম

অঙ্গে স্থানে স্থানে শ্বেত ফেন সঞ্চিত হইয়াছে। রাজা রাজ-ধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পার্ব্বতীর বোধ হইল, যেন তিনি একবার আশ্রমের দিকে চাহিলেন। কিন্তু কই তিনি ত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন না!.. তিনি কত দিন আশ্রমে আইসেন নাই! পার্ব্বতী মনে করিল,—তিনি রাজকার্য্যে ব্যস্ত—তাঁহার অবসর নাই; বিশেষ কয় দিন তাঁহাকে দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছে, তিনি চিন্তাকাতর। নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণে তিনি চিন্তিত। পার্ব্বতী মনকে এমনই বুঝাইতে চেষ্টা পাইল। তবুও—কি জানি কেন—গভীর দীর্ঘশ্বাসে তাহার কুসুমকোমল দেহ কাঁপিয়া উঠিল।

পার্ব্বতী উঠিল। আত্মীয়-আননের মত পরিচিত আশ্রমদৃশ্য আজ তাহার নিকট ভাললাগিতেছিল না। তাহার মন যে ভারাক্রান্ত।

প্রবল মানসিক বলে সে অবসাদ অতিক্রম করিয়া পার্ব্বতী আশ্রম-গৃহাভিমুখগামিনী হইল। গৃহে আসিয়া সে কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা হইল। একটি বালক কয়দিন প্রবল জ্বরে কাতর ছিল, পার্ব্বতী প্রথমে তাহাকে দেখিতে গেল। শেষ রাত্রি হইতে তাহার চাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে—বালক মাতৃঅঙ্কে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

পার্ব্বতী আর সব ভুলিয়া গেল, জননীর মত স্নেহে ও আগ্রহে তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই বৈদ্য

আসিলেন। তিনি বালককে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন—এবং তাহাকে ঔষধ সেবন করাইলেন। বালকের জননী কাতরকণ্ঠে বৈদ্যের নিকট সন্তানের জীবন-প্রার্থনা করিতে লাগিল। হায় শঙ্কিতা জননী! সে তখন ভুলিয়া গিয়াছিল,—বৈদ্যও তাহারই মত মনুষ্যমাত্র—মৃত্যুর উপর তাঁহার কোন অধিকার নাই।

মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে বৈদ্য বিদায় লইলেন। যাইবার সময় তিনি পার্ব্বতীকে ডাকিয়া বলিলেন,—বালকের জীবনের আশা নাই। বৈদ্য আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। পার্ব্বতী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার আসিয়া বালকের পার্শ্বে বসিল।

পার্ব্বতী সমস্ত দিন বালকের নিকটে রহিল। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় বালকের অবস্থান্তর ঘটিতে লাগিল; নয়নের জ্যোতিঃ নিবিয়া আসিল—মুখে কালিমা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। পার্ব্বতী বুঝিল, অন্তিমকাল উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে জননীর উচ্ছ্বসিত বক্ষে সন্তানের সকল জীবনচাঞ্চল্য ফুরাইয়া গেল।

পার্ব্বতী যেন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিল না, আজ এই বালকের মৃত্যুতে তাহার ভ্রাতৃশোক জাগিয়া উঠিল। তথাপি সে আপনার সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিল—তাহার পর সন্তানশোকাতুরা জননীর আত্মীয়ারা আসিয়া তাহার ভার লইলে সে দীর্ঘদিনব্যাপী দারুণ উদ্বেগের পর আপনার কক্ষে প্রবেশ করিল।

সে রাত্রিতে পার্ব্বতী ঘুমাইতে পারিল না—সে কাঁদিয়া সে রাত্রি কাটাইল। যখন প্রভাত হইল, তখন সে আবার আপনার কার্য্যে প্রবৃত্তা হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রণভেরী।

প্রাসাদের যে অংশ অজয় সিংহের অধিকৃত সেই অংশসংলগ্ন উপবনে একখানি শিবিকা ছিল। বাহকগণ শিবিকা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সেই শিবিকায় ভদ্রা মাসাধিক কাল পরে রেবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

মাসাধিক কাল পরে দুই সখীতে সাক্ষাৎ—যেন কত যুগ অদর্শনের পর আজ আবার মিলন। কথা ফুরায় না—কথায় কথা বাড়িয়া যায়—এক কথা হইতে অন্য কথার আরম্ভ হয়—শেষে মূল বিষয় আর মনে থাকে না। রেবা কত কথা জিজ্ঞাসা করিল—পিতার কথা, মাতার কথা, ভ্রাতার কথা, ভ্রাতৃজায়ার কথা, ভ্রাতুষ্পুত্রীর কথা, তাহার পর গৃহপালিত হরিণের কথা, শুকপক্ষীর কথা,—সে কত কথা! তাহার সেই কিংশুক তরু কত বড় হইয়াছে; তরুশাখায় সেই ঝুলনা এখনও ঝুলান আছে কি না? এমনই কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রেবা আজ ভদ্রাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। ভদ্রা উত্তর দিতে লাগিল—রেবাকে কত বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

ভদ্রা আজ বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছিল, তাই সে রেবার প্রশ্নবর্ষণের বিরাম খুঁজিতেছিল। একবার একটু সুযোগ

পাইয়া সে আপনার আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য রেবাকে জানাইল রাজ্যে রণসজ্জার আয়োজন চলিতেছে, রাজা ঘোষণা করিয়াছেন, অস্ত্রধারণক্ষম প্রজাবর্গকে প্রস্তুত হইতে হইবে—রাজপুত যুদ্ধব্যবসায়ী—যুদ্ধেই তাহার আনন্দ -যুদ্ধই তাহার সুখ, এখন রাজপুত তাহা ভুলিয়া অলস, অকর্ম্মণ্য হইতেছে—ইহার প্রতীকার করা আবশ্যক; তাই রাজার আদেশ—গ্রামে গ্রামে যুদ্ধক্রীড়া হইবে—প্রজাবর্গ এমন ভাবে প্রস্তুত থাকিবে যে, যে দিন—যখন আবশ্যক সকলে সত্য সত্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে রাজকর্ম্মচারীরা রাজার এই আদেশ প্রতিপালনে ব্যগ্র হইয়াছে অধিকাংশ প্রজাই মনে করিয়াছে, রাজার এ আদেশ, সত্য সত্যই রাজপুতকে পুনরায় বলবীর্য্যদৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু রেবার পিতা মনে করিয়াছেন, এ আদেশ প্রচারের অন্য—গূঢ় উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। তাঁহার বিশ্বাস গূঢ় উদ্দেশ্য না থাকিলে—এ আদেশ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালনে এমন কঠোরতার প্রবর্ত্তন হইত না; কারণ, এ আদেশ প্রজার বহুদিনের অভ্যাসে দারুণ আঘাত করিয়াছে—প্রজার নানা কার্য্যে বিশৃঙ্খলার উৎপাদন করিতেছে—সেইজন্য ইহাতে কোন কোন সম্প্রদায়ের অসন্তোষ অনিবার্য্য। রাজা তাহা বুঝিয়াছেন। বুঝিয়াও তিনি যে এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয়—এ আদেশ প্রচারের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। কিন্তু সে উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় নাই। তাই

রাজ্যের কোন বিপদের আশঙ্কা করিয়া রেবার পিতা ভদ্রাকে কন্যার নিকট পাঠাইয়াছেন; যদি কন্যা সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারিয়া থাকে।

ভদ্রা রেবাকে এই কথা বলিল। রেবা স্থির হইয়া শুনিল—তাহার কৌতুকালোকদীপ্ত আননে ধীরে ধীরে চিন্তার ছায়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল—যেন সন্ধ্যার স্বচ্ছান্ধকারে বসন্তের দিবালোক আবৃত হইয়া গেল। সে বলিল, "ভদ্রা আমি ত ইহার কিছুই জানি না! পিতা কি বলিয়াছেন, রাজ্যের ও রাজার আসন্ন বিপদের আশঙ্কা আছে?"

ভদ্রা জানিত, সেই আশঙ্কা করিয়াই রেবার পিতা তাহাকে সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছেন; কিন্তু রেবার স্বভাবতঃ প্রফুল্ল মুখ অন্ধকার দেখিয়া তাহার আর সে কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না। সে বলিল, "তিনি কেবল আদেশ প্রচারের উদ্দেশ্য জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। আশঙ্কা কিসের?"

শুনিয়া রেবা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার সন্দেহ কাটিল না। অন্য কথার মধ্যে সে ভদ্রাকে আরও দুইচারিবার এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। আর সে কেবল ভাবিতে লাগিল, কই অজয় সিংহ ত তাহাকে কিছু বলেন নাই!

অপরাহ্ণে ভদ্রা বিদায় লইল। রেবার আদেশে প্রতিহারিণী যাইয়া বাহকবর্গকে অন্তঃপুরোদ্যানে ডাকিয়া আনিল।

মৃত্যু-মিলন।

এতদিন পরে সাক্ষাৎ; যাই যাই করিয়াও যাইতে কত বিলম্ব!

শেষে বেলা যায় দেখিয়া ভদ্রা বলিল, "আর বিলম্ব করিতে পারিব না। চলিলাম।" রেবা সখীর সঙ্গে সঙ্গে উদ্যানে আসিল। ভদ্রা শিবিকায় আরোহণ করিল,—প্রতিহারিণী উদ্যানদ্বার মুক্ত করিয়া দিল—শিবিকা বাহির হইয়া গেল, প্রতিহারিণী আবার দ্বার রুদ্ধ করিল। ভদ্রা মনে মনে দেবতাকে ডাকিল—ঝড় উঠিলে প্রথম সর্ব্বোচ্চ গৃহচূড়ায় প্রতিহত হয়—সেই গৃহই তাহার প্রিয় সখীর গৃহ।

ভদ্রা চলিয়া গেল,—রেবার নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল—মিলন সুখের—বিদায় দুঃখের। রেবা কি ভাবিতে ভাবিতে যাইয়া উদ্যানমধ্যে একখানি মর্ম্মর-রচিত আসনে উপবেশন করিল।

উপরে আকাশে রবিকর ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল—গতিশীল মেঘখণ্ডে নানা বর্ণের বিকাশ হইতে লাগিল। চারিপার্শ্বে তরুশাখায় নীড়াগত বিহগের সান্ধ্য কাকলি। নিম্নে ঘনশ্যাম তৃণ মরকতের মত সমুজ্জ্বল। রেবা বসিয়া রহিল। ক্রমে দিনান্ত-তপনের রক্তরশ্মি তরুমূলে লুটাইয়া পড়িল—তাহার পর তরুকাণ্ড বাহিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর শাখায় সিন্দূররাগ লেপন করিতে করিতে ক্রমে পত্রে রক্তরাগ ঢালিয়া শেষে ধূসর গগনে মিলাইয়া গেল। অন্ধকার তরুর শির হইতে ক্রমে নামিয়া

আসিতে লাগিল। উদ্যানোত্থিত কুসুম-সৌরভ যেন ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল; দূরে বৃক্ষমালা অন্ধকারে মিলাইয়া যেন এক হইয়া যাইতে লাগিল। নীড়ে বিহঙ্গ-বিবার নীরব হইল। আকাশে তারকা ফুটিয়া উঠিল। সেই ম্লানালোকে বাদুড়ের দল উড়িয়া পক্কফল বৃক্ষাভিমুখগামী হইল—স্বচ্ছান্ধকার ভূণের উপর তাহাদের ছায়া গাঢ় অন্ধকার রচনা করিতে লাগিল।

রেবা বসিয়া ভাবিতেছিল।--কখন তপনকিরণ সন্ধ্যার অন্ধকারে নিবিয়া গিয়াছিল,—সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে ভাবিতে ছিল—কোন্ বিপদের আশঙ্কায় পিতা ভদ্রাকে পাঠাইয়াছিলেন? সে আরও ভাবিতেছিল, অজয় সিংহ কেন তাহাকে কিছু বলেন নাই? সে কথা ভাবিয়া যুবতীর—প্রেমিকার—পত্নীর হৃদয়ে অভিমান দেখা দিতেছিল—যেন শরতের মধ্যাহ্ন-গগনে লঘু মেঘ ভাসিয়া আসিতেছিল। পরিচারিকা যে কখন তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই।

অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া—রেবা তাহার আগমন জানিতে পারে নাই বুঝিতে পারিয়া পরিচারিকা জানাইল, যুবরাজ আসিয়া তাহার অন্বেষণ করিতেছেন। পরিচারিকার কণ্ঠস্বরে রেবা চমকিয়া উঠিল; চাহিয়া দেখিল, সন্ধ্যা হইয়াছে। সে উঠিল—গৃহাভিমুখগামী হইল।

রেবা দুই এক পদ অগ্রসর হইতেই দেখিল, সম্মুখে অজয় সিংহ।

অজয় সিংহ বলিলেন, "আজ যে একাকিনী অন্ধকারে বসিয়া আছ? ভদ্রা চলিয়া গিয়াছে?"

রেবা বলিল, "হাঁ।"

অজয় সিংহ সেই মর্ম্মরাসনাভিমুখে চলিলেন, রেবাকে বলিলেন, "আইস, এই স্থানেই বসি।"

রেবা ফিরিল।

পরিচারিকা গৃহে ফিরিয়া গেল।

অজয় সিংহ ও রেবা মর্ম্মরাসনে উপবেশন করিলেন। তখন প্রাসাদের উপর নবোদিত চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইল। রেবার মুখে একটু আঁধার লাগিয়াছিল। তাহা দেখিয়া অজয় সিংহ রহস্য করিয়া বলিলেন, "আকাশে চাঁদ আজ মেঘমুক্ত, কিন্তু তোমার মুখ মেঘাচ্ছন্ন কেন?"

রেবা কোন উত্তর করিল না। কেমন করিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে, সে তাহাই ভাবিতেছিল।

রেবাকে নীরব দেখিয়া অজয় সিংহ ভাবিলেন, একি? যে সদা প্রফুল্লা তাহার এ ভাবান্তর কেন? রেবার পিতৃগৃহের সংবাদ ভাল ত? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রা কি বলিয়া গেল?"

রেবার ঈপ্সিত সুযোগ উপস্থিত হইল। সে বলিল, "পিতা সংবাদ জানিতে পাঠাইয়াছিলেন।"

অজয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের সংবাদ?"

"রাজ্যের।"

"সে কি?"

"রাজা প্রজাবর্গকে যুদ্ধ-ক্রীড়া করিতে ও সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদেশ প্রচার করিয়াছেন। এ আদেশ কেন প্রচারিত হইল?"

"রাজপুতের গৌরবদীপ্তি নির্ব্বাপিতপ্রায়। তাহার পুনরুদ্দীপনকল্পে রাজা সচেষ্ট হইয়াছেন—তুমি ত তাহা জান। তাই এ আদেশ।"

"শুধু কি তাহাই? পিতা বলেন, তাহা হইলে এ আদেশ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পালনবিষয়ে এমন কঠোর বিধান হইত না;—বহুদিনের অভ্যাস বিশেষ কারণ ব্যতীত একদিনে পরিবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য নহে—তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা বিদ্যমান।"

অজয় সিংহ মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক্ রহিলেন—ভাবিতে লাগিলেন, সমস্ত কথা পত্নীকে বলিবেন কি না। গুপ্ত-মন্ত্রণা-গৃহে যে কথার আলোচনা হইয়াছে, সে কথা প্রকাশ করিবেন কি? কথায় বলে, রমণী স্বভাবতঃ গুপ্তকথা গোপন রাখিতে অসমর্থা। এ অবস্থা কি করা কর্ত্তব্য?

স্বামীকে নীরব দেখিয়া রেবা তাঁহার মুখপানে চাহিল। অজয় সিংহ পত্নীর সেই জ্যোৎস্নাস্নাত মুখ দেখিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল, যে পত্নীকে বিশ্বাস করিতে না পারে, সংসারে তাহার মত হতভাগ্য আর কে আছে? যে পত্নী হৃদয়ে সুখ, বাহুতে বল—তাহাকে বিশ্বাস না করিলে কাহাকে বিশ্বাস করিব?

অজয় সিংহ সেদিন মন্ত্রণা-গৃহে শ্রুত সকল কথা ধীরে ধীরে পত্নীকে বলিতে লাগিলেন, রেবা স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল। সে কথা শেষ করিয়া অজয় সিংহ বলিলেন, "এ অবস্থায় বিপদের আশঙ্কা অস্বাভাবিক নহে। প্রস্তুত থাকাই কর্ত্তব্য। যদি বিপদ না ঘটে, এ কার্য্যে রাজপুতের উপকার ব্যতীত অপকার হইবে না।"

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "আর যদি বিপদ ঘটে?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "বলিয়াছি, রাজা বলিয়াছেন—সংগ্রামে বা মৃত্যুতে রাজপুতের ভয় নাই।"

রেবা স্বামীর দিকে চাহিল। অজয় সিংহ দেখিলেন, তাহার নয়ন ছল ছল করিতেছে—সেই অশ্রু-সজল নয়ন জ্যোৎস্নালোকে জ্বল জ্বল করিতেছে। অজয় সিংহ বলিলেন, "সংগ্রামে কি রাজপুত-রমণীর এখন ভয় হয়?"

রেবা উত্তর করিল, "রাজপুত রমণী জীবনসর্ব্বস্বকে—হৃদয়ের ধনকে কাল সমরে পাঠাইবার সময় বলিয়া দিয়াছে—অপমানই মৃত্যু—মৃত্যু সুপ্তিমাত্র। রাজপুত সম্মুখ সংগ্রামে উন্মাদনায় মৃত্যুযন্ত্রণা বুঝিতে পারে না, রাজপুতরমণী অনলে আত্মসমর্পণ করিয়া শত্রুর স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করে। রাজপুতরমণী এখনও সংগ্রামে ভীতিবিহ্বল হইতে শিখে নাই।"

অজয় সিংহের মনে হইল, যেন করুণাময়ী দেবীমূর্ত্তিতে রণরঙ্গিণীরূপ প্রকাশিত হইল। তিনি মনে করিলেন—রমণী সত্যই রহস্যময়ী। তিনি সাদরে পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্যাকুলা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাণী দীপালোকিত কক্ষে বসিয়া আছেন—যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; কক্ষ-দ্বারের নিকট কোন শব্দ শুনিলেই তিনি সেই দিকে চাহিতে-ছেন। কক্ষে বহুপাত্রসজ্জিত কুসুমের গাঢ় সৌরভ—দীপের তৈলের সুগন্ধে মিশিতেছিল—আর কক্ষের এক কোণে একটি পাত্রে প্রজ্বলিত অঙ্গার হইতে গুগ্‌গুলের সুরভি উত্থিত হইতে-ছিল।

রাণীর বেশভূষায় অভ্যস্ত পারিপাট্যের অভাব—অমানিশার মত অন্ধকার কেশে আজ আর হীরকের দীপ্তি নাই—কেবল পরিধেয় বসনে মণিমুক্তা দীপালোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। রাণীর হৃদয়ে যে নানা ভাবের বিকাশ হইতেছিল—তাহা তাঁহার মুখভাব লক্ষ্য করিলে বুঝিতে আর বিলম্ব ঘটে না—সে মুখ এখন আর পূর্ব্বের মত ভাবলেশশূন্য—মর্ম্মররচিতবৎ নহে—আজ নানা পরিবর্ত্তনশীল ভাবে ও চিন্তায় তাহা বিচিত্র সৌন্দর্য্যে শোভাময় হইতেছিল—প্রভাতের মুক্তাশুভ্র রবিকরে বা দিনান্তের স্নিগ্ধকোমল আলোকে কুসুম এমন বিচিত্র শোভা ধারণ করিতে পারে না। আজ রাণীর হৃদয় কি চিন্তা-চাঞ্চল্য-চঞ্চল?

রাণীর যৌবনের সমস্ত অজ্ঞাত কবিতা এখন আত্মপ্রকাশ করিতেছিল তাঁহার নিকট অসাধারণ মাধুরীময় মনে হইতেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দারুণ মনস্তাপে তাঁহার জীবন মরুভূমিতে পরিণত হইতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল, যেন তাঁহার সযত্ন-সিক্ত কুসুম কানন অসার কণ্টকগুল্মে পূর্ণ হইয়াছে—তাই জীবন সুখহীন—সৌন্দর্য্যহীন—শ্রীহীন।

নিঃশব্দে দ্বার মুক্ত করিয়া উমা কক্ষে প্রবেশ করিল।

উমাকে দেখিয়া রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার নয়নদ্বয় দীপ্ত হইয়া উঠিল—মুখে রক্তাভা ব্যপ্ত হইয়া পড়িল, কপালে কোমল—স্বচ্ছ—সুন্দর ত্বকের নিম্নে নীল শিরাগুলি রক্তপ্রবাহে পুষ্ট হইয়া উঠিল।

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমা! সংবাদ পাইয়াছ?"

উমা শিরঃসঞ্চালনে জানাইল—পাইয়াছি, তাহার পর দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল। সে রাণীর নিকটে আসিয়া বলিল, "উপবেশন করুন। আমি সকল সংবাদ নিবেদন করিতেছি।"

রাণী যেন আপনার অধীরতায় লজ্জিতা হইলেন—আসনে উপবেশন করিলেন। উমাও উপবেশন করিল।

শুদ্ধান্তপ্রাচীর সংবাদের—জনরবের গতিরোধ করিতে পারে না, বরং জনরব মুখে মুখে বিকৃতি ও বিশালতা লাভের পর সে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া আইসে। রাজ্যে রণসজ্জার সংবাদও রাজান্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। তাই রাণী

সংবাদ জানিবার জন্য উমাকে তাহার ভ্রাতৃসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উমা শঙ্কর সিংহের নিকট প্রকৃত সংবাদ জানিতে গিয়াছিল। শঙ্কর সিংহ তাহাকে সকল কথা বলেন নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারের সম্পূর্ণ আভাস দিয়াছিলেন। রাজ্যের বিপদের সম্ভাবনার কথা, রাজার সঙ্কল্পের কথা, মোগলের রোষাগ্নি প্রদীপ্ত হইলে কি ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার কথা—শঙ্কর সিংহ ভগিনীকে এ সকলের আভাস দিয়াছিলেন।

তাহার পর শঙ্কর সিংহ ভগিনার নিকট রাণীর পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"উমা, এ পরিবর্ত্তন যদি পূর্ব্বে সংসাধিত হইত—তবে হয় ত ঘটনাস্রোতঃ অন্য পথে প্রবাহিত হইত। এখন বহ্নিমুখগত পতঙ্গকে কে ফিরাইতে পারে? এখন যে অগ্নি জ্বলিয়াছে—তাহাতে কত অমূল্য রত্ন ভস্মীভূত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? রাণী রাজাকে সুখী করিতে পারিলেন না, আপনিও বেদনায় জর্জ্জরিতা হইলেন।" বলিতে বলিতে শঙ্কর সিংহের নয়ন অশ্রু-সজল হইয়া আসিয়াছিল। সে সকল কথা শুনিয়া উমা নয়নের জল সংবরণ করিতে পারে নাই। সে যে সত্য সত্যই রাণীকে ভালবাসিয়াছে। তাহার ব্যর্থ-সুখসন্ধান নারী-জীবনে সে কর্ত্তব্য ভাবিয়া প্রথম তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে ভালবাসা যে শেষে একান্তই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর্ত্তব্যের স্বর্ণশৃঙ্খল শেষে

প্রীতির কুসুমডোরে পরিণত হইয়াছিল। তাহার ব্যবহার বুঝি রাণীর হৃদয়েও সত্য সত্য অনুরাগের উৎপাদন করিয়াছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুরাগও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাই সে যখন পাষাণপ্রতিমাকে ভালবাসিত, তখনও আশা করিত, এক-দিন এ পাষাণে কোমলতার উৎস প্রবাহিত হইবে। আর আজ যখন তাহার সেই আশা কেবল ফলবতী হইয়াছে, তখন—তখন কি সব শেষ হইবে?

পিত্রালয় হইতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনকালে উমা সমস্ত পথ কাঁদিয়াছে। প্রাসাদে আসিয়া সে আপনার কক্ষে যাইয়া আপনার চিত্তচাঞ্চল্য সংযত করিয়া,—আপনার অশ্রুচিহ্ন ধৌত করিয়া, তবে রাণীর নিকটে আসিয়াছিল।

উমা রাণীকে প্রকৃত কথা কত দূর জানিতে দিবে, তাহা স্থির করিয়া আসিয়াছিল। রাণীর সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে সে ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে তাহা জানাইল। কিন্তু উমা যাহা বলিল, রাণীর তাহাতেই আসন্ন বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে বিলম্ব ঘটিল না।

উমার কথা শেষ হইলে রাণী আর চিত্তচাঞ্চল্য গোপন রাখিতে পারিলেন না—ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "উমা, এখন উপায়?"

উমা কি উত্তর দিবে? সেও ত কোন উপায় স্থির করিতে পারে নাই।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া রাণী বিহ্বল ভাবে বলিলেন, "উমা, তবে কি আর কোন উপায় নাই?"

উমা বহু কষ্টে আপনার ব্যাকুলতা গোপন করিল,—রাণীকে সে সান্ত্বনা প্রদানে সচেষ্ট হইল। সে বলিল, "বিপদের সম্ভাবনা হইতে পারে জানিয়া এত ব্যাকুল হইবার কোন কারণ নাই। আকাশে মেঘ ত সর্ব্বদাই গতায়াত করে—কয়খানি মেঘ সত্য সত্যই প্রলয়-বাত্যার সূচনা করে?"

রাণী বলিলেন, "কিন্তু, উমা, যে পক্ষিণী আপনার ভাগ্য-দোষে আশ্রয়তরুর বিশাল বক্ষে আপনার আশ্রয়-নীড় বাঁধিয়া লইতে না পারে, তাহার আশঙ্কা যে কেবল আশঙ্কামাত্র নহে, সে যে সর্ব্বনাশের সান্নিধ্যে আপনার হৃদয়ের দারুণ বেদনা-চাঞ্চল্য!"

রাণীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। উমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

দুইজনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

রাণীর মনে হইতে লাগিল, তিনি যে দিকে চাহেন—কেবলই সূচিভেদ্য অন্ধকার; তাঁহার অদৃষ্টাকাশ মেঘান্ধকার অমানিশার মত তিমিরাবগুণ্ঠিত—তাহাতে কোন দিকে কোথাও তারকার ক্ষীণ আলোক পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না, আর সেই অন্ধকারে অদূরে প্রলয়-ঝটিকার প্রবল গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে,—বজ্রনাদে সংহার-ডমরু ধ্বনিত হইতেছে,—প্রকৃতি আসন্নধ্বংসের জন্য

বক্ষ পাতিয়া দিয়াছে! আর তাহারই মধ্যে তিনি রমণী একান্ত একাকিনী মৃত্যুসুপ্তির কূলে দাঁড়াইয়া আপনার প্রেমমাত্র লইয়া ধ্বংসের গতিরোধ করিতে উদ্যতা হইয়াছেন; তাঁহার এই অসাধ্য-সাধন-প্রয়াসে দিকে দিকে বিদ্রূপের অট্টহাস্য ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—তিনি আত্মবিস্মৃতা হইলেন।

দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাতশব্দে রাণী চমকিয়া চাহিলেন। তখন নিশীথকাল উপস্থিত। রাণী দেখিলেন, উমা দীর্ঘকাল-ব্যাপী চিন্তাশ্রমের পর প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। তিনি উঠিয়া দ্বার মুক্ত করিলেন; দুইজন পরিচারিকা বহুক্ষণ অপেক্ষার পর শঙ্কা-সঙ্কুচিত হৃদয়ে দ্বারে করাঘাত করিয়াছিল। তাহা-দিগকে আবশ্যক উপদেশ প্রদান করিয়া রাণী শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শূন্য মন্দিরে শূন্য শয্যায় শয়ন করিয়া রাণী আবার ভাবিতে লাগিলেন। তিনি রাজাকে চিনিতে পারেন নাই; চিনিতে চাহেন নাই; চিনিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তাই তখন তিনি পতির স্বেচ্ছাদত্ত উপহার প্রগাঢ় প্রেম উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সে প্রেম আকর্ষণ করিবার মত কোন গুণ তাঁহার ছিল না, তথাপি সাগর যেমন আপনার উচ্ছ্বসিত প্রেম নদীকে উপহার দেয়—রাজা তেমনই তাঁহাকে আপনার প্রেম উপহার দিয়াছিলেন—তিনি সে উপহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, বুঝি সে প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতাও

তাঁহার ছিল না,—নহিলে তিনি সেই প্রেম উপেক্ষায় ও অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর বেদনার কারণমাত্র হইবেন কেন? তাহার পর কত দীর্ঘ দিন গেল—বসন্তের পর বসন্ত আসিল,—জীবনের বসন্ত আসিয়া তাঁহারই দোষে ফিরিয়া গেল। তাহার পর যখন তাঁহার অন্ধের নয়নেও রাজার রাজমহিমা প্রতিভাত হইল—তখন লজ্জা—সঙ্কোচ—আপনার উপর ধিক্কার তাঁহার প্রেমের মুখরতা রুদ্ধ করিয়া দিল। তখন সহসা রাজার আশ্রমের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আশ্রমবাসিনীর কথা শুনিয়া তাঁহার মনে পবনতাড়িত স্বচ্ছ মেঘের লঘু ছায়ার মত সামান্য সন্দেহের অনুভূতিমাত্র অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সে সন্দেহকে মনে স্থান দান করেন নাই।

তিনি বিবাহের অব্যবহিত পরে তাঁহারই সখিগণের সম্বন্ধে রাজার ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া, রাজধানীতে বিপন্ন ব্যথিত প্রজার সম্বন্ধে রাজার ব্যবস্থা মনে করিয়া মনকে সে সন্দেহ হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু হায়—তিনি যে কিছুতেই রাজাকে মনের কথা জানাইতে পারেন নাই,—তিনি যে একবার ক্ষমা চাহিতে পারেন নাই, ক্ষমা চাহিতে পারিলে তাঁহার হৃদয়ের এই বেদনার যে অর্দ্ধেক উপশম হইত? কত দিন নিশীথে তিনি সুপ্ত পতির চরণতলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার জাগরণের সম্ভাবনা দেখিলেই লজ্জায়—সঙ্কোচে চলিয়া

আসিয়াছেন; যেন তিনি তস্করের মত আপনার স্বামীর শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন—আসিয়া আপনার শয্যায় লুটাইয়া কাঁদিয়াছেন। তিনি দিবারাত্র কেবল আশা করিয়াছেন, রাজা যদি একবার পূর্ব্বের মত একটি কথা কহিতেন! কিন্তু কই সে আশা ত পূর্ণ হয় নাই; তাঁহারই ব্যবহার ব্যথিত প্রেম আর ত তেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই! সেও ত তাঁহারই দোষে!

আজ বিপদের যে ছায়া পড়িয়াছে--তাহাতে কি হয় কে জানে?

আজ রাণীর হৃদয়ের ব্যাকুলতা সকল সঙ্কোচ অতিক্রম করিল। আজ তিনি পতির চরণে আপনার সকল কথা নিবেদন করিবেন সঙ্কল্প করিয়া রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষ শূন্য! রাজা নাই!

রাণীর চক্ষুর সম্মুখে কক্ষের আলোক ও হৃদয়ে আশার আলোক যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তিনি রাজার শূন্য শয্যায় পড়িয়া দারুণ যন্ত্রণায় কাঁদিতে চাহিলেন। "যাতনাতিশয্যে ক্রন্দন আসিল না।

রাণী জানিতেন না—রাজা তখন দূতমুখে অনিবার্য্য বিপদের সংবাদ পাইয়াছেন তখন তাঁহার আদেশপত্র লইয়া অশ্বারোহী পত্রবাহকগণ রাজ্যের চারিদিকে যাত্রা করিতেছে। রাণীর সকল আশা সত্য সত্যই ফুরাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিপদ।

পত্রবাহকদিগকে পাঠাইয়া রাজা একবার কক্ষের সম্মুখে আসিলেন। উপরে আকাশ নক্ষত্রখচিত; চারি দিকে স্নিগ্ধ সুপ্তি। রাজার মনে হইল, জীবনে এইরূপ সুপ্তি কবে আসিবে? অন্ধকারে—মেঘাবৃত গগনের এক প্রান্তে একটি ক্ষীণজ্যোতিঃ তারকার আলোকের মত আশা তাঁহার হৃদয়েও লক্ষিত হইল। তিনি কক্ষে প্রত্যাগত হইলেন।

তখন অতিরিক্তশ্রান্তিজনিত অবসাদ অনুভূত হইল। রাজা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নিদ্রা কর্ষণ হইল; তিনি শয়ন করিলেন—তাহার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কক্ষের দ্বার ও বাতায়ন মুক্ত ছিল, প্রভাতের প্রথম আলোক ফুটিতে না ফুটিতে গৃহ আলোকিত হইল। রাজা জাগিয়া মন্ত্রীকে ও সেনাপতিকে আসিতে সংবাদ দিলেন।

মন্ত্রী ও সেনাপতি আসিলে রাজা তাঁহাদিগের সহিত আবশ্যক পরামর্শ করিলেন। রাজার নিকট সকল কথা শুনিয়া উভয়েরই মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এ বিপদের সম্ভাবনা ছিল

সত্য, কিন্তু এত সত্বর যে এ বিপদ ঘটিবে, তাহা কেহই মনে করেন নাই।

রাজা বলিলেন, "আমি জানিতাম, এ বিপদ অনিবার্য্য; আমি মোগলের স্বভাব বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি।"

তাহার পর রাজা সৈন্যবল সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিলেন; নানা স্থানে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা দুইজনকে জানাইলেন। উভয়েই বলিলেন, সে অবস্থায় অন্য কোনরূপ উপদেশ দিবার ছিল না।

বহুক্ষণ পরামর্শের পর মধ্যাহ্নের অল্পক্ষণ পূর্ব্বে মন্ত্রী ও সেনাপতি বিদায় লইয়া স্ব স্ব কার্য্যালয়ে গমন করিলেন।

রাজা অজয় সিংহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন

অল্পক্ষণ পরে অজয় সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা ভ্রাতাকে বসিতে বলিলেন; তিনি বসিলে বলিলেন, "অজয়, সংবাদ শুনিয়াছ?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "কিসের সংবাদ?"

"মোগল সেনা রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। গত-কল্য রাত্রিকালে আমি সংবাদ পাইয়াছি। দুই তিন দিনেই তাহারা রাজ্য-সীমায় উপস্থিত হইবে।"

অজয় সিংহের বোধ হইল যেন, তিনি সহসা আলোকোজ্জ্বল গিরিশিখর হইতে গভীর অন্ধকূপে পতিত হইলেন। তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

রাজা তখন সংবাদ প্রাপ্তি হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, সমস্ত ভ্রাতার নিকট বিবৃত করিলেন।

অজয় সিংহ নীরবে সব শুনিলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না। রাজার কথা শেষ হইলে তিনি কেমন অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "মোগল শক্তির সহিত কি আমরা সংগ্রামে সমর্থ হইব?"

রাজা বলিলেন, "না। আমাদের পরাজয় অনিবার্য্য।"

অজয় সিংহ বিস্ময়ে ভ্রাতৃমুখে চাহিলেন।

রাজা সস্নেহে ভ্রাতার স্কন্ধে করসংস্থাপন করিয়া বলিলেন, "আমি তাহা জানিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রাজপুত সংগ্রামে মৃত্যু ভুলিয়া যাইতেছে। সে আদর্শের উদ্ধার আবশ্যক। আমি সে কার্য্য করিব।"

অজয় সিংহ ভ্রাতার চরণে পতিত হইলেন, বলিলেন, "আপনার সঙ্গে সঙ্গে যে ভবিষ্যতের সকল আশার অবসান হইবে। আমি আপনার আদেশে মোগলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।"

জ্যেষ্ঠ সস্নেহে কনিষ্ঠকে তুলিয়া বলিলেন, "অজয়, আমি রাজা; আমিই এ কার্য্যের অধিকারী। তুমি অধিকারী নহ। স্নেহবন্ধনে বাঁধিয়া আমাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিও না।"

অজয় সিংহ বলিলেন, "আমার কি কোন কর্ত্তব্য নাই?"

"আছে। আমার পর সমস্ত রাজকর্ত্তব্য তোমার,— রাজ্য-

রক্ষা, প্রজাপালন, রাজপুতগৌরবের পুনরুদ্ধার এ সকল তোমার কর্ত্তব্য হইবে।"

"আমি এ কর্ত্তব্য কেমন করিয়া পালন করিব?"

"সেই কথা বলিব বলিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি,—এই আমার শেষ উপদেশ।" অজয় সিংহ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রাজা বলিলেন, "অজয়, ভাই, স্থির হও আর ধৈর্য্যচ্যুত হইবার সময় নাই, পুরদ্বারে শত্রু, বিপদ আসন্ন; এখন ধৈর্য্যচ্যুত হইও না। স্নেহ, প্রেম, ভক্তি কর্ত্তব্য সকলের অপেক্ষা অধিক আদরণীয়। আজ আমি তোমাকে তোমার কর্ত্তব্যের কথা বলিব।"

অজয় সিংহ শুনিতে লাগিলেন!

রাজা বলিলেন, "আমি সেতু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সেতুর দুইটি স্তম্ভ নষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে সেতু দুইজন অশ্বরোহীর ভার সহিতে পারিবে না; সহজে নষ্ট করা যাইবে। বিজয়ী মোগল সেনা যদি সেতু নষ্ট করিবার পূর্ব্বে কোনরূপে পুরপ্রবেশের চেষ্টা করে, তবে তাহারা সেতুর মধ্যভাগে আসিলেই সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আর আমাদের প্রয়োজনে তুমি সেতুর অবস্থা জানিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারিবে।"

অজয় সিংহ বুঝিলেন, রাজা বুঝিয়াছেন, তিনি স্বয়ং আর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না।

রাজা বলিলেন, "তুমি সেতুর মুখ রক্ষা করিবে। আমি যদি মোগল সেনার সহিত সংগ্রামে নিহত হই, তবে আর আমার দেহ উদ্ধারের চেষ্টা করিও না। কিন্তু সম্ভবতঃ শত্রুদল আমাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিবে; পিঞ্জরাবদ্ধ রাজপুতকে দিল্লীর রাজ-সভায় দেখাইতে ইচ্ছা করিবে। সেই আশঙ্কায় আমি প্রত্যাবর্ত্তনে পথ শঙ্কটসঙ্কুল করিয়াছি। মোগল সেনা দীর্ঘ পথ ঘুরিয়া আসিবে, ততক্ষণ গুপ্ত পার্ব্বত্য পথে আমরা সেতুমুখে আসিতে পারিব। জানিও, জীবনের আশা থাকিতে আমি সংগ্রাম হইতে বিরত হইব না। যদি সেতুমুখে ফিরিয়া আসি, জানিও আমার বাঁচিবার আশা নাই। সেতু অধিক ভার সহিতে পারিবে না, আমার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া আনিয়া সংকার করিও।"

এই আদেশ শুনিয়া অজয় সিংহ সম্মুখে বিষধর দেখিয়া বিচলিত পথিকের মত বিচলিত হইলেন। রাজা বলিলেন, "স্থির হইয়া শুন। তোমার পুরপ্রত্যাবর্ত্তন আবশ্যক; অনর্থক আপনাকে বিপন্ন করিও না।"

অজয় সিংহ বলিলেন, "আমি পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কি করিব?"

রাজা বলিলেন, "সেতু নষ্ট হইলে মোগল সহজে পুরপ্রবেশ করিতে পারিবে না। বিশেষ এ রাজ্যে প্রলোভনীয় কিছুই নাই। তখন মোগল সন্ধিপ্রার্থী হইতে পারে। তাহা

হইলে—তুমি সন্ধির আবরণে আবার প্রস্তুত হইতে পারিবে।"

"এখন কি সন্ধি অসম্ভব?"

"যুদ্ধের পূর্ব্বে সন্ধি! সে কাপুরুষের কার্য্য। বিশেষ রাজপুত যে আদর্শ হারাইতেছে, যুদ্ধের পূর্ব্বে সন্ধিতে তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব।"

"তবে কি নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক?"

"এ ক্ষেত্রে তাহাই কর্ত্তব্য।"

অজয় সিংহ আবার বলিলেন, "আমি যুদ্ধে যাই। আপনি যে মহৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনি ব্যতীত আর কেহ তাহার সংসাধনে সমর্থ হইবে না।"

"কায কাহারও জন্য বাধিয়া থাকে না। এ কায তুমি আমার অপেক্ষা সুসম্পন্ন করিতে পারিবে।"

অজয় সিংহ বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"আমি!"

রাজা বলিলেন, "হাঁ। আমার এ কায কর্ত্তব্য-পালন; তোমার কেবল তাহাই নহে।"

অজয় সিংহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না—বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে জ্যেষ্ঠের মুখে চাহিয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, "আমি তোমাকে কোন কথা বলি নাই—সত্য; কিন্তু তুমি কি আমার সকল কথা জান না? আমি এতদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কর্ত্তব্যে উদাসীন ছিলাম; আপনি

হতাশ হইয়া স্বার্থান্ধ আমি কর্ত্তব্য ভুলিয়াছিলাম। আজ তাহার প্রায়শ্চিত্তকাল উপস্থিত। আমি দেহশোণিতে আমার সে অপরাধ প্রক্ষালিত করিব। আমার জীবনে সুখ নাই; আমার জীবন মরুময়। যশে আমার সুখ নাই, জীবনে আমার আকর্ষণ নাই।"

অজয় সিংহ এতক্ষণে ভ্রাতার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন। রাজা বলিতে লাগিলেন, "অজয়, আমার সৌভাগ্য—এ রাজ্যের সৌভাগ্য, আমার সন্তান নাই। প্রেমহীন পিতামাতার সন্তান মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় না। তুমি আপনি ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছ। তাই আমি তোমার বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তোমাদের সন্তান একদিন এ রাজ্যের অধীশ্বর হইবে—এ কল্পনাও আমার পক্ষে সুখের। তুমি তোমার সন্তানগণের জন্য রাজ্য রক্ষা করিবে; তাহাদের গৌরবের জন্য কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবে; তাহাদের জননীর সুখের জন্য যশস্বী হইতে সচেষ্ট হইবে। তুমি আমার অপেক্ষা ক্ষত্রিয় গৌরবের উদ্ধারসম্পন্ন করিতে পারিবে। আমি তোমার উপর এ কার্য্যের ভার দিয়া সুখে মরিতে যাইতেছি; আমার মৃত্যুতে আমার দুঃখের অবসান, আর নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা।"

আজ জ্যেষ্ঠের জীবনের দারুণ নিষ্ফলতা ও অসীম বেদনা কনিষ্ঠের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, যুক্তিতর্কে তিনি জ্যেষ্ঠকে নিরস্ত করিতে পারিবেন না। তিনি

তথাপি বলিলেন, "তবে অনুমতি করুন, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করিব।"

রাজা সস্নেহে বলিলেন, "তুমি সে অনুমতি পাইবে না; আমি দিব না। জীবনে তোমার আকর্ষণ আছে; সেই আকর্ষণ তোমার মঙ্গলকর। তাহাই তোমাকে কর্ত্তব্য-পথে পরিচালিত করিবে। যদি তোমার দ্বারাও আমার অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পন্ন না হয় তুমি তোমার সন্তানদিগকে সে ব্রত উদ্‌যাপনের ভার দিয়া যাইতে পারিবে।"

অজয় সিংহ কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া রাজা বলিলেন, "অজয়, বেলা হইয়াছে। যদি সময় পাই আবার এ বিষয়ের আলোচনা করিব।"

অজয় সিংহকে উত্থানোযোগী দেখিয়া রাজা বলিলেন, "অজয়, যাইও না। আজ দুই ভাই একত্র আহার করিব।

জ্যেষ্ঠের স্বর স্নেহার্দ্র।

এই কথায় অজয় সিংহের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি বুঝিলেন,হয় ত জীবনে দুই ভ্রাতার মিলনের এরূপ সুযোগ আর ঘটিবে না বুঝিয়াই আজ জ্যেষ্ঠ এ কথা বলিলেন।

আহারে বসিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সহিত অন্য কথা কহিতে লাগিলেন—তিনি নানা বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন,যেন আসন্ন বিপদের ছায়া—মৃত্যুর মূর্ত্তি তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। জ্যেষ্ঠের অবিচলিত ধৈর্য্য, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা,

হৃদয়ের বল ও আদর্শের উচ্চতা দেখিয়া অজয় সিংহের হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল।

অপরাহ্নে সংবাদ আসিল, আর এক দিনে মোগল-বাহিনী রাজ্যের সীমায় উপনীত হইবে।

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, অজয় সিংহ ও শঙ্কর সিংহকে লইয়া কর্ত্তব্য বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বিদায়।

মোগল সৈন্য রাজ্যসীমার নিকটে উপস্থিত,—এ সংবাদ আসিল। রাজা প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। যতদূর সম্ভব সেনা সংগ্রহ হইয়াছিল; অনেক সৈন্য পূর্ব্বেই সীমান্তে প্রেরিত হইয়াছিল।

আগামী প্রাতে রাজধানীর পরিখারূপে বিরাজিতা নদীর পরপারে—ক্রোশমাত্র ব্যবধানে রাজ্যসীমায় যুদ্ধক্ষেত্রে জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে। রাজা যুদ্ধের ফল বুঝিয়াছেন; তদনুসারে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি রাজ্যের সকল কথা অজয় সিংহকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, মন্ত্রীকে আবশ্যক উপদেশ দিয়াছেন; রাজ্যের ও রাজধানীর সম্বন্ধে রাজার কর্ত্তব্য করিয়াছেন। তিনি শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত।

রাত্রি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন সংবাদ আসিল, যে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল তাহারা সকলে সেতু পার হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া রাজা বলিলেন, "যুবরাজকে সেতুর দুইটি স্তম্ভ নষ্ট করিতে আদেশ দিতে বল।"—তিনি স্বয়ং অজয় সিংহকে সেই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া দিলেন। দূত পত্র লইয়া চলিয়া গেল।

রাজা কক্ষ ত্যাগ করিয়া নিম্নে আসিলেন, তাহার পর অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটীর মধ্যবর্ত্তী উদ্যানে আসিলেন। আকাশে চন্দ্র কর, উদ্যান জনহীন—শব্দহীন। উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা এক পার্শ্বে একটি রুদ্ধ দ্বারের নিকট উপনীত হইলেন। তিনি দ্বার মুক্ত করিলেন। সেই দ্বারপথে রাজা গৃহ বিগ্রহের মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। প্রাঙ্গণ ও মন্দির জনশূন্য; প্রাঙ্গণ প্রস্তরফলকাবৃত—পরিচ্ছন্ন। রাজা অগ্রসর হইয়া মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ। রাজা লৌহ দণ্ডের মধ্য দিয়া চাহিয়া দেখিলেন। মন্দিরগর্ভে প্রজ্বলিত দীপালোকে বিগ্রহ স্পষ্ট দেখা গেল না। রাজা আবার চাহিয়া দেখিলেন। সাধনার এমন সময় আর নাই—মন্দিরে আর কেহ নাই, চারিদিকে শান্তি; সাধক সংসারের সকল বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে,তাহার সম্মুখে মৃত্যুর মহতী মূর্ত্তি! রাজা ভক্তি-ভরে প্রণত হইলেন—বলিলেন,—"হে দেবতা, তুমি এত দিন যে অযোগ্য শাসকের হস্তে এ রাজ্যের শাসনদণ্ড দিয়া রাখিয়া-ছিলে—সে আজ তাহার রাজদণ্ড লইয়া ছেলেখেলা শেষ করিল। আজ তুমি তাহার সকল অপরাধ—সকল ক্রটি মার্জ্জনা কর; তাহার দুঃখ, তাহার দৌর্ব্বল্য, তাহার আকাঙ্ক্ষা, তাহার আশা—তুমি সকলই জান। তুমি এই রাজ্যের মঙ্গল কর।" রাজা আবার প্রণত হইলেন। তিনি সেই স্নিগ্ধ—শান্ত রজনীরই মত স্থির—চাঞ্চল্যহীন।

মন্দির-প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া রাজা পুনরায় উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার পুরমন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতকে মনে পড়িল। তিনিই তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়াছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে রাজা উদ্যানের আর এক দিকে আসিলেন। শুদ্ধান্তে প্রবেশের দ্বার সেই দিকে অবস্থিত। রাজা ধীরে ধ'রে সেই দ্বারের সম্মুখে আসিলেন। দ্বার হইতে পথ আলোকে উজ্জ্বল। রাজাকে দেখিয়া প্রহরী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, রাজাকে অভিবাদন করিল। রাজা কি ভাবিতেছিলেন দেখিতে পাইলেন না।

রাজা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন; স্থির হৃদয়ে সামান্য অস্থিরতার আবির্ভাব অনুভব করিলেন। রাজা আবার ভাবিলেন,—আজ সব শেষ!

ভাবিতে ভাবিতে ধীর পদে রাজা দ্বার অতিক্রম করিলেন—পথ ও সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উপনীত হইলেন।

প্রথম কক্ষেই রাজা দেখিলেন, উমা বসিয়া আছে। উমা সে রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে নাই—কেবল ভাবিতেছিল। সে রাজাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা বলিলেন, "উমা, তুমি ঘুমাও নাই? সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আছ? যাও, যাইয়া শয়ন কর।"

রাজা সে কক্ষ অতিক্রম করিলেন। রাজা প্রথমে রাণীর বিশ্রাম-কক্ষ-দ্বারে উপনীত হইলেন। কক্ষদ্বার মুক্ত, কক্ষে

আলোক জ্বলিতেছে। রাজা কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রাণী সে কক্ষে নাই।

রাজা সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে কক্ষও দীপালোকে আলোকিত; সে কক্ষও শূন্য!

রাজা হৃদয়ে সহসা বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি মনে করিলেন, মানুষ আশায় ভ্রান্ত হয়;—আশায় কেবল যাতনা। মেঘান্ধকার নিশায় সহসা বিদ্যুদ্বিকাশে যেমন সমস্ত প্রকৃতি নয়ন সমক্ষে সপ্রকাশ হইয়া উঠে—তেমনই আজ তাঁহার বিবাহিত জীবন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। সে জীবনে সকল আশার আলোক হতাশার অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে—জীবন ধূমপূর্ণ হইয়াছে।

আজ সে জীবনে শেষ আশার নির্ব্বাণ! তিনি ভ্রান্ত আশায় আজ মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হইবার পূর্ব্বে একবার অন্তঃপুরে রাণীর নিকট শেষ বিদায় লইবার জন্য আসিয়াছিলেন। সে আশাও হতাশায় পরিণত হইল।

রাজা ফিরিলেন।

তিনি সোপানপ্রান্তে উপনীত হইলে উমা রাণীর সন্ধানে গেল। সে রাজাকে এত সত্বর ফিরিতে দেখিয়া ভাবিল—এ কি? উমা যাইয়া রাণীর বিশ্রামকক্ষে ও শয়নকক্ষে দেখিল, রাণী নাই। তখন সে অন্যান্য কক্ষ দেখিতে দেখিতে রাজা কার্য্য করিতে করিতে যে বিশ্রাম-গৃহে শয়ন করিতেন সেই কক্ষে

উপনীতা হইল; দেখিল, রাণী বসিয়া আছেন। রাজার সেই কক্ষে আসিবার সম্ভাবনা জানিয়া রাণী সেই কক্ষে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আজ তিনি হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিবেন—সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার নয়নে নিদ্রাস্পর্শ হয় নাই। কক্ষে উমাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত ভাবে চাহিলেন।

উমা রাণীকে জানাইল, রাজা অন্তঃপুরে আসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহাকেই সন্ধান করিয়াছিলেন এবং না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

রাণীর মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কোথায়!"

উমা উত্তর করিল, "আমি তাঁহাকে সোপানশ্রেণী অবতরণোদ্যোগী দেখিয়া আসিয়াছি।"

রাণী যেন জ্ঞানহারার মত দ্রুতপদে সেই দিকে চলিলেন, উমা সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

রাণী দীর্ঘ পথ-কক্ষ দ্রুত পদে অতিক্রম করিয়া সোপান-শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইলেন—তাহার পর সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া পথ বাহিয়া উদ্যানদ্বারে উপনীতা হইলেন। সহসা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া প্রহরী সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল।

রাণী সতৃষ্ণ নয়নে দেখিলেন, রাজা উদ্যান অতিক্রম করিয়া বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার পক্ষে যেন জগতের ধ্বংস হইয়া গেল। তিনি মুহূর্ত্ত পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া

দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তাহার পর একবার অশ্রুবাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন—“উমা !” রাণীর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহার দুই চক্ষু ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

এ দিকে রাজা হতাশাকাতর হৃদয়ে আপনার উপবেশন-গৃহে উপনীত হইলেন। সে কক্ষে কেবল শঙ্কর সিংহ উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা শঙ্কর সিংহকে শেষ উপদেশ দিয়া—ভৃত্যকে আপনার বেশ আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য কোন্ বেশ আনিবে জিজ্ঞাসা করিলে রাজা মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি অভিষেকের দিন যে বেশ পরিধান করিয়াছিলাম, সেই বেশ আনয়ন কর।”

ভৃত্য সেই বেশ আনয়ন করিল। রাজা তাহা পরিধান করিলেন,—আজ তিনি রাজা।

রাজা যখন অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখগামী হইলেন—তখন পূর্ব্ব গগনে দিবালোক কেবল ফুটিয়া উঠিতেছে।

রাজা দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া নগর অতিক্রম করিলেন ; তাঁহার মনে হইতে লাগিল—নগর যেন আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় স্থির।

নগরোপকণ্ঠে আশ্রমদ্বারে উপনীত হইয়া রাজা দেখিলেন, দ্বার মুক্ত। রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন,—দ্বাররক্ষককে অশ্ববল্গা প্রদান করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ; দেখিলেন, পার্ব্বতী অলিন্দে দাঁড়াইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে।

রাজা অলিন্দে উঠিয়া বলিলেন, "পার্ব্বতী, আমি যুদ্ধে যাইতেছি। তোমার আশ্রমের বিষয় আমি অজয়কে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছি।"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধে পরাজয় কি অবশ্যম্ভাবী?"—তাহার কণ্ঠস্বর আবেগ-কম্পিত।

রাজা বলিলেন, "হাঁ।"

"তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াও কি অবশ্যম্ভাবী? আর কোন উপায় কি নাই?"

"সকলেই যদি অন্য উপায়ের সন্ধান করে, তবে রাজপুতকে বিলোপোন্মুখ গৌরব-রক্ষার আদর্শ কে দেখাইবে?"

"কিন্তু আপনি—"

"দীর্ঘ অবর্ষণ অন্তে যখন সুস্নিগ্ধ বর্ষণে ধরণী শস্যপূর্ণা হইবার সম্ভাবনা হয়, তখন কোন্ পথে একজন পথিক বারিসিক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে তাহা কেহ গণনায় আনে না।"

পার্ব্বতী ধীরে ধীরে বলিল, "রাজ্যের কি হইবে?"

রাজা উত্তর করিলেন, "রাজ্য কখন রাজহীন হয় না—তাই রাজার নিধন নাই। এক যায়—আর তাহার স্থান অধিকার করে। কেবল কাহারও জন্য প্রজা দুই দিন দুঃখ করে—কেহ মরিলে সুখী হয়। অজয় প্রজারঞ্জনবিষয়ে আমার অপেক্ষা পারগ হইবে,—তাহাতেই রাজার কীর্ত্তি ও কৃতিত্ব। আমার জন্য শোক করিবার কেহই এ জগতে নাই।"

পার্ব্বতী মুখ তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেহ নাই!"

রাজা বলিলেন, "না।"

রাজা দেখিলেন, পার্ব্বতীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি আপনার হৃদয়ে ব্যাকুলতা অনুভব করিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, বুঝি এত দিন হৃদয়ে গোপনে রক্ষিত ভাব আজ মৃত্যুমুখে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। তিনি শঙ্কিত হইলেন—ব্যস্ত-ভাবে বিদায় লইলেন, দ্বারে আসিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া কশাঘাতে অশ্বকে বেগে চালিত করিলেন।

পার্ব্বতী দাঁড়াইয়া দেখিল—রাজাকে লইয়া অশ্ব বেগে সেতু অতিক্রম করিয়া গেল। তাহার পিপাসিত নয়ন যেন সে মূর্ত্তি পান করিতে লাগিল।

তাহার পর অশ্ব ও অশ্বারোহী অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন পার্ব্বতী সেই নগ্ন হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া পড়িল। রাজা যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন—পার্ব্বতী ভক্তিভরে সাধকের মত—প্রেমিকার মত—আসীম আগ্রহে সেই স্থান চুম্বন করিল।

চতুর্থ খণ্ড।

ফল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রণান্তে।

রাজা রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেখিলেন, উভয় দল প্রস্তুত। দুইটি সিংহ সম্মুখীন হইলে যেমন আক্রমণের পূর্ব্বে রোষরক্ত লোচনে পরস্পরকে লক্ষ্য করে, দুই দল সেইরূপ পরস্পরকে লক্ষ্য করিতেছিল। রাজার আগমনে রাজপুত সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—অপর দিকে মোগল সেনাপতির আদেশে গোলন্দাজ কামানের রঞ্জুতঘরে দীপ্ত শলিতা প্রদান করিল। রাজা তাহা লক্ষ্য করিলেন, সেনাপতিকে বলিলেন, "কামান অধিকার না করিলে উপায় নাই।" সেনাপতি তদনুসারে আদেশ প্রচার করিলেন। রাজপুত সেনা বীরবিক্রমে অগ্রসর হইল। মোগলের অগ্নিবর্ষণ অবহেলা করিয়া রাজপুত সৈনিকগণ কামান অধিকার করিল; অগ্নিবর্ষণ বন্ধ হইল; কিন্তু ততক্ষণে বহু হতাহত রাজপুত সৈনিক রণস্থল পূর্ণ করিয়া পড়িয়াছে।

তখন সম্মুখ-যুদ্ধ আরব্ধ হইল। যে সকল রাজপুত রণক্ষেত্রে শায়িত হইয়াছিল, তাহারা কোনরূপে ফিরিয়া, কেহ বা মস্তক উত্তোলন করিয়া, কেহ বা করে ভর দিয়া যুদ্ধ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সম্মুখ-যুদ্ধে রাজপুত বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু রাজপুত

সৈনিক সকলেই সুশিক্ষিত নহে; বিশেষ মোগল বাহিনী সংখ্যায় রাজপুত বাহিনীর দশগুণেরও অধিক। সুতরাং রাজপুতের পরাজয় অনিবার্য্য।

রাজপুতের অস্ত্রাঘাতে মোগল বাহিনী ক্ষয় হইতে লাগিল; কিন্তু সমুদ্রে বারিরাশির ন্যায় সে ক্ষয় অনুভূত হইল না। এদিকে রাজপুত সৈনিকদল ক্রমেই সংখ্যায় কমিতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল। রাজা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, আর অধিকক্ষণ সংগ্রাম অসম্ভব। তিনি বেগে অশ্বচালনা করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। শত্রুদল তাঁহাকে বেষ্টিত করিল। বিষম যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর রাজা বুঝিলেন, তাঁহাকে নিহত করা মোগলের অভিপ্রেত নহে—তাঁহাকে বন্দী করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। তিনি মনে মনে হাসিলেন,—যে জীবন বিসর্জ্জন করিতেই আসিয়াছে, মৃত্যু ব্যতীত আর কে তাহাকে বন্দী করিতে পারে? তিনি শত্রু-ব্যূহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আরও কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। রাজার দেহ শোণিতস্রাবে ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ অবস্থায় অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুর বন্দী হওয়া অনিবার্য্য। তিনি মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন; তাহার পর যে প্রভুভক্ত, সুশিক্ষিত সৈনিকগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ছিল, সেই অল্পায়মান সৈনিকদলকে সময়োপযোগী আবশ্যক আদেশ প্রদান করিলেন।

বিদ্যুদ্বেগে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া রাজপুত সৈনিকদল রাজাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল; তাহার পর পরিচিত পার্ব্বত্য পথে বিদ্যুতেরই মত মিলাইয়া গেল। মোগল সৈনিক-গণ তাহাদিগের অনুসরণ করিতে পারিল না; সে পথ তাহা-দিগের একান্ত অপরিচিত। শেষে তাহারা দূতের নির্দ্দেশমত পথে নগরাভিমুখে চলিল। সে পথ দীর্ঘ ও সঙ্কটসঙ্কুল।

সেতুমুখে অজয় সিংহ একদল সৈনিকসহ অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। মধ্যে মধ্যে রণক্ষেত্র হইতে দূতমুখে সংবাদ আসিতে-ছিল; সে সংবাদ আশাপ্রদ নহে। তিনি নানা অমঙ্গলের চিন্তায় কাতর। সম্মুখে প্রান্তর;—পশ্চাতে সেতু, স্তম্ভচ্ছেদন-হেতু দুর্ব্বল। একবার পশ্চাৎদিকে চাহিয়া অজয় সিংহ দেখি-লেন—মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত সেতু অতিক্রম করিয়া আসিতে-ছেন। অজয় সিংহ বিস্মিত হইলেন। বৃদ্ধ নিকটে উপনীত হইলে অজয় সিংহ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিলেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "আমি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া একবার রাজধানীতে আসিতেছিলাম। পথে এই সংবাদ পাইয়া দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। শেষ সংবাদ কি?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "রাজপুত সেনা সংখ্যায় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।"

"বৎস, রাজা এ সংগ্রামের অনিবার্য্য ফল নিশ্চয়ই জানিতেন।

"জানিতেন; জানিয়া আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

অজয় সিংহ সংক্ষেপে রাজার উদ্দেশ্য ও উপদেশ বৃদ্ধকে বুঝাইলেন। বৃদ্ধ স্থিরভাবে তাহা শুনিলেন, তাহার পর অজয় সিংহের কথা শেষ হইলে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন'—"বৎস, বহুদিনের দুর্ব্বলতা একদিনে যায় না; কিন্তু যে প্রথম দুর্ব্বলতাকে পদাঘাতে দূর করিতে সচেষ্ট হয়—গৌরব তাহার। আজ সে গৌরব—তোমার ভ্রাতার—আমার রাজার। আজ আমরা ধন্য।"

অজয় সিংহ বলিলেন, "কিন্তু জয়ের কোন আশা ত নাই।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "জয় আর গৌরব এক নহে। জগতের ইতিহাসে অনেক স্থলে দেখিবে—সমুজ্জ্বল সাফল্য অপেক্ষা অবনত অসাফল্যের গৌরব অধিক। জয় পরাজয় অনিশ্চিত। রাজপুত কি সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে পারিয়াছে? কিন্তু রাজপুত কখনও আপনার স্বাতন্ত্র্য, সম্ভ্রম, সম্মান বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাহাতেই রাজপুতের গৌরব। রাজপুত সেই আদর্শ অতলতলে বিসর্জ্জন করিয়া অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছিল; আজ একজন রাজপুত নৃপতি সেই আদর্শের উদ্ধার-চেষ্টায় আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন। বৎস, তাঁহার মত গৌরব কাহার? এমন আদর্শ কি নিষ্ফল হইবার?"

"কিন্তু আপনি শুনেন নাই, রাজা রাজপুত-রাজসঙ্ঘগঠনের

চেষ্টায় নিস্ফল-প্রযত্ন হইয়াছিলেন। যাহারা ঈর্ষ্যাবশে বা ভয়ে তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় নাই—তাহারাই মোগলকে সংবাদ দিয়াছে—ইহাই রাজার বিশ্বাস।"

"আমার সহিত পথে শঙ্কর সিংহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি সব শুনিয়াছি। বহুদিনের আবর্জ্জনা কি একদিনে দূর হয়? কিন্তু এতদিনে অবর্জ্জনার স্তূপে অগ্নিসংযোগ হইল—তাহার ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। হতাশ হইও না। যিনি বিপন্নের একমাত্র শরণ—তিনিই রাজাকে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। তাঁহার কার্য্য তিনিই করাইবেন।" বৃদ্ধ উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিলেন।

পার্ব্বত্য পথে দূরে ধূলি লক্ষিত হইল। এ পথ মোগলের অপরিজ্ঞাত; কিন্তু বিশ্বাস নাই। অজয় সিংহ মুষ্টিমেয় সৈনিক লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অল্পকালমধ্যেই দূরে রাজপুতের পরিচিত বেশ লক্ষিত হইল। তাহার পর সৈনিকগণ আরও নিকটবর্ত্তী হইলে অজয় সিংহ ও পুরোহিত দেখিলেন, তাহারা রাজাকে লইয়া আসিতেছে।

সেই মুষ্টিমেয় সৈনিক রাজাকে লইয়া যখন সেতুর নিকট উপনীত হইল—তখন দেহের নানাস্থানে ক্ষতমুখে শোণিতপাতে রাজা অবসন্ন—অশ্বপৃষ্ঠে আর বসিয়া থাকিবার সাধ্য নাই; দুইদিকে দুইজন তাঁহাকে ধরিয়া অশ্বচালনা করিতেছে।

মৃত্যু-মিলন।

অজয় সিংহ সযত্নে জ্যেষ্ঠকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া লইলেন; তার পর তাঁহাকে সেই তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে শায়িত করিলেন। রাজা দেখিলেন, সম্মুখে বৃদ্ধ পুরোহিত। তিনি গভীর আক্ষেপের স্বরে বলিলেন, "আজ আর কি দেখিতে আসিয়াছেন?"

বৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "আজ আমি আমার রাজাকে দেখিতে আসিয়াছি; আজ আমি রাজপুত গৌরবের তরুণ-অরুণবিকাশ দেখিতে আসিয়াছি। আজ আমি ধন্য, আজ-তুমি ধন্য, আজ এ রাজ্য ধন্য।"

এই সময়ে বৃদ্ধ দেখিতে পাইলেন, পরপারে আশ্রমসীমায় পার্ব্বতী শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছে।

অজয় সিংহ সৈনিকদিগকে একে একে সেতু পার হইয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন—তাহারা সেই আদেশ পালন করিতে লাগিল।

রাজা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দেহ হইতে জীবনীশক্তি প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। তিনি অজয় সিংহকে বলিলেন, "মোগল সেনা অল্পক্ষণমধ্যে আসিবে। আমার উপদেশমত কার্য্য কর।" অজয় সিংহ তাঁহাকে তুলিতে উদ্যত হইলেন। রাজার কুঞ্চিত ভ্রূযুগে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন "কি করিতেছ?"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন. "আপনাকে নগরে লইয়া যাইব।"

রাজা বলিলেন, "আমি রাজপুত; যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নগরে ফিরিব না। মোগল আমাকে মারিবে না জানিয়া—আপনাকে মরণাহত বুঝিয়া আমি এইস্থানে আসিয়াছি। আমার মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া যাও।"

অজয় সিংহ মৃত্তিকালগ্ন-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

রাজা উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারিবে না?"

অজয় সিংহ নিরুত্তর রহিলেন।

রাজা উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন—পারিলেন না; সেই চেষ্টায় তিনি আরও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি পদতলে দণ্ডায়মান একজন সৈনিককে ইঙ্গিতে আপনার আদেশ জানাইলেন।

আজ্ঞাবহ ভৃত্য তরবারি কোশমুক্ত করিল—দিনান্ত-রবি-করে শাণিত ফলক ঝলকিয়া উঠিল। সেই সময় রাজা একবার পরপারে চাহিলেন,—দেখিলেন—আশ্রমসীমায় শিলা-খণ্ডের উপর হইতে গৈরিক অঞ্চল উড়িয়া নিম্নে—নদীগর্ভে পড়িল।

রাজার উন্নত কপালে যাতনার চিহ্ন লক্ষিত হইল—মৃত্যু-মূর্চ্ছায় তাঁহার নয়নদ্বয় মুদিয়া আসিল।

অজয় সিংহ ত্বরিতে উঠিয়া সৈনিকের আঘাতে উদ্যত হস্ত ধারণ করিলেন; তাহার পর ভ্রাতার শবদেহ তুলিয়া লইয়া সেতু পার হইলেন।

সেই সময়ে দূরে মোগলসেনার বর্শায় রবিকর-দীপ্তি দেখা গেল।

মোগলসেনা দেখিল, রাজার দেহ লইয়া কে সেতু পার হইল। সেই দেহলাভের আশায় তাহারা আরও বেগে অশ্ব-চালনা করিল।

মোগলের শত শত অশ্বারোহী সেনা এককালে সেতুর উপর উপনীত হইল। দুর্ব্বল সেতু বজ্রনাদে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিজয়ী মোগলসেনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ নদীগর্ভে পতিত হইল। কেহ বা নদীগর্ভে প্রোথিত শূলে বিদ্ধ হইয়া গতপ্রাণ হইল; কেহ বা নদীস্রোতে শিলায় আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মোগলসেনা তীরে দাঁড়াইয়া সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

পরপার হইতে শোক-কাতর রাজপুতগণ এই দৃশ্যে দারুণ দুঃখেও আনন্দ অনুভব করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধান্তে।

অন্তঃপুরে রাজার বিশ্রামকক্ষে প্রিয়স্পর্শপূত পালঙ্কে বসিয়া রাণী ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনার অন্ত নাই। সাহসা সেতুভঙ্গের ভীম নাদে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। উমা সেই কক্ষেই ছিল,—তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমা, এ শব্দ কিসের?"

উমা বলিল, "আমি জানি না।"

রাণী বলিলেন, "এ যে ভীষণ শব্দ!"

উমা বলিল, "যদি বলেন, আমি যাইয়া আমার জ্যেষ্ঠের নিকট জানিয়া আসি। তিনি বোধ হয় জানেন।"

রাণী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শঙ্কর সিংহ কি প্রাসাদে? তিনি যুদ্ধে গমন করেন নাই?"

উমা উত্তর করিল, "রাজার আদেশে তিনি প্রাসাদেই অবস্থান করিতেছেন।"

"তিনি কোথায়?"

"প্রাসাদ-চুড়ায়।"

"কেন?"

"তিনি নগর-সীমায় সেনাদলের গতি লক্ষ্য করিতেছেন। প্রাসাদ ও দুর্গ রক্ষার ভার তাঁহার।"

রাণী বলিলেন, "তুমি এখনই যাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আন।"

উমা চলিয়া গেল। রাণীর বোধ হইতে লাগিল, তিনি একান্ত একা। একবার তাঁহার মনে হইল, রেবা আসিয়া তাঁহার নিকট থাকিতে চাহিয়াছিল, তিনি বারণ না করিলেই ভাল করিতেন।

কিছুক্ষণ পরে উমা প্রত্যাবৃত্তা হইল; জানাইল, শঙ্কর সিংহ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। রাণী বলিলেন, "তাঁহাকে আসিতে বল।" উমা শঙ্কর সিংহকে ডাকিতে গেল।

শঙ্কর সিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলে রাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনই যে দারুণ শব্দ শুনিলাম, উহা কিসের?"

শঙ্কর সিংহ সংক্ষেপে বলিলেন, "সেতুভঙ্গের।"

রাণী জিজ্ঞাসা করিলে, "সেতু কি দুর্ব্বল ছিল?"

"না।"

"তবে কি সেনাভরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে?"

শঙ্কর সিংহ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। রাণী বলিলেন, "শঙ্কর সিংহ, আমি এ রাজ্যের রাণী—আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি আমার সহোদরাধিক উমার ভ্রাতা—আমার স্বামীর প্রিয় সুহৃৎ—আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আজ আর আমার নিকট কিছু গোপন করিও না।"

রাণীর স্বরের আকুলতায় শঙ্কর সিংহ বিচলিত হইলেন; ভাবিয়া দেখিলেন, আজ আর কিছু গোপন করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি ভগিনীর নিকট রাণীর পরিবর্ত্তনের কথাও শুনিয়াছিলেন; আজ তাহা অনুভব করিলেন। আজ রাজার ও রাণীর জন্য শঙ্কর সিংহের হৃদয় বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শঙ্কর সিংহ তখন রাণীকে সকল কথা বলিলেন। সেতু সম্বন্ধে রাজার ব্যবস্থা—তাঁহাকে রাজার উপদেশ—রাজ্য-রক্ষার উপায়বিধান—অজয় সিংহকে রাজার আদেশ—শঙ্কর সিংহ একে একে রাণীকে সব বলিলেন।

শঙ্কর সিংহের কথা শেষ হইতে না হইতেই রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তাভা ধারণ করিল—তাঁহার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। রাণী উচ্ছ্বলিত স্বরে বলিলেন,—"শঙ্কর সিংহ, তুমি রাজপুত?"

রাণীর প্রশ্নে শঙ্কর সিংহ বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে এ প্রশ্ন কেন?"

রাণী বলিলেন, "আজ যখন রাজপুত রাজা—রাজপুতের কল্যাণচেষ্টায় স্বয়ং বিপন্ন, তখন তুমি রাজপুত—কাপুরুষের মত—রমণীর মত রণবিমুখ কেন?"

এই তিরস্কারে—অপমানে শঙ্কর সিংহের শিরায় রক্তস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক স্থির ভাব হারাইলেন না; বলিলেন, "রাণী, আমি রাজার আদেশে

রাজপুতের বিলাসক্ষেত্র রণক্ষেত্রে যাইতে পারি নাই। আমি তিরস্কারের পাত্র নহি।"

রাণী বলিলেন, "কিন্তু তোমার রাজপুতহৃদয় কি তোমাকে কোন আদেশ দেয় নাই। রাজার দেব-দেহ শত্রুকরে লাঞ্ছিত হইবে জানিয়াও তুমি তাঁহার আদেশে স্থির হইয়া আছ? রাজার আদেশ কি কেবল তোমার কাপুরুষতার বর্ম্মমাত্র?"

"আমি সকল কথাই নিবেদন করিয়াছি।"

"তুমি রাজপুত, তুমি প্রজা,তুমি রাজার বন্ধু—সখা—তুমি কি সেই দেহ উদ্ধার করিয়া আনিবে না—তুমি কি সে চেষ্টা করিবে না?"

বলিতে বলিতে রাণীর রোষ-কঠোর কণ্ঠস্বর অনুনয়-বিগলিত হইয়া গেল, তাঁহার প্রদীপ্ত নয়ন অশ্রুসজল হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "শঙ্কর সিংহ, আমার শেষ অনুরোধ সানুনয় প্রার্থনা, আমার স্বামীর দেহ আমাকে আনিয়া দাও!" বলিতে বলিতে রাণীর দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

শঙ্কর সিংহ কি করিবেন—ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময় শুদ্ধান্তদ্বারে অজয় সিংহের ভেরীতে সঙ্কেত ধ্বনি ধ্বনিত হইল।

"অজয় সিংহ আসিয়াছেন"—বলিয়া শঙ্কর সিংহ ব্যস্তভাবে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রাণী অবসন্নভাবে সেই পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। তাঁহার

মনে হইতে লাগিল যেন এক এক মুহূর্ত্ত এক এক যুগের মত দীর্ঘ।

অদূরে পদধ্বনি শুনিয়া রাণী দ্বারে চাহিলেন। শঙ্কর সিংহের পশ্চাতে অজয় সিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখে বিষণ্ণ ভাব—দৃষ্টি হর্ম্ম্যতলবদ্ধ—মস্তক নত।

দেবরকে দেখিয়া রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কাতর স্বরে বলিলেন "অজয় সিংহ, আমার স্বামীর—আমার দেবতার দেহ আমাকে আনিয়া দাও।"

অজয় সিংহ মুখ তুলিতে পারিলেন না? অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, "রাণী—দেবী—"

রাণী বাধা দিয়া বলিলেন, "অজয় সিংহ—আমি রাণী নহি—দেবী নহি—আমি নারী। আমার স্বামীর দেহ আনিয়া দাও।"

অজয় সিংহ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি সে দেহ আনিয়াছি!"

রাণী ব্যাগ্রভাবে বলিলেন, "কোথায় সে দেহ? আমাকে তথায় লইয়া চল।"

অজয় সিংহ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাণী বাহ্যজ্ঞান-হতবৎ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। শঙ্কর সিংহ ও উমা পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন।

কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করিয়া অজয় সিংহ সোপানশ্রেণী অবতরণ করিলেন—তাহার পর পথ বহিয়া অন্তঃপুরের ও বহির্ব্বাটীর মধ্যবর্ত্তী উদ্যানে উপনীত হইলেন। প্রহরী রাণীকে দেখিয়া সরিয়া গেল। রাণী আর কিছুই দেখিতেছিলেন না। উদ্যানের পর গৃহ। সেই গৃহের অপরিচিত পথে অজয় সিংহের অনুসরণ করিয়া রাণী রাজার উপবেশন-গৃহে উপনীত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আদর্শ।

যে কক্ষে রাজা সাধারণতঃ অবস্থান করিতেন অজয় সিংহের সঙ্গে রাণী সেই কক্ষে উপনীতা হইলেন। হর্ম্ম্যতলে বহুমূল্য আস্তরণ আস্তৃত। তাহারই মধ্যস্থলে—স্বর্ণসূত্রখচিত রাজাসনে রাজার শবদেহ শায়িত। কেশরাশি বিশৃঙ্খল—মুখমণ্ডল পাংশু-বর্ণ—নয়ন মুদিত।

রাণী সেই দেহ দেখিয়া মুহূর্ত্ত প্রস্তর-মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জীবনে যে প্রেম ঘটনাক্রমে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই—আজ মৃত্যুমুখে তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। তাহার প্রবল স্রোতে আজ রাণীর সকল সঙ্কোচ ভাসিয়া গেল। রাণী উন্মত্তবৎ যাইয়া শবদেহের মস্তক আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইলেন—তাহার পর প্রগাঢ় প্রেমচুম্বনে সেই মৃত্যুশীতল—গৌরবোজ্জ্বল উন্নত কপাল প্লাবিত করিয়া দিলেন।

আজ রাণীর মনে হইল—এতদিনে তিনি আপনার ঈপ্সিতকে পাইয়াছেন—আজ রাজা রাজ্যের নহেন—একান্ত তাঁহারই। আজ তিনি ধন্য—কেন না, রাজার সহিত মরিবার অধিকার আর কাহারও নাই। যে জীবন এতদিন তাঁহার নিকট একান্ত ব্যর্থ বোধ হইয়াছিল—আজ তাহা সার্থক বোধ হইল। আজ

সীমাহীন দুঃখের মধ্যে রাণী অসীম সুখ পাইলেন—দুর্দ্দশার প্রলয়ের মধ্যে তিনি আনন্দের আলোকরশ্মি দেখিলেন। রণহত পতিদেহ লইয়া রাজপুতনারী আজ গর্ব্ব অনুভব করিলেন।

অজয় সিংহ ও শঙ্কর সিংহ পরস্পরের মুখে চাহিলেন—উভয়েই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

উমা কাঁদিতে লাগিল।

দীর্ঘদিনব্যাপী জলদজাল দিনান্তে অপসৃত হইয়া যদি রবি-করবিকাশের অবসর দেয় তবে যেমন কমল কোরক সেই রবি-করে একবার প্রস্ফুটিত হইয়া অচিরে নিশার তিমিরে আবার মুদিত হইয়া যায়—দেখিতে দেখিতে তাহার কুসুম-জীবনের সকল দশার শেষ হয়—তেমনই রাণীর পত্নী-জীবনের সকল দশাই দেখিতে দেখিতে শেষ হইতে লাগিল। অবস্থাপরিবর্ত্তনের—শোকের প্রথম—প্রবল আঘাতের পর রাণীর নয়নে শান্তি-সহচর অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সেই অশ্রু প্রবাহে শোকের আতিশয্য—বাহ্যজ্ঞানহীনভাব ভাসিয়া গেল; দীর্ঘ অবর্ষণের পর বর্ষণস্নিগ্ধ প্রকৃতির মত শান্ত—আত্মস্থ নারীপ্রকৃতি দেখা দিল। রাণী কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে রজনীর তিমিরাবরণ ধীরে ধীরে ধরাবক্ষে বিস্তৃত হইতে লাগিল। অজয় সিংহের আদেশে কক্ষে বহুদীপ দীপধারে দীপরাশি প্রজ্বালিত হইল।

কিছুক্ষণ রোদনের পর রাণী অজয় সিংহকে বলিলেন,

"অজয় সিংহ, আমার শেষ কর্ত্তব্য পালনের উদ্যোগ করিয়া দাও। চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান কর।"

অজয় সিংহ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন—তাহার পর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই গৃহমন্দির-প্রাঙ্গণে রাশি রাশি ঘৃতসিক্ত চন্দন কাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত হইল। সকল আয়োজন সম্পন্ন হইল।

রাণী অজয় সিংহকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার চিতা-শয়ন—কুসুম-শয়ন প্রস্তুত হইয়াছে ?"

অজয় সিংহ উত্তর করিতে পারিলেন না।

রাণী বুঝিতে পারিলেন। তিনি রাজার মস্তক সযত্নে উপাধানে ন্যস্ত করিয়া আপনি উঠিয়া দাড়াইলেন।

* * * * * * * *

তাহার পর নৈশ তিমির ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে ঘৃতাহুতিপুষ্ট পাবকের শত শিখা শত রক্ত ফণিনীর মত আকাশে ফণা তুলিতে লাগিল—সেই আলোকে নৈশ অন্ধকার বিকট দেখাইতে লাগিল। আর রাজপুত রমণীর অশ্রুবিকম্পিত কণ্ঠে "লাজহরণ—তাপনারণ"—হুতাশনের স্তুতিগান গীত হইল।

সেই চিতায় দুরাসদ দেশপ্রীতি ও প্রগাঢ় প্রেম মিলিত হইল; কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কান্ত কমনীয়তা একত্র মিশিল; আদর্শ আত্মত্যাগের ও সীমাহীন সৌন্দর্য্যের শেষ মর্ত্তবাসগৃহ ভস্মে

পরিণত হইয়া রাজপুতানার পুণ্য ভূমির পূত ধূলিতে পরিণত হইল। যাহারা জীবনে অসীম আগ্রহ সত্ত্বেও পরস্পর মিলিত হইতে পারে নাই—মৃত্যু তাহাদিগকে মিলনে মিলিত করিল।

আর সব গেল—রহিল কেবল আদর্শ।